হর-পার্বতী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

হরপার্ব্বতী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম—পাঁচসিকা

ফাল্গুন—১৩৩১

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

কর-কমলেষু

হরপার্ব্বতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয় প্রদেশ। শ্রেণীর পর শ্রেণী পাহাড় আকাশের গায়ে মিলাইয়াছে। সম্মুখ দিকের পাহাড়ে বহু গুহা। তাহারও সম্মুখে উঁচু-নীচু ভূমি। জ্যোৎস্নালোকে গিরি-প্রদেশ প্লাবিত। গুহায় গুহায় পর্ব্বতবাসী নর-নারী পূর্ণিমা উৎসবে মত্ত, তরুণ-তরুণীরা আনন্দে উদ্বেল। তরুণীরা বিরল-বসনা মুক্তকেশী, পুষ্পাভরণে সজ্জিত। তরুণরা একবস্ত্রাবলম্বী, তাহাদের কণ্ঠে ফুলের মালা, হাতে বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র। তাহারা গান গাহিতেছে।

গান (কোরাস)

এস এস বন ঝরণা উচ্ছল-চল-চরণা।
সর্পিল ভঙ্গে লুটায়ে তরঙ্গে ফেন-শুভ্র-ওড়না।
পাষাণ জাগায়ে এস নির্ঝরিণী
এস প্রাণ-চঞ্চলা জল-হরিণী
মরু তৃষিতের বুকে ঢালো ধারা জল শ্যাম-মেঘ-বরণা।

এস বুনো পথ বেয়ে অকারণ গান গেয়ে
গভীর অরণ্যের মৌনব্রত ভেঙে ভয়হীন পাহাড়ী মেয়ে
নৃত্য পরা-পায়ে ছন্দ আনো
আনন্দ আনো মৃত প্রাণ জাগানো
অনাবিল হাসির ঝরাফুল ছড়ায়ে
এস মঞ্জুলা মনোহরণা।

আদিত্য। সবাইকে দেখছি, ঝর্ণা নাই। ঝর্ণা কোথায়?

বাসন্তী। ঝর্ণা!

সুমন্ত্র। আনন্দের ঝর্ণা!

সবিতা। প্রেমের ঝর্ণা!

আদিত্য। রূপের ঝর্ণা!

রোহিণী। তোমাদের মানস প্রতিমা!

মিহির। তোমাদের ঈর্ষার পাত্রী!

বহু তরুণী। না, না, না!

বহু তরুণ। হাঁ, হাঁ, হাঁ!

বহু তরুণী। না, না, না!

সুদর্শনা। ঝর্ণা আমাদের সকলের সম্মিলিত আনন্দের ধারা।

অতসী। ঝর্ণা সকল তরুণীর সঞ্চিত প্রেমের ধারা।

বহু তরুণ-তরুণী এক সঙ্গে। ঝর্ণা! ঝর্ণা!

তাহারা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। ঝর্ণা গান ধরিল যেন কাহাকে খুঁজিতেছে, কাহার সাড়া চাহিতেছে। তাহার সুরে সুর মিলাইয়া গানে

ব্রহ্মপুত্র সাড়া দিল। যে যেখানে ছিল, স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ঝর্ণা চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ঝর্ণা ও ব্রহ্মপুত্রের গান (ডুয়েট)

ঝর্ণা। আমি চাই পৃথিবীর ফুল
ছায়া ঢাকা ঘরে খেলা।
ব্রহ্মপুত্র। আমি চাই দূর আকাশের তারা
সাগরে ভাসাতে ভেলা॥
ঝর্ণা। আমি চাই আয়ু চাই আলো প্রাণ
ব্রহ্মপুত্র। মরণের মাঝে মোর অভিযান
উভয়ে॥ মোরা একটি বৃন্তে যেন দুটি ফুল প্রেম আর অবহেলা
ব্রহ্মপুত্র। আমি বাহির ভুবনে ছুটে যেতে চাই উদাসীন সন্ন্যাসী
ঝর্ণা। হে উদাসীন তব তপোবনে তাই উর্ব্বশী হয়ে আসি।
ব্রহ্মপুত্র। মোর ধ্বংসের মাঝে উল্লাস জাগে
ঝর্ণা। তাই বাঁধি নিতি নব অনুরাগে
উভয়ে॥ মোরা চিরদিন খেলি এই খেলা
গড়ে তোলা ভেঙে ফেলা।

ঝর্ণা ও ব্রহ্মপুত্র পাশাপাশি দাঁড়াইল।

রোহিণী। দেখলে, ঝর্ণা তোমাদের সকলের নয়, একের ?

মিহির ও আদিত্য। ঝর্ণা কার, কার ওই ঝর্ণা ?

রোহিণী। ওই প্রেমের তাপস ব্রহ্মপুত্রের !

সবিতা। ওরই অনুরাগে ও ছল্ ছল্ করে।

বাসন্তী। ওকে শোনাবে বলেই কণ্ঠে কলতান নিয়ে ও পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে বেড়ায়।

সবিতা। ওরই অঙ্গে অঙ্গ মেলাবে বলেই ও কোন বন্ধন মানে না।

সুমন্ত্র ও সুদর্শন। কার? কার?

বাসন্তী ও সবিতা। ওই ব্রহ্মপুত্রের!

আদিত্য। ব্রহ্মপুত্র ত আমাদেরই বন্ধু, আমাদেরই সখা!

রোহিণী। ওই ওদের মিলন হোলো!

ঝর্ণা ও ব্রহ্মপুত্র পাশাপাশি বসিল। ধীরে ধীরে মেঘ ভাসিয়া আসিয়া চাঁদ ঢাকিয়া ফেলে, হু হু করিয়া বাতাস বহিতে থাকে। সকলে গান ছাড়িয়া দিয়া সচকির্তে চারিদিকে চাহিয়া দেখে।

আদিত্য। আমাদের পূর্ণিমা উৎসবকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য এ কোন্ দুর্যোগ হঠাৎ ধেয়ে এল!

ব্রহ্মপুত্র। ভালোই হোলো বন্ধু! ওই মেঘ দিকে দিকে আমাদের উৎসবের বাণী বহন করে নিয়ে যাবে, ওই পাগল হাওয়া আমাদের হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারের আগল খুলে দেবে, আমাদের চঞ্চল-চিত্তে এনে দেবে বজ্রধরের দৃঢ়তা। এস, মেঘ-ডমরুর গুরু-নিনাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে হিমাদ্রির পুত্রকন্যা আমরা এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগকে অভিনন্দন জানাই!

গান (কোরাস)

শঙ্কর সাজিল প্রলয়ঙ্কর সাজে রে।
বজ্রের শিঙ্গা মেঘের ডম্বরু বাজে গুরু গুরু
বাজে অম্বর মাঝে রে।
রুদ্র নৃত্য বেগে জটাজুটে গঙ্গা
বৃষ্টি হয়ে ঝরে সৃষ্টির পক্ষে
অধীর তরঙ্গা।
শন শন ঝঞ্ঝায় বিদ্যুৎ নাগিনীর ঘন শ্বাস
অবগত হল ভয় বন্ধন হল ক্ষয় হেরি
অশিব সংহর মনোহর নটরাজ রে।

সকলে মিলিয়া মেঘের গুরুগম্ভীর নাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গান ধরিল। গান যত উচ্চে উঠিতে লাগিল, মেঘের ডাক তত বেশী গম্ভীর হইতে লাগিল তত বেশী বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল তত বেশী হাওয়ার শব্দ হইয়া গানের শব্দ ডুবাইয়া দিতে লাগিল।

সুদর্শন। এ কি প্রলয় ভগবন!

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শোনা যাইতে লাগিল—ববম্ বম্, ববম্ বম্; ভয়ে যক্ষ তরুণ তরুণীরা এক যায়গায় সমবেত হইল।

সুমন্ত্র। হিমাদ্রি শিখর বুঝি ভেঙে পড়ে!

মিহির। সপ্ত সমুদ্র উথলে উঠে পৃথিবীকে বুঝি আজ গ্রাস করে।

বাসন্তী। ওদের ডাক; ঝর্ণা আর ব্রহ্মপুত্রকে ডাক!

মিহির। ঝর্ণা!

আদিত্য। ঝর্ণা!

সুদর্শন। সখে ব্রহ্মপুত্র!

সুমন্ত্র। নেবে এস ব্রহ্মপুত্র ঝর্ণাকে বুকে নিয়ে।

আদিত্য। প্রলয়ের এই কলরোলের মাঝে ওরা দুটিতে কেমন করে স্থির রয়েচে। ঝর্ণা! ব্রহ্মপুত্র!

সুমন্ত্র। চেয়ে ত্যাখ, তোমরা সবাই চেয়ে ত্যাখ পাহাড়ের ওই চূড়ায় কার আবির্ভাব!

গিরিচূড়ায় প্রলয়-নর্ত্তনরত মহাদেব, কাঁধে তাঁর সতীর মৃতদেহ। গুহা হইতে দু' চারজন বৃদ্ধ নামিয়া আসিল, তাহারাও দেখিতে লগিল।

১ম বৃদ্ধ। কে ওই ভয়ঙ্কর? সৃষ্টি ধ্বংস করবার জন্য প্রলয়-নর্ত্তনে মেতে উঠেচে!

২য় বৃদ্ধ। পাহাড় টলে উঠচে, মেদিনী কেঁপে উঠচে, আকাশ অগ্নি বর্ষণ করচে, বাতাস দিক থেকে দিগন্তে দাবানল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আদিত্য। কে ওই ভয়ঙ্কর, রুদ্র, প্রলয়ঙ্কর?

৩য়বৃদ্ধ দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া।

৩য় বৃদ্ধ। ওরে মূর্খের দল! ভালো করে চেয়ে ত্যাখ কে!

অনেকে। কে! কে!

৩য় বৃদ্ধ। সতীহারা। শঙ্কর!

সুদর্শন ও আদিত্য। শঙ্কর!

সুমন্ত্র। হিমাদ্রির মত শান্ত, স্তব্ধ, মৌন সেই মহাদেবতার এই ভয়ঙ্কর রূপ কেন পিতামহ?

৩য় বৃদ্ধ। সতীকে হারিয়ে দেবাদিদেব মহাদেব আজ মহাপ্রলয়ে মেতে উঠেচেন। দেব, মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কারু রক্ষা নেই! পাহাড় ধ্বসে পড়বে, সাগর উথলে উঠবে, প্রলয়-পয়োধিতে বিশ্ব-চরাচর লোপ পাবে।

আদিত্য। কে আমাদের বাঁচাবে পিতামহ?

৩য় বৃদ্ধ। হরকোপানল থেকে কে তোদের বাঁচাবে?

অনেকে। আমরা বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।

৩য় বৃদ্ধ। স্বয়ং প্রলয়-কর্ত্তা আজ মেতে উঠেচেন, কারু ত্রাণ নেই।

সুমন্ত্র। থাক্ বৃদ্ধ! অকারণ শঙ্কা জাগিয়ে আমাদের তুমি মৃত্যুর খাদ্য করে তুলোনা।

আদিত্য। আমরা অসহায় নই, আমাদের প্রতিপালক রাজা রয়েচেন।

৩য় বৃদ্ধ। কে তোদের প্রতিপালক?

মিহির। গিরিরাজ!

৩য় বৃদ্ধ। গিরিরাজ তোদের প্রতিপালক!

অনেকে। গিরিরাজ! গিরিরাজ!

আদিত্য। চল গিরিরাজের আশ্রয়ে! গিরিরাজ আমাদের বাঁচাবেন।

বিভিন্ন গুহা হইতে মশাল হাতে লইয়া সারি দিয়া যক্ষ-নর ও যক্ষ-নারীরা বাহির হইতে লাগিল।

সকলে। গিরিরাজ! গিরিরাজ!

২য় বৃদ্ধ। ওরে মূর্খের দল, গিরিরাজ নয়, গিরিরাজ নয়—রাজার

রাজা যিনি, দেবতাদেরও যিনি দেবতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা যিনি, তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা কর। যদি দয়া হয় তিনিই তোদের বাঁচাবেন।

আদিত্য। ওই আপন ভোলা, উন্মত্ত, ধ্বংসের দেবতা আমাদের বাঁচতে দেবেনা, আমরা গিরিরাজের আশ্রয় নোব।

সুদর্শন। চল গিরিরাজের আশ্রয়ে।

বহু এক সঙ্গে। গিরিরাজ! গিরিরাজ!

রোহিণী। না, না, যেয়োনা। তোমরা যেয়োনা!

সুমন্ত্র। যাবনা! কেন?

রোহিণী। ঝর্ণা আর ব্রহ্মপুত্রকে এখানে ফেলে রেখে তোমরা চলে যেয়োনা।

আদিত্য। ওরা কেন নেমে আসেনা? দুর্যোগের এই ঘন-ঘটার মাঝে কার ধ্যানে মগ্ন ওরা?

বাসন্তী। ঝর্ণা!

সুমন্ত্র। ব্রহ্মপুত্র!

পাহাড়ের উপরে ঝর্ণা আর ব্রহ্মপুত্র উঠিয়া দাঁড়াইল পাশাপাশি।

আদিত্য। নেমে এস তোমরা, আমরা গিরিরাজের আশ্রয় নোব।

ব্রহ্মপুত্র। আমাদের দুজনারই প্রার্থনা, মহতের আশ্রয় তোমরা লাভ কর!

আদিত্য। তোমরা? তোমরা কি এইখানেই থাকবে?

ব্রহ্মপুত্র। আমাদের ত যাবার উপায় নেই। আমরা এই পরম

শুভরাত্রির অপেক্ষাতেই ছিলাম। আমাদের জীবন, আমাদের জনম, সফল ও সার্থক করে তোলবার জন্যই এল এই দুর্যোগ।

বাসন্তী। সরে দাঁড়াও ঝর্ণা, সরে দাঁড়াও ব্রহ্মপুত্র, পাহাড় বয়ে ওই পাগলা-ঝোরা নেমে আসচে।

ব্রহ্মপুত্র। এস, এস শান্তিদায়িনী অমৃতধারা! তোমারই অপেক্ষায় অভিশপ্ত দুইটি প্রাণী আমরা আকুল আগ্রহে দিবস গণনা করচি। তোমাকে আশ্রয় করেই আমরা মহাসাগরে লীণ হয়ে যাই।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বজ্র হাঁকিয়া উঠিল, উচ্চ পাহাড় হইতে প্রবল বারিধারা নামিয়া আসিয়া ঝর্ণা ও ব্রহ্মপুত্রকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সুমন্ত্র। আ! আ! ভাসিয়ে নিলে, ডুবিয়ে দিলে, তলিয়ে দিলে ওদের!

২য় বৃদ্ধ। সমস্ত পৃথিবী এম্নি করে ভাসিয়ে ডুবিয়ে তলিয়ে দেবে। হা! হা! হা!

৩য় বৃদ্ধ। পালাও, পালাও, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়।

অনেকে। গিরিরাজ! গিরিরাজ!

বলিতে বলিতে সকলে ছুটিয়া চলিল।

২য় বৃদ্ধ। গিরিরাজ! গিরিরাজ ওদের করবে রক্ষা! হাঃ হাঃ হাঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিরাজের দুর্গপ্রাকার। পাথরের মূর্ত্তির মত একটি সৈনিক দাঁড়াইয়া আছে। মেঘ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে। অন্য দিকে গিরিরাজ দণ্ডায়মান, তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিতেছেন। ধীরে ধীরে গিরিরাণী মেনা আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইলেন।

গিরিরাণী। কি দুর্য্যোগ প্রভু!

গিরিরাজ। শোকাতুর শিবের দীর্ঘশ্বাস ওই ঝঞ্ঝা, তাঁর তৃতীয়-নেত্রের রোষাগ্নি ওই অশনি।

গিরিরাণী। প্রভু, এই মহাপ্রলয়ে প্রজাকুল, প্রাসাদে আশ্রিত পরিজনগণ কেমন করে রক্ষা পাবে, প্রভু? কে শান্ত করবে অশান্ত ওইভূতনাথকে?

গিরিরাজ। নীলকণ্ঠ আপনি শান্ত হবেন রাণি। কণ্ঠে হলাহল ধারণ করেও যিনি শান্ত, শোক তাঁকে কতটুকু অশান্ত করবে?

গিরিরাণী। প্রভু! যদি প্রাসাদে কোন বিপদপাত হয়, তাহলে উমাকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব?

গিরিরাজ। বিপদ উত্তীর্ণ প্রায়। তুমি যাও রাণি, তোমার উমাকে বুকে নিয়ে বসে থাকগে।

গিরিরাণী। এই দুর্যোগে সে একা রয়েচে!

উমা আসিয়া দাঁড়াইল।

উমা। একা আমি থাকতে পারলাম না, মা। এ দুর্য্যোগ কেন মা?

গিরিরাণী। কেন তা তিনিই জানেন, যিনি এই দুর্য্যোগ সৃষ্টি করেচেন!

উমা। আমার বুক যেন কেন ব্যথায় ভরে উঠ্‌চে মা। কেন যেন

মনে হচ্ছে আমার বড় আপন কোন জন যেন কেঁদে কেঁদে আমায় ডাকচে। কে মা, কে সে ?

গিরিরাণী গিরিরাজের দিকে, গিরিরাজ উমার দিকে চাহিলেন।

কে বাবা, কে সে ?

গিরিরাজ। কেমন করে বলব মা। কত প্রাণী আজ আশ্রয়হারা, তাদের ক্রন্দন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েচে।

উমা। মহাদেবের এ অন্যায়, খুবই অন্যায়।

গিরিরাজ। কি অন্যায়, মা ?

উমা। সতীর জন্যে শিবের না হয় শোক হবার কারণ রয়েচে। কিন্তু নিজের সেই শোককে নিজের বুকে চেপে রাখাই উচিৎ ছিল। তাঁর শোকের জন্য সৃষ্টির প্রাণী কেন দুর্ভোগ ভুগবে ? সতী তাদের কে ছিল !

গিরিরাণী। ছিঃ মা, ও-কথা বলতে নাই। সতী ছিলেন সর্ব্ব জীবের জননী।

উমা। সর্ব্ব জীবের জননী ! তাও আবার কেউ হয় নাকি ?

গিরিরাজ। একদিন যদি তোমাকেই তা হতে হয়।

উমা। সর্ব্ব জীবের জননী !

গিরিরাজ। হ্যাঁ, ত্রিলোক-ঈশ্বরী।

উমা কোন কথা কহিল না। সম্মুখে দৃষ্টি ভাসাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বল, তাহলে কি করবে তুমি মা ?

উমা তবুও নীরব

গিরিরাণী। উমা! উমা অমন করে কি দেখচে গিরিরাজ! উমা উমা!

গিরিরাজ। একি! এ যেন সংজ্ঞাহারা।

গিরিরাণী। উমা! উমা!

উমা গা-ঝাড়া দিয়া জননীর কণ্ঠ জড়াইয়া কহিল :

উমা। মাগো! এ আমার কি হোলো!

গিরিরাণী। কি হোলো মা?

পার্ব্বতী। মাগো! সে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি। মনে হোলো আমার দেহ থেকে আমারই মত আর একটি কন্যা যেন বেরিয়ে এল, আমার দিকে চেয়ে সে হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে পিছিয়ে যেতে লাগল, একেবারে পর্ব্বতের শেষ প্রান্তে। তারপর, মাগো, উঃ!

পার্ব্বতী দুইহাতে মুখ ঢাকিল।

গিরিরাজ। তারপর মা, তারপর?

পার্ব্বতী। তারপর বাবা, পর্ব্বত থেকে সে নীচে পড়ে যেতে লাগল, এমন সময় এক বিকট অসুর তাকে বাহু বাড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল।

গিরিরাণীর দিকে ফিরিয়া কহিল :

মাগো, বুক যেন আমার খালি হয়ে গেল!

গিরিরাণী। ও কিছু নয় মা। কিছু নয়!

গিরিরাজ। দুর্যোগের বিভীষিকা! যাও, রাণি, আর এখানে তোমরা অপেক্ষা করোনা। উমার বিশ্রাম প্রয়োজন।

গিরিরাণী। চল মা, আমরা প্রাসাদে যাই।

পার্ব্বতী। চল মা, আমার ভয় হচ্ছে। বাবা তুমিও এস।

তাহারা চলিয়া গেল।

গিরিরাজ। আমাকে ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা করতে হবে। হে মহেশ! জানিনা কি অভিপ্রায় তোমার!

সঞ্জয় প্রবেশ করিল।

সঞ্জয়। গিরিরাজ!

গিরিরাজ। কে! সঞ্জয়! সংবাদ সঞ্জয়?

সঞ্জয়। সংবাদ সবার পক্ষে মর্ম্মন্তুদ হলেও আমাদের পক্ষে শুভ।

গিরিরাজ। শুভ!

সঞ্জয়। এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে গিরিরাজপুরে যে সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হোলো তা আমাদের ধন্য করে দেবে!

গিরিরাজ। সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়!

সঞ্জয়। সতীহারা শঙ্কর কতদিন বিপত্নীক থাকবেন, গিরিরাজ? পার্ব্বতীর সৌভাগ্যোদয়!

গিরিরাজ। পার্ব্বতীর সৌভাগ্যোদয়! হয়ত তোমার কথাই সত্য। কিন্তু আজ সে কথা ভাববার আমার অবসর নাই। একটি সন্তানের সৌভাগ্যোদয়ে আমাদের অযুত সন্তানের দুর্ভাগ্যের বেদনা আমি ভুলতে পারি না সঞ্জয়।

সঞ্জয়। অযুত সন্তান!

গিরিরাজ। হিমাচলের বিস্তীর্ণ প্রদেশে সহস্র সহস্র যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মানব যারা রয়েচে, তারা আমার সন্তান নয় ? আমার এই রাজ্য, সম্পদ, বৈভব কি তাদেরই দানে গড়ে ওঠে নি ? তারাই কি মণি মাণিক্য উপঢৌকন দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রীতি দিয়ে আমাকে গিরিরাজের গৌরবজনক সিংহাসনে বসায়নি !

সঞ্জয়। প্রজানুরঞ্জন যাঁর ধর্ম্ম, এসব ত তাঁরই প্রাপ্য মহারাজ !

গিরিরাজ। তুমি কি বলতে চাও সঞ্জয়, দুই হাত বাড়িয়ে আমি শুধু আমার প্রাপ্যই কেড়ে নোব, হাত তুলে আশীর্ব্বাদরূপে আমার প্রজাদের আমি কিছুই দোব না ?

সঞ্জয়। মহারাজ, দেবার জন্য আপনার প্রাসাদে দশভুজার আবির্ভাব হয়েচে। তাঁর দশহাতের দানে পেয়ে শুধু আপনার প্রজারা নয়, সারা পৃথিবী ধন্য হবে।

বায়ু গর্জ্জিয়া উঠিল।

গিরিরাজ। শুনতে পাচ্ছ সঞ্জয়।

সঞ্জয়। মহারাজ ও ত বাতাস হেঁকে যাচ্ছে।

গিরিরাজ। বাতাস নয়, বাতাস নয়, ও আমার প্রজাদের হাহাকার ! প্রহরী ! দামামা বাজাও। বজ্রের হুঙ্কায়, ঝঙ্কার গর্জ্জন ডুবিয়ে দিয়ে ওই দামামাধ্বনি হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত আমার প্রজাকুলের কাছে তাদের রাজার আহ্বান পৌছে দিক। শুনেই তারা ছুটে আসবে।

প্রহরী দামামা ধ্বনি করিল।

সঞ্জয়, প্রাসাদের সংবাহক সংবাহিকদের আদেশ দাও পাদ্য অর্ঘ্য ভোজ্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতে।

সঞ্জয় আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল প্রহরী আবার দামামা বাজাইতে লাগিল।

সঞ্জয়! শুষ্ক বস্ত্র, শীতের আবরণ, সুকোমল শয্যা, সবই যেন প্রস্তুত থাকে।

সঞ্জয় চলিয়া গেল।

নেপথ্যে। গিরিরাজ রক্ষা কর! গিরিরাজ রক্ষা কর।

একজন প্রতিহারী ছুটিয়া আসিল।

প্রতিহারী। মহারাজ! হিমাচলের প্রজাকুল আশ্রয়-প্রার্থী। তোরণদ্বার খোলবার অনুমতি চায়।

গিরিরাজ। কবে কোন্ আশ্রয়প্রার্থী গিরিরাজের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েচে! যাও অবিলম্বে তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দাও।

প্রতিহারী প্রস্থান করিল।

দামামা বাজাও প্রহরী, দলে দলে আমার প্রজারা বিপদসঙ্কুল বনানী ত্যাগ করে প্রাসাদে এসে আশ্রয় নিক।

সঞ্জয় প্রবেশ করিল।

প্রহরী পুনরায় দামামা বাজাইতে লাগিল।

সঞ্জয় মহারাজ!

গিরিরাজ। তোরণদ্বার খুলে দিয়েচে, সঞ্জয়?

সঞ্জয়। উন্মুক্ত তোরণ দিয়ে মাত্র স্বল্প-সংখ্যক প্রজা প্রবেশ করেচে।

গিরিরাজ। দামামা বাজাও প্রহরী। তারা দলে দলে ছুটে আসুক।

সঞ্জয়। মহারাজ, যারা এসেচে তারা বিপদের বার্ত্তা নিয়ে এসেচে।

গিরিরাজ। কত বড় বিপদে তারা পড়েচে, তাকি আমি বুঝি না সঞ্জয়!

সঞ্জয়। দুর্য্যোগের গ্রাস থেকে কোনমতে আত্মরক্ষা করে যারা পাহাড় বয়ে বনপথ ধরে প্রাসাদে এগিয়ে আসছিল তাদের···

গিরিরাজ। মৃত্যু প্রাসাদ-সান্নিধ্য থেকে তাদেরও ছিনিয়ে নিয়ে গেল! কেমন?

সঞ্জয়। না মহারাজ মৃত্যু নয়···

গিরিরাজ। তবে?

সঞ্জয়। তারকাসুর।

গিরিরাজ। তারকাসুর!

সঞ্জয়। গন্ধর্ব্ব যক্ষ রমণীরা, কিন্নরী যুবতীরা, গন্ধর্ব্ব যুবকরা আপনার আশ্রয় পাবার আশায় যখন আসছিল তখন হৃদয়হীন তারকাসুর তাদের বন্দী করে নিয়ে গেল।

গিরিরাজ। বন্দী করে নিয়ে গেল! এতবড় দুঃসাহস তার!

সঞ্জয়। দেবতাদেরও যে দীর্ঘকাল বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রেখেচে, তার দুঃসাহসের সীমা কোথায় গিরিরাজ?

গিরিরাজ। সত্য সঞ্জয় তার দুঃসাহসের সীমা নাই।

সঞ্জয়। তারকাসুরের ত্রাসে ত্রিলোক শঙ্কিত।

গিরিরাজ। দেবকুল যার বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জ্জন করতে পারচেন না, তার কবল থেকে আমি আমার প্রজাদের কেমন করে মুক্ত করে আনব সঞ্জয়?

সঞ্জয়। মহারাজ! যে মহাবীর্য্যবান তারকাসুরকে বধ করে দেবতাদের মুক্তি দেবেন, ত্রিলোকের অধিবাসীদের শান্তির, স্বস্তির, সন্ধান দেবেন, সেই বীরের জননী আদ্যাশক্তির আবির্ভাব হয়েচে। মা নিজে যেচে এসেচেন আপনার ঘরে। তারকা-নিধনের গৌরব আপনারও অপ্রাপ্য থাকবে না।

গিরিরাজ। গৌরব আমি চাই না সঞ্জয়, আমি চাই আমার প্রজাদের মুক্তি, দেবতাদের মুক্তি। অসুর-কবলে নিগৃহীত দেবতাকুলের আর্ত্তনাদ সইতে না পেরেই আজ ধরিত্রী কেঁপে উঠেছে, প্রকৃতি রুষ্টা হয়েচে, আমার সর্ব্বস্ব পণ রেখে আমি সকলের মুক্তি ক্রয় করব।

সঞ্জয। সে অতি কঠোর কাজ মহারাজ।

গিরিরাজ। হিমাদ্রির অধিপতি আমি কঠোরতাকে ভয় পাই না।

সঞ্জয়। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি সকল সমবেত শক্তি প্রয়োগেও তারকাসুরকে দমন করতে পারচেন না, মহারাজ।

গিরিরাজ। এতবড় শক্তির অধিকারী সে কেমন করে হোলো সঞ্জয়?

সঞ্জয়। শঙ্করের অনুগ্রহে।

গিরিরাজ। অসুরের প্রতি শূলীশম্ভুর এই অনুগ্রহ কেন?

সঞ্জয়। কেন তা তিনিই জানেন।

গিরিরাজ। থাকুন তিনি তাঁর দুর্ব্বোধ্য খেয়াল নিয়ে। ত্রিগুণাতীত তিনি। তাঁর বিধান মেনে নেবার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিনি। আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বীরত্ব দিয়ে তারকাসুরের

অত্যাচার থেকে আর্ত্ত দেব মানব যক্ষ গন্ধর্ব্বদের মুক্ত করব। এস সঞ্জয়, তারই আয়োজনে আমরা আত্ম-নিয়োগ করি। দামামা বাজাও প্রহরী!

গিরিরাজ অগ্রসর হইলেন। সঞ্জয় তাঁহার অনুগমন করিলেন। প্রহরী দামামা ধ্বনি করিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

তারকাসুরের বন্দীশালা। অন্ধকারপ্রায় কক্ষে উচ্চে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলোতে দেখা যাইতেছে বন্দীশালায় দেবতারা শৃঙ্খলাবদ্ধ।

চন্দ্র। দেবরাজ! এই অত্যাচার আর কতদিন সইতে হবে?

ইন্দ্র। যতদিন দেবাদিদেব মহাদেবের দয়া না হবে চন্দ্রদেব।

অগ্নি। তেত্রিশকোটী দেবতার লাঞ্ছনা আজও যাঁর দয়ার উদ্রেক করল না, তাঁর দয়ার আশা কি দুরাশা নয় দেবরাজ?

বায়ু। এতদিন ছিলেন তিনি সতীর প্রেমে মগ্ন, এখন সতী-শোকে উন্মাদ। আমাদের মত দীন দেবতাদের প্রতি তাঁর কি কোনদিন দয়া হবে?

ইন্দ্র। বৃথা ক্ষোভে লাভ নেই, পবন। আমরা অসুরের শক্তির কাছে পরাজিত, লাঞ্ছনা আমাদের প্রাপ্য।

বরুণ। তাই তারকাসুরের এই কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যুগ যুগ আমাদের কেঁদেই কাটাতে হবে।

অগ্নি। জলের দেবতা তুমি বরুণ, অশ্রুজলকেও সম্বল করে তুমি বেঁচে থাকতে পার। কিন্তু আমরা ?

বরুণ। আপনি যদি পীড়ন সইবার সীমা অতিক্রম করে থাকেন অগ্নিদেব, তাহলে নিজের তেজ দিয়ে সব কিছু ভস্ম করে দিন না !

অগ্নি। চিরদিন তুমি আমার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। যখনই আমি জ্বলে উঠিচি, তখুনি তুমি বরুণ, তুমি বারিধারা ঢেলে আমার আকাশ-স্পর্শী শিখাকে নির্ব্বাপিত করেচ !

বায়ু। আমি পবন, আমি কিন্তু তা কখনো করিনি, অগ্নিদেব। আপনার প্রজ্জ্বলিত শিখাকে ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি চিরদিনই আপনাকে সাহায্য করিচি জ্বলে উঠ্‌তে, চিরদিনই আপনাকে বহন করে বেরিয়েচি দিক থেকে দিগন্তে।

চন্দ্র। কিন্তু অসুর যখন সমর আকাঙ্ক্ষা করে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হোলো, তখন বায়ু অগ্নিকে রক্ষা করলেন না ; অগ্নি বরুণকে, বরুণ আমাকে বা সূর্য্যদেবকে সাহায্য করতে সম্মত হলে না।

সূর্য্য। তুমি চন্দ্র, দেবতাদের অধঃপতনের জন্য তুমিই দায়ী। আমি প্রতি প্রভাতে আমার তেজঃপুঞ্জ দিয়ে সুর-যুবকদের চিত্তে শক্তির সঞ্চার করিচি, আর তুমি চন্দ্র, তুমি নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্তে রস-সঞ্চার করেচ। তারা সুর-যুবতীদের সান্নিধ্যই জীবনের কাম্য জেনে কর্ত্তব্য বিমুখ হয়েচে বলেই অসুরের কাছে আমাদের পরাজয়, স্বর্গ অসুর কবলে, সুরবৃন্দের অঙ্গে এই শৃঙ্খলভার !

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হও দেবগণ ! স্বর্গে যে আত্মবিরোধ জাগিয়ে তুলে

তোমরা পতিত হয়েচ, শত্রুকারায় সে বিরোধকে জাগিয়ে রেখে মুক্তিকে অসম্ভব করে তুলো না।

তারকাসুর প্রবেশ করিল।
সঙ্গে তাহার এক যুবতী

তারকাসুর। আজও তুমি মুক্তি কামনা কর দেবরাজ?

ইন্দ্র। মুক্তি কে না চায় অসুর-পতি?

তারকাসুর। অসুর-পতি! শুধু অসুরপতি নই, সুরপতিও বটে! দেবকুলকে যে জয় করেচে, ক্রীতদাসের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেচে, অসুর হলেও আজ সে সুরপতি। হে সুরবৃন্দ, বিজেতা সুরপতিকে অভিবাদন জানাও।

দেবগণ মাথা নত করিলেন

চেয়ে ছ্যাখ অলকা, ত্রিলোকপূজ্য দেবতাগণ তারকাসুরকে অভিবাদন করচেন।

অলকা। এঁরাই ত্রিলোকপূজ্য দেবগণ।

তারকাসুর। হ্যাঁ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য জনে জনে যাঁরা দিকপাল!

অলকা। এঁদের কেন বন্দী করেচ অসুর-রাজ?

তারকাসুর। কেন? কেন করচি দেবরাজ ইন্দ্র?

ইন্দ্র। তোমার দম্ভ উপভোগ করবার জন্য।

তারকাসুর। দম্ভ আমার আছে। কিন্তু সে জন্য তোমাদে বন্দী করিনি। বলত চন্দ্রদেব, কেন তোমাদের বন্দী করিচি।

চন্দ্র। আত্ম-বিনাশের ভয়ে।

তারকাসুর। ভয়ে!

অলকা। তোমারও ভয় আছে অসুর-রাজ?

তারকাসুর। না, না, অলকা, ওরা আজও আমার পূর্ণ পরিচয় পায়নি, তাই নির্ব্বোধের মত কথা বলে। তুমি, বরুণদেব, তুমি বলত কেন তোমাদের বন্দী করিচি?

বরুণ। সৎ আর অসৎ-এর পার্থক্য বোঝনা বলে।

তারকাসুর। হা, হা, হা, তুমিও বলতে পারলে না। তোমরা কেউ পারবে না। শোন অলকা, আমি এদের বন্দী করে রেখেচি, এদেরি কল্যাণ কামনায়!

দেবগণ। কল্যাণ কামনায়!

তারকাসুর। হ্যাঁ, ত্রিলোকপূজ্য দেবগণ, আপনাদেরই কল্যাণ কামনায়!

অলকা। আর আমাকে কেন বন্দী করেচ অসুর-রাজ?

তারকাসুর। তোমাকে ত আমি বন্দিনী করিনি অলকা।

অলকা। তবে কেন আমাকে এখানে এনেচ?

তারকাসুর। কেন এনেচি? শুনুন দেবগণ, সে এক আশ্চর্য্য বিবরণ। রজনী তমসাবৃতা, ক্ষিপ্তা প্রকৃতি ঝঞ্ঝায় প্রমত্তাঃ, মুহুর্মুহু বজ্রের হুঙ্কার, অবিরাম অশনিপ্রপাত; শ্যামা ধরিত্রী, নদী-মেখলা পর্ব্বত, ঘনতরু-সমন্বিত বনানী, পশু পক্ষী মানব, যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর শঙ্কায় সন্ত্রাসে আকুল। সেই দুর্য্যোগে শঙ্কাহীনা এই বালিকা কুরঙ্গিনীর মত চঞ্চল-চরণ বিক্ষেপে গিরিখথে ধাবমানা। পার্শ্বে তার এক বলিষ্ঠ যুবক। উভয়েরই

কামনা নিশ্চিন্ত আশ্রয়। গৃহ ওদের আশ্রয় দিলনা, অরণ্য আশ্রয় দিলনা, পর্ব্বত আশ্রয় দিলনা। তাই দিশাহারা বালা আশ্রয় কামনা করে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। সম্মুখে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, নিম্নে অতল গহ্বর; সহসা বালিকার পদস্খলন হোলো। আমি দেখতে পেলাম দেবগণ, বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের মত বালিকা অতল-গহ্বরে পতনোন্মুখ। আমি বাহুপ্রসারণ করে বুকে টেনে নিলাম।

দেবগণ। সাধু! সাধু! সাধু!

তারকাসুর। আবার বলুন দেবগণ, ত্রিলোকবাসী শুনুক তারকাসুর সাধু।

ইন্দ্র। অসহায়া বালিকাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি সাধু-প্রকৃতির পরিচয় দিয়েচ।

তারকাসুর। আশ্রয় আমি দিয়েচি, ওর সঙ্গী দিতে পারেনি। পেরেছিল অলকা?

অলকা। অসুর-রাজের মত সে শক্তিমান নয়।

তারকাসুর। তাহলে স্বীকার করচ আমি শক্তিমান?

অলকা। আপনি যে শক্তিমান তা কি আমার মুখ থেকে উচ্চারিত না হলেই মিথ্যা হয়ে যাবে?

তারকাসুর। তবুও তোমার মুখ থেকে একবার ওই কথাটি আমি শুন্তে চাই।

অলকা। আপনার শক্তির পরিচয় এই বন্দী দেবকুল।

তারকাসুর। না, না, না, ওদের আমি হেলায় জয় করিচি। শৃঙ্খল হাতে নিয়ে দূর হতে আমি ওদের আহ্বান জানিয়েচি আর ওরা নিরীহ

মেষের মত এগিয়ে এসে আমার হাতের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় গলায় পরেচে। এক মুহূর্ত্তে ওদের আমি জয় করিচি, কিন্তু…

অগ্নি। স্তব্ধ হও তারকাসুর। সামান্যা এক বালিকার কাছে বার বার আমাদের লাঞ্ছনার কথা বলে আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের পীড়াকে আরো দুঃসহ করে তুলনা!

তারকাসুর। তারকাসুর যাকে হেলায় জয় করতে পারেনি, সে বালিকা সামান্যা নয় অগ্নিদেব।

অলকা। বালিকা সামান্যা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাকে জয় করা অসম্ভব।

তারকাসুর। অসম্ভব।

অলকা। হ্যাঁ, অসম্ভব!

তারকাসুর। হেতু?

অলকা। দেবকুল অমর, তাই পরিত্রাণের সহজ পথ ওঁদের জন্য খোলা নেই। কিন্তু আমি যে-কোন সময়েই মৃত্যুকে আশ্রয় করে অনন্তে মিশে যেতে পারি।

তারকাসুর। ভুলোনা, তোমাকেও আমি মৃত্যুর গ্রাস থেকেই কেড়ে এনেচি।

অলকা। মৃত্যু সেদিন আমাকে নিয়ে শুধু খেলা করেছিল, অসুররাজ। তার সত্যিকারের দাবী যেদিন আসবে, সেদিন মানব দানব দেবতা এমনকি বিধাতাও তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেননা।

ইন্দ্র। কে মা, তুমি মানবীর বেশে মর্ত্ত্যে আবির্ভূতা হয়েচ?

তারকাসুর। সত্য। কে! কে তুমি?

অলকা। তোমার বন্দিনী।

তারকাসুর। না, না, তুমি আমার বন্দিনী নও। তোমাকে আমি জয় করতে পারিনি।

অলকা। তাহলে তোমার এই প্রাসাদ ত্যাগ করে আমি চলে যেতে পারি?

তারকাসুর। এখনও তুমি চলে যেতে চাও!

অলকা। হ্যাঁ। তাই আমি চাই।

তারকাসুর। কেন তাই চাও? তোমার কি বাসনা নেই? কামনা নেই? সুখ-সম্পদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই?

অলকা। যা ছিল সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তারকাসুর। কিছু ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হতে আমি দোবনা। ত্রিলোকজয়ী তারকাসুর আমি, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি অলকা, ত্রিলোক যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কামনার, বাসনার, ভোগের বিষয় রয়েচে, সব আমি উজাড় করে তোমার পায়ে ঢেলে দোব। তোমাকে আমি ইন্দ্রের পারিজাত দোব, কুবেরের সম্পদ দোব, উর্ব্বশীর লাবণী দোব, বৈকুণ্ঠের সিংহাসন থেকে নারায়ণকে অপসারিত করে সেই সিংহাসন আমি তোমাকে দান করব।

ইন্দ্র। ভুলোনা মা, শঠের প্রবঞ্চনায় ভুলে অমঙ্গলকে আহ্বান করে এনোনা!

তারকাসুর। সাবধান দেবরাজ!

প্রহরীর হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া মারিতে উদ্যত হইল

অলকা। অসুররাজ!

তারকাসুর তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল

যদি তোমার দান গ্রহণে আমি সম্মত হই?

তারকাসুর চাবুক ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে গেল

তারকাসুর। নেবে, নেবে আমার দান? নেবে?

অলকা। প্রতিদানে কি চাইবে তুমি?

তারকাসুর। শুধু তোমার প্রেম।

অগ্নি। লালসায় প্রমত্ত অসুরের অন্তরে প্রেম নেই বালা।

তারকাসুর। নেই! সত্যই নেই, সত্যই সব শুকিয়ে গেছে। তোমার পরশ, তোমার প্রীতি, তোমার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রণয় আমার শুষ্ক হৃদয়-মরুতে প্রেমের প্রবাহ বহিয়ে দেবে। তুমি দেবে? দেবে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই প্রেম?

অলকা। দেবতাদের তুমি লাঞ্ছিত করেচ অসুররাজ!

তারকাসুর। লাঞ্ছিত। না, না না। আগেইত বলিচি ওঁদেরই কল্যাণ কামনা নিয়ে ওঁদের আমি বন্দী করে রেখেচি।

অলকা। এই তোমার কল্যাণ কামনা!

তারকাসুর। নয় কেন?

অলকা। এই শৃঙ্খল বন্ধন?

তারকাসুর। ও। তুমি ওঁদের শৃঙ্খলিত দেখে বেদনা অনুভব করচ? বিকটদর্শন! বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন কাছে আগাইয়া আসিল

বিকটদর্শন। প্রভু!

তারকাসুর। এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার যে ত্রিলোকপূজ্য দেবতাদের তুমি লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেচ?

বিকটদর্শন। প্রভু! অসুর কারায় চিরদিনই লৌহশৃঙ্খল বন্ধন-রজ্জুর কাজ করেচে।

তারকাসুর। কিন্তু কখনো কি কোন তরুণী তাই দেখে বেদনা অনুভব করেচে, বিকটদর্শন?

বিকটদর্শন। না প্রভু, তা করেনি।

তারকাসুর। যদি করত, তাহলে এ নিয়মের পরিবর্ত্তন হোতো। এই অলকা, এই সুন্দরী তরুণী অলকা, এঁদের দুর্গতি দেখে বড়ই দুঃখিতা; তাই তাকে সুখী করবার জন্য দেবতাদের লৌহশৃঙ্খল পুষ্পমাল্য দিয়ে আবৃত করে দাও। ওঁদের নবনীত কোমল দেহ যেন বন্ধন-বেদনায় ক্লিষ্ট না হয়।

সূর্য্য। দেবরাজ! দেবরাজ! অসুরের এই পরিহাসও কি আমাদের সইতে হবে?

অলকা। বন্দীকে ব্যঙ্গ করায় বীরত্ব প্রকাশ পায়না, অসুররাজ।

তারকাসুর। দেবকুলকে এই মূহুর্ত্তেই আমি মুক্তি দিতে পারি, যদি তাঁরা আমার নির্দ্দেশ মত কাজ করতে সম্মত হন! কিন্তু তাঁরা যে তাতে সম্মত নন্। শুনবে? সূর্য্যদেব!

সূর্য্য। বল অসুরপতি।

তারকাসুর। আমার সরোবরের কমল-দলের প্রতি আপনার উপদ্রব অসহ্য হয়ে উঠেচে। অসুরবালাদের অভিযোগ, নিশীথ নৌবিহারকালে

তারা প্রস্ফুটিত শতদলের শোভা দেখবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়েচে। তাই আমার আদেশ, সরোবরের কমলদল নিশীথ-রাতেও সৌরকরের পরশ নেবার জন্য যাতে প্রস্ফুটিত থাকে, তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে!

সূর্য্য। তোমার এ আদেশ কি অযৌক্তিক নয়?

তারকাসুর। আমার উক্তিই যুক্তি।

সূর্য্য। আমি অক্ষম।

তারকাসুর। শুনলে অলকা?

অলকা স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

ওদের অবাধ্যতার পরিচয় পেলে? আরো পরিচয় নাও। পবনদেব!

বায়ু। তুমি আমাদের পীড়ন কর, বিদ্রূপ কোরোনা।

তারকাসুর। বিদ্রূপ নয়, অভিযোগ! শোন পবনদেব! আজ মেঘ-মেদুর মধ্যাহ্নে আমি যখন এক সুরললনার সঙ্গ কামনা করছিলাম···

সূর্য্য। উদ্ধত অসুর!

তারকাসুর। উদ্ধত অসুরের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করে অভিযোগটা আগে শুনুন দেবগণ। আমি যখন সেই সুর-ললনার সঙ্গ-কামনা করছিলাম, তখন তুমি পবনদেব, মৃদুহিল্লোল দিয়ে তার চূর্ণকুন্তলের স্পর্শসুখ উপভোগ করতে আমাকে সাহায্য করনি, তার বসনপ্রান্ত নিয়ে রসভরে তুমি এমন ক্রীড়া করনি যাতে আমার আর তারও অন্তরে কামনা প্রদীপ্ত হয়। ভবিষ্যতে তোমার এরূপ ঔদাসীন্য যেন আমার ভোগের বিঘ্ন না ঘটায়।

অলকা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। সুবর্ণ-থালায় পুষ্পমাল্য লইয়া প্রহরীরা প্রবেশ করিল। তারকাসুর তাহাদের দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল

আ-আঃ বিকটদর্শন! তোমার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নাই। দগ্ধকাষ্ঠবৎ ওই প্রহরীদের দেওয়া পুষ্পমাল্য কি দেবতাদের প্রীতিদান করবে? দেবতাকুল রুষ্ট, আমার এই তরুণী সঙ্গিনী বেদনায় ক্লিষ্ট, ওদের তুষ্ট করতে হবে, আনন্দ দিতে হবে। দগ্ধকাষ্ঠদের অপসৃত কর, অপসৃত কর। নিয়ে এস সুরা, সুর-ললনা।

দেবগণ। সুর-ললনা!

তারকাসুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরমপূজ্য দেবতাবৃন্দ! স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের আমি এখানে নিয়ে এসেচি। উদ্ভিন্ন-যৌবনা সেই সব সুরললনা সুরা সেবনে মদালসা, শ্লথবসনা, কামনায় প্রদীপ্তা হয়ে যখন নৃত্য করবেন, তখন বন্ধন-বেদনা আর আপনাদের পীড়া দেবেনা!

অলকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সিংহিনীর মত ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল:

অলকা। অসুররাজ!

তারকাসুর। বল, অলকা।

অলকা। সুর-ললনাদেরও তুমি বন্দিনী করেচ!

তারকাসুর। নাঃ! আমি তাঁদের ভোগের পাত্রীরূপে পরম আদরে রেখেচি—অসুরের ভোগের পাত্রী তাঁরা।

অগ্নি। রে অসুর! রসনা সংযত কর্‌।

সূর্য্য। দেবরাজ! বজ্রাঘাতে উদ্ধত অসুরকে বিনাশ কর।

তারকাসুর। হাঃ হাঃ হাঃ! বায়ু বরুণ, চন্দ্র, তোমরা নীরব কেন? শক্তি-হীনের আস্ফালন আমাদের উপভোগ করতে দাও।

অলকা। অসুর-রাজ, তুমি আমাকে মুক্তি না দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাকে এখানে ধরে রেখোনা।

তারকাসুর। কেন, বলত! এখানে পূজনীয় দেবতারা রয়েচেন, পূজনীয়া সুর-ললনারা আসচেন। দর্শনও যে পুণ্য।

অলকা। এ পুণ্যে আমার লোভ নেই।

তারকাসুর। আমি আশ্বস্ত হলাম অলকা। পুণ্যে যখন তোমার লোভ নেই, তখন তোমার প্রেম পাবার জন্য এই পাপীকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হবে না। এই যে! সুরললনাদের আবির্ভাব হয়েচে। বিকটদর্শন, ওঁদের বল পুষ্পমাল্য দিয়ে ওঁদের শৃঙ্খল ঢেকে দিতে। ওদের চরণ চঞ্চল হয়ে নেচে উঠুক, নূপুর মধুরে বাজুক, দেবতাগণ পুলকিত হোন।

দেবতাগণ যন্ত্রণার ধ্বনি করিলেন। সুরললনারা বিকটদর্শনের ইঙ্গিতে আদিষ্ট কাজ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্র। দেবরাজ! সুর-ললনাদের এই অসুর-আচরণ আমাদের দেখতে হবে!

তারকাসুর। শুধু দেখতেই হবে না, উপভোগও করতে হবে। বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন। প্রভু!

তারকাসুর। ওরা মূক কেন? মৌন কেন? ওদের গাইতে বল, দেবগণ প্রীত হবেন।

বিকটদর্শন। অসুররাজের আদেশ পালন কর।

সুর-ললনারা কাঁদিতে কাঁদিতে এক একটি দেবতার শৃঙ্খলে পুষ্পমাল্য জড়াইয়া দিতে লাগিল।

অলকা। অসুররাজ, এও আমাকে দেখতে হবে?

তারকাসুর। একটিবার দেখে নাও। স্বর্গের দেবী এঁরা, কখন ফাঁকি দিয়ে চলে যান! বিকটদর্শন, ওদের গাইতে বল, কামনার গান।

বিকটদর্শন। কামনার গান। অসুরপতির আদেশ, কামনার গান।

সুর-ললনারা নীরব রহিল, অশ্রুপ্লাবিত নয়নে দেবতাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, দেবতারা মাথা নত করিয়াই রহিলেন।

বিকটদর্শন। প্রভু! এরা আদেশ পালনে অনিচ্ছুক।

তারকাসুর। রক্ষীদের হাতে ছেড়ে দাও।

দেবগণ। ভগবন! ভগবন!

তারকাসুর। ভগবান আপনাদের ব্যথা বোঝেন না, আমি বুঝি। আমি বুঝি বলেইত এঁদের নিয়ে এসেচি আপনাদের আনন্দ দিতে। বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন। প্রভু!

তারকাসুর। দেবগণ আনন্দ পাচ্ছেন না, সুরবালাদের বক্ষবাস খুলে দাও যাতে দেবগণ ওদের বুকের যুগ্ম কমল-কলি দেখে পুলকিত হয়ে ওঠেন।

বিকটদর্শনের ইঙ্গিতে রক্ষীরা আসিয়া দাঁড়াইল।
সুর-ললনারা দেবতাদের পায়ে পড়িয়া কহিল:

সুরবালাগণ। রক্ষা কর, দেব, রক্ষা কর।

অলকা। অসুররাজ, নারী আমি, নারীর এই লাঞ্ছনা কেমন করে আমি সহ্য করি ?

তারকাসুর। লাঞ্ছনা কি বলচ অলকা, এ কামমার জাগরণ। দেবীরাও নারী, তাই তাঁরাও কামিনী। কামিনীর কামকলা দেখিয়ে তোমার অন্তরেও আমি কামনা জাগিয়ে তুলতে চাই। যদি পারি, তোমায় আমি পাব। বিকটদর্শন, ওদের নীবিবন্ধন খুলে দিয়ে বসন উন্মোচন কর।

বিকটদর্শন। কেড়ে নাও ওদের বস্ত্র, বক্ষবাস।

ইন্দ্র। পবন, সমস্ত দীপ ফুৎকারে নির্ব্বাপিত কর।

বায়ুর গর্জ্জন হইল ও সঙ্গে সঙ্গে সকল দীপ নিভিয়া গেল।

তারকাসুর। বিকটদর্শন, বিশালবাহু, প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কর।

ইন্দ্র। জগতের সমস্ত বহ্নি আত্মস্থ কর, অগ্নিদেব।

তারকাসুর। সূর্য্য, আমার আদেশ, তারকাসুরের আদেশ, অবিলম্বে আত্ম-প্রকাশ করে সুর-ললনাদের নগ্নরূপ দেখবার সুযোগ করে দাও।

ইন্দ্র। বরুণদেব আর বিলম্ব কোরোনা। মেঘের আকার ধারণ করে সূর্য্যকে আবরণ কর।

মেঘ ডাকিল

অলকা। নারায়ণ! নারায়ণ! স্বর্গের দেবীদের চরম লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ কর নারায়ণ।

তারকাসুর। অসুর-কারায় দাঁড়িয়ে কাকে তুমি আহ্বান করচ অলকা, তোমার নারায়ণ যে পাষাণ-শিলা!

অলকা। আমার নারাযণ ন্যায়ের রক্ষক। দুষ্কৃতদের দমন করতে সাধুদের রক্ষা করতে যুগে যুগে তিনি ভক্তের আহ্বানে অবতীর্ণ হন।

ভীষণ শব্দ হইল, প্রাচীর ফাটিয়া গেল বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল

অলকা। ওই আমার নারায়ণ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ত্রিলোক-আরাধ্য পুরুষোত্তম ওই আবির্ভূত!

দেবগণ। নারায়ণ! নারায়ণ!

তারকাসুর। প্রহরণ! আমার প্রহরণ বিকটদর্শন! অসুরপুরী থেকে ওদের নারায়ণকে আমি বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে দোব না।

নারায়ণের মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।

বিকটদর্শন। প্রভু, এই আপনার প্রহরণ।

তারকাসুর। কিন্তু কোথায় ওদের নারায়ণ! বিকটদর্শন, ভয়ে ভীত ওদের নারায়ণ পলায়নই শ্রেয়ঃ মনে করে।

নারায়ণ (বাণী)। হিমালয় তনয়া পার্ব্বতী আর মহেশ্বরের মিলনজাত

সন্তান কুমার কার্ত্তিকেয় তারকা নিধন করে তোমাদের মুক্তি দেবেন দেবগণ!

দেবগণ। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

তারকাসুর। মুক্তি! দেবগণের মুক্তি! অলকা! তোমার নারায়ণের বাণী যতদিন সফল না হয়, ততদিন তারকাসুর তোমাকেও মুক্তি দেবে না।

অলকা। আর আমার ভয় নেই অসুররাজ! দেবগণ আজ থেকে অবিরাম শঙ্করের ধ্যান করুন।

দেবগণ ও সুরবালাগণ। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

তারকাসুর। অলকা, শূলপাণি শঙ্কর আমারও ইষ্ট, আমিও বলি জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

সকলে। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়ের একটি অংশ। দেবদারু কুঞ্জ। চারিদিকে পাহাড় আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি উচ্চ বেদীর উপরে মহাদেব ধ্যানস্থ। পার্ব্বতী সখীগণ সহ পূজার উপকরণ লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মহাদেব। প্রতিদিন তোমরা পূজার উপকরণ নিয়ে কোথা থেকে এস।

প্রিয়ম্বদা। গিরিরাজপুরী হতে।

মহাদেব। কেন এস ?

প্রিয়ম্বদা। সখী পার্ব্বতীর আদেশে।

মহাদেব। পার্ব্বতী কে ?

প্রিয়ম্বদা। গিরিরাজদুহিতা।

মহাদেব। গিরিরাজদুহিতা পার্ব্বতী নিত্য এই শৈলশিরে পদব্রজে কেন আসেন ?

প্রিয়ম্বদা। সখী পার্ব্বতী ইষ্টপূজার আগে জলগ্রহণ করেন না।

মহাদেব। দূরের পূজাও ত আমাকে প্রীত করে সুন্দরী।

২য়া সখী চিত্রলেখা। কিন্তু আমাদের সখী যে ওই চরণ কমলের পরশ না পেলে তৃপ্ত হননা মহেশ।

পার্ব্বতী আঁচল দিয়া পা মুছাইয়া দিতেছিলেন

মহাদেব। ইনিই পার্ব্বতী ?

সুদর্শনা। ভ্রমরকে কি বলে দিতে হয় কোন্‌টি কমল ?

মহাদেব। চারিদিকেই যে কমল-আনন সুন্দরী। কাকে রেখে কাকে দেখি ?

চিত্রলেখা। আমাদের পার্ব্বতীর অপমান করা হচ্ছে, মহেশ।

মহাদেব। সহচরীদের সুন্দরী বল্লে পার্ব্বতী তুষ্টই হবেন।

প্রিয়ম্বদা। ও। পার্ব্বতীকে তুষ্ট করবার জন্যই আমাদের সুন্দরী বলা হোলো। নইলে বোধ হয় কুৎসিৎই বলতেন।

মহাদেব। পার্ব্বতী কি তাঁর সখীদের নিয়ে এসেচেন কলহের জন্য প্রস্তুত হয়ে।

সুদর্শনা। হ্যাঁ আমরা কলহই করতে চাই।

মহাদেব। কেন আমার অপরাধ ?

চিত্রলেখা। অপরাধ নয় ? দিনের পর দিন আমরা অত দূর থেকে এসে পূজা দি, মাথা খুঁড়ি, একটিবারও ত তুমি চেয়ে দেখনা।

মহাদেব। আজ ত চেয়ে দেখিচি।

সুদর্শনা। কিন্তু চার-চোখের যে এখনো দৃষ্টি বিনিময় হোলো না, শঙ্কর !

মহাদেব। চার-চোখের দৃষ্টি বিনিময় !

মহাদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে শঙ্কিত হইল।
মহাদেব সাম্নে দৃষ্টি ভাসাইয়া কহিলেন :

কোথায় সেই যুগল-আঁখি-পদ্ম, সতীর সেই নীল-নয়ন-কমল !

পার্ব্বতী। কী করলি, অভাগী ! কী করলি !

মহাদেব। অভিমানভরে তনু-ত্যাগ করে কাকে তুমি শাস্তি দিয়ে গেলে? কোন্ ভিখারীর শেষ অবলম্বন কেড়ে নিয়ে তাকে একেবারে রিক্ত করে ফেল্লে? আমাকেই নয় কি?

পার্ব্বতী মহাদেবের পদতলে পতিত হইলেন

পার্ব্বতী। দেবতা! দেবতা!

সখীরা চারিদিকে নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল

প্রিয়ম্বদা। অপরাধ নিয়োনা, শঙ্কর।

মহাদেব। নির্জ্জন এই হিমগিরিতে বর্ষায়, রৌদ্রে, হিমে আমি তোমারি ধ্যানে মগ্ন থাকি। পূর্ব্বদিগন্তে যখন বালার্ক ফুটে ওঠেন, তখন আমি সতীর সীমন্তের সিন্দূর-বিন্দু কল্পনা করে অপলক চেয়ে থাকি; সায়াহ্নে ধূসর-গিরিশ্রেণীকে সতীর আলুলায়িত কুন্তল বলে আমি ভুল করি; নৈশ-গগনে সুধাংশুর উদয় দেখে সতীর মুখচন্দ্রমা আমার মনে পড়ে। কিন্তু কোথায় সতী! সতী! সতী!

পার্ব্বতী। দেবতা! আরাধ্য! ইষ্ট!

মহাদেব। কে! পদতলে কে পতিত? সতী?

সখী প্রিয়ম্বদা। পার্ব্বতী, মহেশ।

মহাদেব। পার্ব্বতী! গিরিরাজতনয়ার স্থান ত ওখানে নয়।

প্রিয়ম্বদা। ওইখানেই যে ও স্থান চায় শঙ্কর।

মহাদেব। না, না, ওঁকে উঠতে বল।

প্রিয়ম্বদা পার্ব্বতীকে তুলিয়া ধরিল।

পার্ব্বতী। মহেশ!

মহাদেব। তোমার চোখে অশ্রু কেন পার্ব্বতী?

পার্ব্বতী। আমার নির্ব্বোধ সহচরীদের প্রগলভতার জন্য আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

মহাদেব। না, না, ওদের কোন অপরাধ নেই। ওরা আমার ভক্ত।

সহচরীরা প্রণাম করিল।

তোমাদের উপর আমি রুষ্ট হইনি। তোমরা আমার কাছে কি চাও?

প্রিয়ম্বদা। বল্, পার্ব্বতী, বল্।

মহাদেব। হাঁ, বল, কি চাও তুমি?

পার্ব্বতী। নিত্য পূজার অধিকার।

মহাদেব। নিত্যই ত তোমার পূজা আমি গ্রহণ করি। কিন্তু সুন্দরী, নিত্য এই সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে তোমার যে অত্যধিক শ্রম হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখিচি শ্রমে তোমার গণ্ডদেশ লাল হয়ে ওঠে, বক্ষ ঘন-ঘন আন্দোলিত হয়, চারু চরণ-যুগল কর্কশ কঙ্করাঘাতে রক্তিম হয়ে পড়ে।

চিত্রলেখা। সখিকে আর লজ্জা দিয়োনা, মহেশ।

মহাদেব। এত শ্রমের প্রয়োজন নেই। গৃহে বসেই আমাকে পূজা কোরো। আমি সে পূজা গ্রহণ করব।

প্রিয়ম্বদা। কিন্তু পার্ব্বতী যে নিত্য তোমার দর্শন চান।

মহাদেব। ধ্যান করলেই আমার দেখা পাবেন।

সুদর্শনা। ধ্যানের দেখাতে উনি তুষ্ট হবেন না, মহেশ। উনি চান তোমার সান্নিধ্য।

মহাদেব। সান্নিধ্য! নারীকে সান্নিধ্য দেবার সাধ আমার নেই সুন্দরী। নারীর সান্নিধ্য আমাকে সতীর জন্য অধীর করে তোলে, আমার বুকে সতী-বিয়োগ-বেদনা জাগ্রত করে, বিশ্ব-চরাচর আমার স্মৃতি থেকে লোপ পায়। নারীকে সান্নিধ্য দিতে আমি অসমর্থ।

মহাদেব কাহারো দিকে না চাহিয়া স্থিরপদ বিক্ষেপে চলিয়া গেলেন

পার্ব্বতী। ওরে! আমার সাধনা, কামনা, সবই যে ব্যর্থ হয়ে গেল!

পার্ব্বতী প্রস্তরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন, সখীরা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল

সুদর্শনা। সখি, পার্ব্বতী! পার্ব্বতী! পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। চলে গেলেন! অযোগ্যার উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে সাধন-পীঠ ত্যাগ করে সত্যই মহেশ্বর চলে গেলেন!

চিত্রলেখা। আবার ফিরে আসবেন।

পার্ব্বতী। অভাগীকে আর তিনি দেখা দেবেন না। বলে গেলেন নারীর সান্নিধ্য তিনি সইতে পারেন না।

প্রিয়ম্বদা। না, সইতে পারেন না! অথচ চোরা-দৃষ্টি চালিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে পারেন তরুণীর গাল কেমন লাল হয়, বুক কেমন দুলে ওঠে, আলতা-পরা পা দুখানি পাষাণের উপর পদ্মফুলের মত কেমন

শোভা পায়! শুনলে ত নিজেরই কাণে। এ-সব কি নারীর প্রতি বিতৃষ্ণার পরিচয়?

পার্ব্বতী। ফুল বিল্বদল পড়ে রইল, মাথায় গঙ্গাজল দেওয়া হোলোনা, নৈবদ্য নিবেদনের অবসরও পেলাম না, সখি!

প্রিয়ম্বদা। যেমন দেবতা, তাঁর ভাগ্যে তেমন পূজাই জুটবে। যদি গোটা দুই ধুত্‌রোর ফুল আর সেরখানেক সিদ্ধির ডগা আনতে, তাহ্‌লে দেখতে পেতে তোমার ওই ভোলামহেশ্বর সতীকে ভুলে শিব হয়ে তোমারই পূজা নিতেন। এ রাজসিক পূজা ওঁর ভালো লাগবে কেন? চল, বেলা হয়ে গেল, গিরিরাণী পথ চেয়ে রয়েচেন। চল, ওঠ।

পার্ব্বতী। ব্যর্থতা বহন করে আমি কেমন করে ফিরে যাব?

চিত্রলেখা। যেমন করে পাহাড়ের পথ বয়ে এতদূর এসেচ!

পার্ব্বতী। পা আমার চলবেনা।

প্রিয়ম্বদা। ওরে, সুদর্শনা, একটু এগিয়ে গিয়ে রক্ষীদের বলে আয় রাজপুরী থেকে শিবিকা নিয়ে আসুক। রাজকন্যা হেঁটে যেতে পারবেন না।

পার্ব্বতী। না সুদর্শনা, তুমি যেয়োনা। আমি এইখানেই অপেক্ষা করব

প্রিয়ম্বদা। কার আশায?

পার্ব্বতী। যদি তিনি ফিরে আসেন!

প্রিয়ম্বদা। যদি না আসেন?

পার্ব্বতী। তবুও আমি তাঁর অপেক্ষায় অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে থাকব।

প্রিয়ম্বদা। সূর্য্য যখন অস্তাচলে আশ্রয় নেবেন?

পার্ব্বতী। তখনো বসে থাকব।

প্রিয়ম্বদা। আঁধার যখন নেমে আসবে!

পার্ব্বতী। তখনো, প্রিয়ম্বদা, তখনো আমি তাঁরই ধ্যানে নিশি জাগব।

সুদর্শনা। দেবদারুর শাখায় শাখায় যখন ঝড়ের মাতন ধরবে?

পার্ব্বতী। তখনো আমি পূজার ওই প্রদীপ নিভতে দোবনা।

প্রিয়ম্বদা। বর্ষায় যখন গিরিগাত্র বয়ে ঝর্ণাধারা ছুটে আসবে?

পার্ব্বতী। তখনো আমি ফুল-বিল্বদল ভাসিয়ে নিতে দোবনা।

প্রিয়ম্বদা। তুষারে যখন পর্ব্বত ছেয়ে যাবে?

পার্ব্বতী। আমার অন্তর-বাহির তখন আমি শিব-অনুরাগে উষ্ণ করে তুলব।

প্রিয়ম্বদা। বরফ যখন জমে উঠবে?

পার্ব্বতী। চারিদিকে তখন চন্দ্রশেখরের শুভ্রজ্যোতির প্রকাশ দেখে আমি নয়ন-মন সার্থক করব।

প্রিয়ম্বদা। প্রাসাদে গিয়ে মনে মনে এই কাব্যরচনা করে সময় অতিবাহিত কোরো। এখন চল, মনে রেখো যতক্ষণ তুমি ফিরে না যাবে গিরিরাণী ততক্ষণ মুখে জলটুকুও দেবেন না।

পার্ব্বতী। তোরা ফিরে যা প্রিয়ম্বদা! মাকে আমার প্রণতি জানিয়ে বলিস, কন্যা হয়ে তাঁর কোলে থাকবার সময় আমার শেষ হয়ে গেছে। শিবের চরণে নিবেদিতা আমি, তাঁর চরণ ভিন্ন আমার অন্য কোন স্থান নাই!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিরাজের প্রাসাদ-প্রাকার। একটি নারী গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। গিরিরাণী মেনা নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলেন—সহচরী দূরে দাঁড়াইয়া।

মায়ার গীত

তোর জননীরে কাঁদাতে কি মেয়ে হ'য়ে এসেছিলি।
তুই কোন শিবলোক ক'রলি আলো উমা মাকে শুধু দুঃখ দিলি॥
তোর সেই খেল্না আছে প'ড়ে, তুই শুধু নেই খেলা ঘরে,
তোর সেই খেল্না বুকে ধ'রে কাঁদব কত নিরিবিলি॥
শুনেছি মা, পূজায় যাহার মেয়ে নাহি ফেরে ঘরে
তুই নাকি তার শূন্য বুকে আসিস্ মেয়ের মূর্ত্তি ধরে॥
মা কোথায় আছিস সে কোন রূপে
সেই রূপে আয় চুপে চুপে,
কোন মাকে তোর শান্তি দিয়ে আপন মাকে কাঁদাইলি॥

গিরিরাণী। শোন্ সুভদ্রা।

সুভদ্রা আগাইয়া গেল।

চিনিস্ ওকে ?

গায়িকাকে দেখাইয়া দিলেন

সুভদ্রা। না, রাণীমা।

গিরিরাণী। ওকে ডেকে নিয়ে আয়, মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে। ভয় পেয়ে যেন না পালিয়ে যায়।

সুভদ্রা। রাণীমা ডেকেচেন শুন্‌লে নিজেই ছুটে আসবে। ভিক্ষায় বেরিয়েচে!

গিরিরাণী। দেখে মনে হয় ও ভিক্ষা করে না। যা আদর করে ডেকে নিয়ে আয়।

সুভদ্রা চলিয়া গেল। নারী আবার গান ধরিল গিরিরাণী দাঁড়াইয়া রহিলেন। গিরিরাজ প্রবেশ করিলেন

গিরিরাজ। কে গান গায়! উমাকে হারাবার গান কে গায়?

গিরিরাণী। আমার উমাকে ও জানল, চিনল কি করে গিরিরাজ!

গিরিরাজ। দূর করে দিতে বলি।

গিরিরাণী। না, না। ওর মুখে শুনব ও কেন ও গান গায়।

গিরিরাণী গিরিরাজকে নিবৃত্ত করিলেন, দুইজনে গান শুনিতে লাগিল। সুভদ্রা প্রাকারের নীচে গিয়া গায়িকার সম্মুখে দাঁড়াইল। গায়িকা তাহাকে দেখিয়া নীরব হইল।

সুভদ্রা। শুনচ, রাণীমা তোমায় ডাকচেন।

মায়া। রাণীমা নন, উমা। উমা আমায় ডাকে, দিন-রাত ডাকে!

সুভদ্রা। সেই উমার যিনি মা, তিনি তোমায় ডাকচেন।

মায়া। উমার মা! সেত আমি! আমিই দশমাস দশদিন তাকে গর্ভে ধরেছিলাম!…

সুভদ্রা। এ দেখচি পাগল!

মায়া। এখনও পাগল হইনি, এখনো আমার উমাকে আমি ভুলিনি।

সুভদ্রা। ভোলনি ভালোই করেচ। এখানেও উমা আছে।

মায়া। আছে? সত্য বলচ আছে?

ছুটিয়া সুভদ্রার দিকে অগ্রসর হইল। সুভদ্রা পিছু হটিতে হটিতে কহিল :

সুভদ্রা। ওমা! পাগল জড়িয়ে ধরবে নাকি!

মায়া। আমার উমা যদি এখানে থাকে, তাহলে এইটেই বিধাতা-পুরুষের পুরী।

সুভদ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটেই বিধাতাপুরুষের পুরী। ওই ছাখ বিধাতাপুরুষ!

মায়া প্রাকারের কাছে ছুটিয়া গিয়া প্রাকারে দণ্ডায়মান গিরিরাজকে কহিল।

মায়া। বিধাতাপুরুষ! আমার উমা কোথায়? উমা?

প্রাকারের উপর হইতে গিরিরাজ কহিলেন

গিরিরাজ। উমাকে তুমি চেন কি করে?

মায়া। চিনব না! আমি তার মা। তাকে আমি চিনবনা।

গিরিরাণী। তুমি উমার মা!

মায়া। হ্যাঁ।

গিরিরাজ। তোমার পরিচয়?

মায়া। আমি মায়া। যক্ষকুলবধূ মায়া। উমা আমার মেয়ে। সেদিন সন্ধ্যায় ঝড় উঠল, বজ্রপাত হোলো, পাহাড় দুলতে লাগল,

দশদিক অন্ধকার হয়ে গেল। উমাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে প'লাম। তারপর কি হোলো জানিনা। সকালে জ্ঞান হতে চেয়ে দেখি পাহাড়ের নীচে পড়ে আছি কিন্তু উমা নেই। আমার উমাকে তুমি ফিরিয়ে দাও বিধাতাপুরুষ, আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে, আমার উমার জন্যে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে!

গিরিরাজ। তোমার উমা ত এখানে নেই!

মায়া। নেই!

গিরিরাজ। না।

মায়া। তাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেচ, বিধাতাপুরুষ?

গিরিরাজ। তুমি বিধাতা পুরুষ বলচ কাকে?

মায়া। তোমাকে। তুমিই আমার উমাকে নিয়ে এসেচ। আমি তোমার কাছ থেকে আমার উমাকে নিয়ে যাব। এতদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধান পেয়েচি, আর এখানে রেখে যাবনা। উমা, উমা!

গিরিরাণী। সুভদ্রা! একে তাড়িয়ে দে। উমাকে নিয়ে যাবে। আমার উমাকে।

মায়া। আমার উমা!

গিরিরাণী। উমা আমার!

মায়া। বিধাতাপুরুষ! তুমি স্বীকার কর। আমি যাকেই জিজ্ঞাসা করি উমার কথা, সবাই বলে বিধাতা নিয়ে গেছেন। দিন, পক্ষ, মাস; মাসের পর মাস আমি সন্ধান করে করে তোমার দেখা পেয়েচি। তুমি দাও ফিরিয়ে আমার উমাকে বিধাতাপুরুষ!

গিরিরাজ। তুমি ভুল করেচ। আমি বিধাতাপুরুষ নই, আমি

তোমাদের রাজা, গিরিরাজ হিমাদ্রি, ইনি গিরিরাণী। আমাদের কন্যার নামও আমরা উমা রেখেচি। তোমার উমা আর আমাদের উমা এক নয়।

মায়া। তুমি বিধাতাপুরুষ নও!

গিরিরাজ। না আমি তোমাদের রাজা।

মায়া। তুমি যদি রাজা, তাহলে তোমারই কাছে আমার অভিযোগ, কালপূর্ণ হোলোনা তবু আমার উমাকে বিধাতাপুরুষ আমার বুক থেকে কেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

সুদর্শনা প্রবেশ করিল

সুদর্শনা। মা!

গিরিরাণী। কে! সুদর্শনা। উমা এসেচে?

সুদর্শনা চুপ করিয়া রহিল।

চুপ করে রইলি কেন? বল্ উমা কোথায়?

সুদর্শনা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুদর্শনা। উমা এলনা!

গিরিরাজ ও গিরিরাণী। এলনা!

সুদর্শনা। বল্লে, মহাদেব অপ্রসন্ন হয়ে চলে গেছেন; যতদিন না তিনি প্রসন্ন হয়ে ফিরে আসবেন, ততদিন সে প্রাসাদে আসবে না।

গিরিরাণী। সে বল্লে আর তোরা তাকে একা ফেলে চলে এলি!

সুদর্শনা। একটি রক্ষীকে নিয়ে আমি একা এসেচি। প্রিয়ম্বদা আর চিত্রলেখা তারই কাছে রয়েচে।

গিরিরাণী। গিরিরাজ! সন্ধ্যা নেমে এল। আমার উমা?

গিরিরাজ। আমি নিজে যাচ্ছি গিরিরাণি। মাকে আমি বুকে করে নিয়ে আসব।

মায়া। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

গিরিরাজ। তুমি! তুমি কেন যাবে?

মায়া। আমার উমাকে যতদিন না পাব, ততদিন তোমাদের উমাকে আমি বুকে করে রাখব।

গিরিরাণী। না, না, আমার উমা থাকবে আমারই বুকে।

মায়া। হায় রাণি, উমা আমারও নয়, তোমারও নয়, উমা সকলের।

নারদ প্রবেশ করিলেন

নারদ। সত্যই মা উমা সারা বিশ্বের।

গিরিরাজ। দেবর্ষি!

নারদ। হ্যাঁ, মহারাজ! যাচ্ছিলাম এই পথ দিয়ে। একবার উমা মায়ের দর্শন কামনা নিয়ে প্রাসাদে এলাম।

মায়া। তুমি দেবর্ষি?

নারদ। হ্যাঁ, তোমরা ঢেঁকীবাহন বলেই ডেকো।

মায়া। তুমি বলতে পার বিধাতাপুরুষের পুরী কোথায়?

নারদ। পারি বৈ কি!

মায়া। পার? বলত কোন পথ দিয়ে যেতে হয়?

নারদ। জীবনের অন্ত অবধি যে সেই পথে চলতে হয়, মা।

মায়া। তা হোক্। তুমি বলে দাও।

নারদ। পাহাড়ের শেষে যে প্রান্তর, সেই প্রান্তরের পরপারে যে নগর, সেই নগরের উত্তরে রয়েচে এক মহানদ। সেই মহানদ পার হলেই পাবে বিধাতাপুরুষের পুরী।

মায়া। পাব?

নারদ। আকাঙ্ক্ষা থাকলেই পাবে।

মায়া। তবে আমি যাই। এক মুহূর্ত্তও আমার অবসর নাই। আমি যাই, আমি যাই।

বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। দূর হইতে তাহার করুণ গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

গিরিরাজ। কি করলেন দেবর্ষি? উন্মাদিনী ওই নারীকে সীমাহীন পথে কেন পাঠিয়ে দিলেন?

নারদ। ইচ্ছা করেই করলাম গিরিরাজ। একা আমি পেরে উঠচি না। ঘুরে ঘুরে ও মায়ের আগমনী ঘোষণা করুক। মায়ের প্রতিষ্ঠার সময় যে আসন্ন। আমার উমা মা কোথায়?

গিরিরাণী। দেবর্ষি! আমার উমা যে প্রাসাদে ফিরে এলনা।

নারদ। কোথায়, কোথায় আমার মা?

গিরিরাণী। হিমাদ্রি শিরে!

নারদ। কেন?

গিরিরাজ। সকলইত জান দেব, মিথ্যা কৌতুহল প্রকাশ করে লাভ কি? সন্ধ্যা নেমে আসচে। আমি নিজে গিয়ে উমাকে হিমাদ্রিশিখর থেকে ফিরিয়ে আনি। রাণি! দেবর্ষির সায়াহ্ন-কৃত্যের ব্যবস্থা কর।

গমনোদ্যত হইলেন।

নারদ। গিরিরাজ! বিশ্বজননী যাঁর কন্যা, তাঁর এ দৌর্ব্বল্য শোভ' পায় না।

গিরিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

গিরিরাজ। দৌর্ব্বল্য। কন্যা আমার আঁধারে ঘনবন সমন্বিত শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতে অবস্থান করবে আর পিতা আমি সেখান থেকে তাঁকে বুকে করে নিয়ে আসব না?

নারদ। তাঁকে তুমি নিয়ে আসতে পারবে না গিরিরাজ!

গিরিরাণী। সে কি দেবর্ষি! তবে কি উমা আমার...

নারদ। আত্মবিস্মৃত হয়োনা গিরিরাণি, উমা শুধু তোমার নন, উমা সারা বিশ্বের।

গিরিরাণী। কিন্তু কে তাকে ক্ষুধায় অন্ন দেবে, পিপাসায় জল দেবে?

গিরিরাজ। বিপদে আশ্রয় দেবে?

নারদ। আশ্রয় দেবার দম্ভ এখনো তোমার চূর্ণ হয়নি?

গিরিরাজ। কেন? আমি কি প্রজাপালন করিনি দেবর্ষি?

নারদ। কিন্তু সেদিন যখন সারাবিশ্ব কেঁপে উঠেছিল, হিমাগিরি টলে উঠেছিল, আশ্রয়হারা অযুত প্রজা তোমার দুর্য্যোগে প্রাণ দিয়েছিল, অসুর তারকা কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছিল, সেদিন তাদের কি তুমি আশ্রয় দিতে পেরেছিলে? ভোল কেন গিরিরাজ, যিনি আশ্রয়দাতারূপে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করেচেন, তিনি যাদের আশ্রয়হারা করেন তারা কোথাও আশ্রয় পায় না।

গিরিরাণী। দেবর্ষি, আমরা বেঁচে থাকতে উমা আমাদের নিরাশ্রয়ের মত গিরিশিরে রাত কাটাবে?

নারদ। মাগো! যে প্রয়োজন পূর্ণ করতে তোমার কোলে এসে বিশ্বজননী ঠাঁই নিয়েচেন, সেই প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্যই তিনি আজ গিরিশিরে অবস্থান করচেন।।

গিরিরাণী। কিন্তু মনকে যে বোঝাতে পারি না দেবর্ষি!

গিরিরাজ। দেবর্ষি! হিমাদ্রির রাজা রাণী সত্যই কি পাষাণ-পাষাণী?

নারদ। বিশ্বের প্রয়োজন, ব্যক্তির প্রয়োজনের চেয়ে বড় গিরিরাজ। আর তা ছাড়া তোমাদের এত শঙ্কাই বা কেন গিরিরাজ? স্বয়ং শঙ্কর যাঁর ভার নেবেন, তাঁর ভাবনার বোঝা মাথায় তুলে নেবার স্পর্দ্ধা না রাখাই ভালো।

গিরিরাজ। স্নেহ যদি দৌর্ব্বল্য হয়, সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষা যদি হয় সঙ্কীর্ণতা, তাহলে জন্ম জন্ম যেন আমি দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ হয়েই থাকি। আপনি অপেক্ষা করুন, দেবর্ষি। আমি আমার সোণার প্রতিমাকে ঘরে নিয়ে আসি।

গিরিরাজ প্রস্থান করিলেন

নারদ। ব্যর্থমনোরথে ফিরে আসবেন।

গিরিরাণী। কেন? উমা কি আমাদের ভুলে যাবে, দেবর্ষি?

নারদ। মনে করে দ্যাখ ত মা, তোমারও পিতৃগৃহ ছিল; তোমারও পিতা-মাতা ছিলেন; তুমিও ছিলে তাঁদের নয়নের মণি, পিতৃ-মাতৃ-অনুরাগিণী।

গিরিরাণী। হাঁ, তাই ছিলাম।

নারদ। কিন্তু তারপর যেদিন গিরিরাজকে হৃদয় দান করেছিলে, সেদিন থেকে পিতা-মাতার কথা কদিন তুমি ভেবেছিলে, মা ?

গিরিরাণী। সত্য দেবর্ষি। সেদিন থেকে গিরিরাজ আমার সারামন জুড়ে তাঁর আসন পেতে বসেছেন।

নারদ। গিরিরাজ যদি তোমার সারা মন জুড়ে বসে থাকতে পারেন, তাহলে দেবাদিদেব মহাদেবকে যিনি মনে মনে পেয়েচেন, তাঁর কি অবস্থা হতে পারে অনুভব করত !

গিরিরাণী। সে যে ধারণার অতীত দেবর্ষি !

নারদ। তাহলে বোঝ মা, ধ্যানের অতীত, ধারণার অতীত, ত্রিগুণাতীত ত্রৈলক্যনাথকে হৃদ্‌পদ্মে যিনি আসন দিয়েচেন, তিনি কিআর লৌকিক ধর্ম্ম মেনে চলতে পারেন ? চন্দ্রশেখরের শুভ জ্যোতিতে তিনি যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েচেন, মা !

গিরিরাণী। কিন্তু দেবর্ষি, শুনলাম শঙ্কর নাকি অপ্রসন্ন হয়ে সাধনপীঠ ত্যাগ করে চলে গেছেন ?

নারদ। সতীশোক-সন্তপ্ত শঙ্করের পক্ষে তা অসম্ভব নয়, মা।

গিরিরাণী। তবে উমা তাকে কেমন করে ফিরে পাবে ?

নারদ। সেই গোপন রহস্যইত বলতে এসেছিলাম। গিরিরাজ ধৈর্য্য-ধারণ করতে পারলেন না। তাই বলাও হোলনা।

গিরিরাণী। আমি কি শুন্তে পারি না, দেবর্ষি ?

নারদ। চিত্তজয়ের কৌশলের কথা মাকে শোনাতে একটু কুণ্ঠা হয় বৈকি ! তা হোক, গিরিরাজ ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারবনা। শোন মা, বলি। শঙ্কর মনে মনে উমা-মাকে ধরা দিয়েচেন,

কিন্তু সতীর প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ বশত আত্মদানে করতে সঙ্কোচ অনুভব করেন। শঙ্কায়, বুঝলে মা, শঙ্কায় শঙ্কর সয়ে পড়েচেন—ঔদাস্যে নয়। কিন্তু উমার তপস্যা তাঁকে টেনে নিয়ে আসবে। সেই সময় চিত্ত-জয়ের কৌশল প্রয়োগে তাঁকে বশ করতে হবে।

গিরিরাণী। কিন্তু আমার সরলা উমা ত সে কৌশল জানে না, দেবর্ষি!

নারদ। মদনদেবের শরণ নিতে হবে। পঞ্চশরের আঘাত ব্যতীত শঙ্করের চিত্তে পুনরায় প্রেমের সঞ্চার হবে না। মনে রেখ মা, নিশ্চিন্তে কাল যাপন করবার অবসর আর নাই। দেবকুল কারারুদ্ধ, অসুরের অত্যাচারে ত্রিলোক বিধ্বস্ত; দেব, মানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, হিমাদ্রিতনয়ার গর্ভজাত সন্তানের আবির্ভাবের অপেক্ষায় দিবস গণনা করচে। তাদের মুক্তির দিন যত শীঘ্র দেখা দেবে, ত্রিলোকের ততই মঙ্গল হবে। শুধু ভোলানাথের ভরসায় থাকলে চলবেনা মা, পঞ্চ শরকে নিয়োগ করতে হবে, গিরিরাজকে আমার এই বাণী আজই শুনিয়ে দিযো মা।

নারদ প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

গিরিরাণী। আপনি আর একটুকাল অপেক্ষা করবেন না দেবর্ষি?

নারদ। না মা, এখানকার কাজ শেষ হোলো, আমাকে একবার অসুরপুরীতে যেতে হবে।

গিরিরাণী। অসুরপুরীতে!

নারদ। হ্যাঁ, মা। দেবকুল হতাশায় ভেঙ্গে পড়েচেন। গোপনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। গিরিরাজ যেন পঞ্চশরকে আহ্বান করতে কাল-বিলম্ব না করেন, মা।

নারদ চলিয়া গেলেন

গিরিরাণী। পঞ্চশর পরের কথা। এখন উমা! উমাই আমার ধ্যানের পাত্রী।

সুভদ্রা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল।

সুভদ্রা। রাণিমা! রাত হয়ে গেছে। নীচে চলুন।

গিরিরাণী। হোক্ রাত। আমার উমার ফিরে আসবার পথ আমি অন্ধকারেও দেখতে পাব। তুই আলো নিভিয়ে দে, সুভদ্রা, আলো নিভিয়ে দে।

দূরে উমার বিয়োগ বেদনার গান উঠিল ও মিলাইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

তারকাসুরের প্রমোদ-কানন। বৃক্ষকুঞ্জ, বিশ্রাম-বেদিকা—ফুলে ফুলে ফুলময়। পূর্ণ চন্দ্রালোকে দশদিক প্লাবিত। কুঞ্জে কুঞ্জে তরুণ-তরুণীরা মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছে। সহসা তরুণী কণ্ঠের খিল খিল হাসি শোনা গেল। দেখা গেল হাসিতে হাসিতে চঞ্চলা কুরঙ্গিনীর মত অলকা ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে তিন চারিজন অসুর যুবক। অলকা বেদী ঘুরিয়া, কুঞ্জ বেষ্টন করিয়া ছুটিতেছে আর বলিতেছে :

গীত

আয় আয় যুবতী তন্বী।
জ্বালো জ্বালো লালসার বহ্নি॥
হান হান হান নয়ন বাণ।
তসুর পেয়ালা ভরি মদিরা আন॥

অলকা। পারবে না, তোমরা পারবেনা, আমি জানি তোমরা পারবে না!

অলকা একটা উচ্চ বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল
তরুণরা বেদীটি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

১ম তরুণ। এইবার অলকা!

অলকা ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল ঃ

অলকা। এবারও পারবে না।

২য় তরুণ। এই মুহূর্ত্তেই বাহু দিয়ে বেড়ে নিতে পারি।

অলকা। মনে তাই ভাব, কিন্তু বুকে বল পাবেনা।

৩য় তরুণ। আমি পারি তোমার অধরের সব সুধা কেড়ে নিতে।

অলকা। জানত, সুধার অধিকারী দেবতারা; তোমাদের প্রাপ্য গরল।

১ম তরুণ। এতদিনকার সেই অবিচার আমরা দূর করব।

২য়। আমরা উদীয়মান অসুর-তরুণ!

৩য়। আমাদের শক্তির পরিচয় দোব আগে তোমাকে জয় করে।

অলকা। তোমরা ছুঁতে পার, ধরতে পার, কিন্তু আমাকে জয় করতে পার না।

১ম। তুমি দুলচ কেন?

অলকা। গরবে।

২য়। তোমার চোখ জ্বলচে কেন?

অলকা। আনন্দে।

৩য়। তোমার ঠোঁট কাঁপছে কেন?

অলকা। আবেগে।

১ম। কার গরবে তুমি গরবিনী?

অলকা। নিজের।

২য়। কিসের আনন্দে তুমি উচ্ছল?

অলকা। ভরা-যৌবনের!

৩য়। কিসের আবেগে তুমি অধীর?

অলকা। খর-স্রোতা প্রেমের।

১ম। তুমি কি দেবী?

অলকা। না।

২য়। তুমি কি দানবী?

অলকা। না।

৩য়। তবে তুমি কি?

অলকা। আমি নারীর লাস্যময়ী, হাস্যময়ী, শক্তিময়ী রূপ।

১ম। তোমার কথা আমরা বুঝতে পারিনা।

অলকা। শুধু চোখে দেখে নারীকে যারা বুঝতে চায়, তারা কখনো তা পারেনা।

২য়। তাহলে কী করে তোমাকে বোঝা যায়?

অলকা। দাস্য স্বীকার করে।

৩য়। আর একটু বুঝিয়ে বল।

অলকা। হৃদয়, মন, কীর্ত্তি, শক্তি, সবই নারীর চরণে নিবেদন করে। পৌরুষের দম্ভ, শক্তির দাপট, অস্ত্রের তীক্ষ্ণাগ্র দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, নারীর হৃদয় জয় করা যায় না।

সকলে। আমরা তোমার দাসানুদাস হয়ে থাকব।

অলকা। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমাকে।

১ম। এই আমরা তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করচি।

সকলে তাহার পায়ের কাছে পুষ্পগুচ্ছ স্থাপন করিল।

অলকা। কামাতুর চিত্তে তোমরা আমাকে পেতে চাইচ, তাই নারীর কামিনী মূর্ত্তিই শুধু তোমরা দেখতে পাবে। সমগ্র অসুরকুল কাম-কল্মষে শক্তিহারা হোক্।

বলিয়াই কাম-নৃত্য সুরু করিল। মুগ্ধ অসুর-তরুণরা অনিমেষ নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিল। বিভিন্ন কুঞ্জে যে সকল অসুর তরুণীরা মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিল, তাহারা বাহিরে আসিয়া নৃত্যে যোগ দিল। তাহারা নৃত্যে যোগ দিতেই অলকা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

আমার দিকে চেয়ে কি দেখচ ! দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখ, দিকে দিকে রূপের অনল প্রবাহ। এক আমি বহু হয়ে প্রতি অসুর-বালার অন্তরে বাহিরে কামনার শিখা জ্বালিয়ে তুলেচি। চেয়ে ছাখ, ওদের রূপের আলোয় তোমাদের প্রমোদ-কানন উজ্জ্বল, ওদের তনু-দেহ তোমাদের আমন্ত্রণ জানায়, ওদের চঞ্চল চরণের নূপুর নিক্বণ মিলনের আবেদন প্রকাশ করে।

গান

ভুবনে কামনার আগুন লাগাব।
রিক্ত কাননে ফাগুন জাগাব॥
বিলাস লাস্যের নৃত্যে
আনিব অনুরাগ বৈরাগী চিত্তে
যৌবন-তরঙ্গে দুলাব রঙ্গে
ধ্যানী যোগীর ধ্যান ভাঙ্গাব॥
মদ আলসে, রস লালসে,
জাগে যে মুকুল প্রথম বয়সে
তাহারি পরিমল-পরাগ ফাগে পথধূলি রাঙাব॥

নৃত্যরতা অসুর-তরুণীরা হাত-ছানি দিতে দিতে আবাহন-গীতি গাহিতে লাগিল। অলকা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারকাসুর দূর হইতে বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।

তারকাসুর। সংযত হও! সংযত হও, উচ্ছৃঙ্খল অসুরবৃন্দ!

নৃত্যগীত সহসা থামিয়া গেল।

এ কি করেচ, অলকা! সমস্ত অসুরপুরীতে তুমি কামনার আগুন জ্বেলে তুলেচ, পতঙ্গের মত অসুর-তরুণরা তাতে আত্মাহুতি দিয়ে অসুরকুল যে ধ্বংস করবে।

অলকা। ভুলে যাও কেন অসুর-রাজ, একদিন সুর-ললনাদের শ্লীলতার আবরণ কেড়ে নিতে চেয়েছিলে তুমি আমার অন্তরে কামনা জাগাবার জন্য।

তারকাসুর। কিন্তু তোমার অন্তরে ত কামনা প্রদীপ্ত হয় না।

অলকা। বল কি অসুররাজ! জাগ্রত সেই কামনাকে নিজদেহে আমি যে ধরে রাখতে পারিনা।

তারকাসুর। তার পরিচয়?

অলকা। আমার দেহে ধরে রাখতে পারিনি বলেইত আমি তা অসুর-পুরীতে ছড়িয়ে দিয়েচি, তরুণ তরুণীরা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

তারকাসুর। কিন্তু তুমি?

অলকা। ওদের দিকে চেয়ে দেখ, আমার সেই রূপ দেখতে পাবে। শোন অসুর-কামিনীকুল, ত্রিলোকজয়ী অসুররাজকে জয় করাও যে তোমাদের পক্ষে অতি সহজ তারই পরিচয় দাও।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে অসুর-বালারা পুনরায় নৃত্য করিতে লাগিল। তারকাসুর তাহাই দেখিতে দেখিতে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তারকাসুর। সুরা! সুরা! সুরা ব্যতীত অসুরের রক্তে উন্মাদনা আসেনা। সুরা, সংবাহিকা! সুরা!

দুইটি সংবাদিকা দ্রুত সুরা লইয়া আসিয়া তারকাসুরকে তাহা নিবেদন করিল।

সুরা পান কর অসুর-ললনা কুল। তোমাদের রূপের শিখা লেলিহান হয়ে স্বর্গ পুড়িয়ে দিক, বৈকুণ্ঠকে ভস্মে পরিণত করুক।

এক একটি নৃত্যরতা সুরবালা নাচিতে নাচিতে সংবাহিকাদের হাত হইতে সুরাপাত্র গ্রহণ করিল। অলকা সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অলকা। নারায়ণ! নারায়ণ! একি কঠোর কর্ত্তব্যে আমাকে নিয়োগ করেচ তুমি!

দুই হাতে সে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। নৃত্য বন্ধ হইয়া গেল। অলকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তারকাসুর ধীরে ধীরে অলকার কাছে গিয়া ডাকিল।

তারকাসুর। অলকা!

অলকা। আমি সইতে পারিনা অসুর-রাজ, নারীর এই কামনার রূপ আমি সইতে পারিনা। অসুর-রমণী হলেও ওরা নারী, ওরাও অসুর-সংসারের গৃহিণী হবে, অসুর-সন্তানের জননী হবে; গৃহিণীর, জননীর এই রূপ শুধু আমার চোখকে নয়, আমার মনকেও পুড়িয়ে দেয় অসুররাজ!

তারকাসুর তরুণ-তরুণীদের সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা নীরবে সরিয়া গেল।

তারকাসুর। ওরা চলে গেছে অলকা।

অলকা চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া কহিল:

অলকা। কিন্তু আমার স্মৃতি থেকে ত যায়নি।

তারকাসুর। তোমার স্মৃতিপটে সকলের ছবি ফুটে ওঠে, শুধু আমারই ছবি এক মুহূর্ত্তের তরেও ফুটে ওঠেনা কেন?

অলকা। তুমি ত্রিলোক-ত্রাস।

তারকাসুর। কিন্তু কতদিন ত বলেচি অলকা, সারাজীবনের শোণিত পিপাসা, নিষ্ঠুরতা থেকে আমি অব্যাহতি চাই।

অলকা। যদি তাই চাও, তাহলে সাধনাদ্বারা জীবনে পরিবর্ত্তন কেন আননা ?

তারকাসুর। অসুরের জীবনের এই ত অভিশাপ, অলকা !

অলকা। তোমার জন্য আমি দুঃখিত অসুররাজ।

তারকাসুর। সত্যই যদি তুমি দুঃখিত, তাহলে আমাকে সুখী করতে কেন চাওনা ? কেন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করনা অলকা ?

অলকা। আমি অক্ষম অসুররাজ।

তারকাসুর। বলপ্রয়োগে সক্ষম আমি, দণ্ডবিধানের কর্ত্তা আমি, দেবতাকুলের শাস্তা আমি, আমি তারকাসুর, নতজানু হয়ে দীনের মত, আর্ত্তের মত, অসহায়ের মত তোমার প্রেম প্রার্থনা করি।

অলকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

অলকা। তোমার কোন প্রার্থনা, কোন পীড়ন, কোন অনুরোধ, কোন আদেশ আমাকে তোমার বশ করতে পারবে না।

তারকাসুর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

তারকাসুর। পারবেনা ?

অলকা। না।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তারকাসুর তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

তারকাসুর। এতবড় শক্তিমতী তুমি !

অলকা। শক্তির দম্ভ আমি করি না অসুররাজ।

তারকাসুর। তবে কিসের এই দম্ভ ?

অলকা। দম্ভ নয়, আমার অন্তর-দেবতার আদেশ পালন।

তারকাসুর। সে আদেশ কি ?

অলকা। আমার অন্তরে আবির্ভূত হয়ে অনুক্ষণ কোন্ দেবতা যেন বলেন নিজেকে প্রস্তুত রাখ্, বিশ্বের কল্যাণের জন্য তোকে এক কঠোর কর্ত্তব্য পালন করতে হবে।

তারকাসুর ব্যঙ্গের সুরে কহিল :

তারকাসুর। কঠোর কর্ত্তব্য ! সে কঠোর কর্ত্তব্য কি তারকানিধন ?

অলকা। আমার অন্তর দেবতার আদেশ যদি তাই হয়, তাও আমাকে পালন করতে হবে।

তারকাসুর ক্ষিপ্রহস্তে অলকাকে ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল :

তারকাসুর। তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে তোমার সেই অন্তর-দেবতাকে টেনে বার করে পাষাণ চাপা দিয়ে রেখে দোব আমি। অন্তর-দেবতা ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, তপনকে আমি বন্দী করে রেখেছি, আর আমার অমঙ্গল কামনা নিয়ে তোমার অন্তরে নিশ্চিন্তে জেগে থাকবে তোমার অন্তর-দেবতা !

বিকটদর্শন দূর হইতে ডাকিতে ডাকিতে অগ্রসর হইল

বিকটদর্শন। অসুররাজ ! অসুররাজ !

তারকা অলকাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার দিকে চাহিল

দেবর্ষি নারদ রক্ষীদের প্রতারিত করে কারাগারে প্রবেশ করে দেবতাদের···

তারকাসুর। দেবতাদের মুক্ত করে দিয়েচেন ?

বিকটদর্শন। দেবতাদের উত্তেজিত করে তুলেচে। তারা শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েচে !

তারকাসুর। আর অসুর-রক্ষীরা নীরবে দাঁড়িয়ে তাই দেখচে !

বিকট। দেবতাদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখে তারা ভীত হয়ে পড়েচে প্রভু।

তারকাসুর। তুমি ?

বিকটদর্শন। প্রভুর আদেশ ব্যতীত আমি কোন কাজ কখনো করিনি।

তারকাসুর। অসুর সৈনিকদের আদেশ দাও দৃঢ়তর শৃঙ্খল দিয়ে তাদের আবদ্ধ করে রাখুক।

বিকটদর্শন দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তারকাসুর তাহাকে ফিরাইলেন।

আমার সব আদেশ শুনে যাও বিকটদর্শন।

বিকটদর্শন ফিরিয়া আসিল

শুধু শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ রেখেই যেন তারা নিবৃত্ত না হয়, নিশাবসান পর্য্যন্ত চর্ম্মকশাদ্বারা আঘাত করে করে তাদের মসৃন ত্বক যেন মাংস থেকে পৃথক করে দেয়।

অলকা। অসুররাজ ! অসুররাজ !

তারকাসুর। আর্ত্তনাদ কেন অলকা, অন্তর-দেবতার আদেশ পালন কর।

অলকা। দিন আগত হইলেই তা করব।

তারকাসুর। তারকাসুর তোমাদের সেই শুভদিনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করবে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমাদ্রির সেই দেবদারুকুঞ্জে তপস্যারতা পার্ব্বতী। তুষারপাতে চারিদিক শাদা হইয়া গিয়াছে। উষ্ণ বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া প্রিয়ম্বদা, সুদর্শনা ও চিত্রলেখা প্রবেশ করিল। হু হু শব্দ করিয়া শীতের বাতাস বহিতেছে।

প্রিয়ম্বদা। এত করে বল্লাম পশম-বস্ত্র দিয়ে যাই, পার্ব্বতী শুনলনা!

সুদর্শনা। সূক্ষ্ম পট্টবাস পরে এই প্রচণ্ড শীত ও কেমন করে সহ্য করচে?

চিত্রলেখা। দেহ-মন সকলই অসাড়!

প্রিয়ম্বদা। দেখিস ভাই, ধ্যানভঙ্গ করিস না যেন। পার্ব্বতী তাহলে মহাদেবকে দেখতে না পেয়ে তনু ত্যাগ করবে।

চিত্রলেখা। নিত্য পূজার ফুল রেখে যাই, নিত্য তা তুষারে চাপা পড়ে।

সুদর্শনা। গঙ্গাজল জমে যায়!

চিত্রলেখা। পূজা ওর হয় না!

প্রিয়ম্বদা। তবু নিত্য আমরা ফুল-বিল্বদল দিয়ে যাব, নিত্য আনব গঙ্গোদক, নিত্য রেখে যাব আহারের ফল-মূল!

সুদর্শনা। চেয়ে দ্যাখ্ চিত্রলেখা সেই তরুণ-তাপস।

চিত্রলেখা। থেকে থেকে ও তাপস এদিকে আসে কেন?

প্রিয়ম্বদা। তাপস তরুণ, তাই ওই তরুণী তপস্বিনীকে দূর থেকেই দেখে যায়।

চিত্রলেখা। ওদের যদি মিলন হয়?

সুদর্শনা। মহাদেবের চেয়ে ঢের ভালো বর।

প্রিয়ম্বদা। চুপ! তাপস এই দিকেই আসচে।

তরুণ তাপস প্রবেশ করিল

তাপস। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

প্রিয়ম্বদা। করুন।

তাপস। তপস্যায় রতা ওই কাঞ্চনবরণী কার তপস্যা করচেন?

প্রিয়ম্বদা। আপনার মত ছোট-খাট কারু নন। অকারণ আশা পোষণ করবেন না।

তাপস। আর একবার আমি এসেছিলাম।

প্রিয়ম্বদা। আমাদের জানা আছে।

তাপস। সেবার দেখে গিয়েছিলাম তপস্বিনী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সাম্নে রেখে বসে আছেন, তাই এই প্রচণ্ড শীতে অগ্নি-তাপের আশা নিয়ে এই দিকে এসেছিলাম।

প্রিয়ম্বদা। এখন, আমাদেরই অগ্নি মনে করে কি এইদিকে এগিয়ে এলেন?

তাপস। আপনাদের দেহশিখা দূর থেকে দেখতে পেয়ে ওই তপস্বিনী সম্বন্ধ কয়েকটি কথা জানতে কৌতুহল হলো।

প্রিয়ম্বদা। আপনি দেখচি বসতে পেলে শুতে চান। একটি কথা জানবেন বলে মুখ খুল্লেন, এখন বলচেন কয়েকটি কথা।

সুদর্শনা। অথচ তাপসকে সংযত হতে হয়।

প্রিয়ম্বদা। তবু বলুন, কি কি জানতে চান আপনি?

তাপস। আপনাদের বান্ধবীর তপস্যা আমাকে বিস্মিত করেচে।

প্রিয়ম্বদা। করবারই কথা। কেননা আপনি দেখচি তাপস হয়েও তপস্যায় মন দেন না!

চিত্রলেখা। তরুণী-তপস্বিনীর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান।

তাপস। হোমাদি কাজের জন্য এখানে সমিৎ ও কুশাদি কি পাওয়া যায়?

প্রিয়ম্বদা। তাপসের জানা উচিৎ চারিদিক যখন তুষারে আবৃত থাকে, তখন ও-সব কিছুই এখানে পাওয়া যায় না। ও-সব আমরাই নিত্য এনে দি।

তাপস। পূজা অর্চ্চনাদির জন্য জলও ত এসময় দুষ্প্রাপ্য।

প্রিয়ম্বদা। এখানকার জল বরফ হয়ে গেলেও সমতলে জলের অভাব হয় না। ভারে ভারে স্বর্ণকুম্ভ করে সেখান থেকে বাহকগণ রাজকুমারীর জন্য নিত্য জল যোগান দেয়।

তাপস। রাজকুমারী তপস্বিনী হয়ে কোন্ রাজপুত্রের ধ্যানে মগ্ন রয়েচেন।

প্রিয়ম্বদা। কোন রাজপুত্রের নয়, মহাদেবের।

তাপস। মহাদেবের!

বলিয়াই তাপস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

প্রিয়ম্বদা। তাপসের অনুচিত আচরণ করবেন না।

সুদর্শনা। সখী তাঁর মন প্রাণ সবই শিবকে সমর্পণ করেচেন—

তাপস কিছুকাল তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন
তারপর কহিলেন :

তাপস। শুনে দুঃখিত হলাম।

প্রিয়ম্বদা। কেন ?

তাপস। শ্মশানে যাঁর বাস, সর্প যাঁর অঙ্গের ভূষণ, ভূত-প্রেত যাঁর অনুচর, তাঁকে রাজকুমারী মন-প্রাণ সমর্পণ করে বড় ভুল করেচেন সুন্দরী।

সুদর্শনা। আমাদের সখী তা মনে করেন না।

তাপস। ওঁর ওই রাতুল-চরণ ফুলদলের মাঝেই শোভা পায়, শ্মশানের অস্থি খণ্ডের আঘাতে তা যে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে সুন্দরী! কোথায় থাকবে স্বর্ণকুম্ভ সদৃশ ওঁর ওই কোমল-কুচযুগল চন্দনানুলিপ্ত, তা নয় মহাদেবের অঙ্গের ভস্মরাশি তার হেমবরণ হরণ করবে।

প্রিয়ম্বদা। তাপস! তোমার রসনা সংযত কর।

তাপস। তোমাদের বিরাগভাজন হয়ে এখানে থাকা অনুচিত। তাই আমি চলেই যাচ্ছি। রাজকুমারীর ধ্যান ভঙ্গ হলে আমার কথা তাঁকে বোলো। বোলো, আমি প্রতি ঋতুতে এসেচি আর তাঁকে ধ্যান-নিমগ্না দেখে ফিরে চলে গেছি! আবারো আমি আসব। তখনো তিনি যদি পাগলা মহেশ্বরের ধ্যানের ভ্রান্তি বুঝতে পারেন, আমি আমার প্রার্থনা নিবেদন করব। মনে করে বোলো।

গমনোদ্যত হইলেন।

প্রিয়ম্বদা। তাপস! তোমার স্পর্দ্ধা ত বড় কম নয়।

তাপস। বামন জানে চাঁদ তার নাগালের বাইরে, তবুও তার মন তাকে বলে, হাত বাড়ালে সেও চাঁদ ধরতে পারে।

প্রিয়ম্বদা। তাইত তাকে দেখে সবাই হাসে।

তাপস। তোমরাও হাস সুন্দরীরা, মনের আনন্দে হাস।

বলিয়া তাপস চলিয়া গেলেন।

চিত্রলেখা। এমন লোকও তাপস হয়!

সুদর্শনা। হয়ত কোন হতাশ-প্রেমিক!

প্রিয়ম্বদা। হতাশাটা দূর করে দিতে পারলি না?

চিত্রলেখা। সুদর্শনাকে দেখেও ওর মনে আশা জাগল না।

প্রিয়ম্বদা। সুদর্শনা কোন কাজের নয়!

সুদর্শনা। মিছে আমার দোষ দাও, তোমরাও ত ছিলে। তোমরা কোন্ বিঁধলে ওকে!

চিত্রলেখা। তোর কিন্তু তাই ইচ্ছে ছিল।

সুদর্শনা। থাকলে হবে কি, ওর দৃষ্টিতে রয়েচে যে পার্ব্বতী!

প্রিয়ম্বদা। মর্‌বে একদিন ভূতের হাতের চড় খেয়ে।

চিত্রলেখা। প্রিয়ম্বদা! প্রিয়ম্বদা! চেয়ে ছাখ সখীর দেহ নড়চে।

সুদর্শনা। পার্ব্বতী চোখ মেলে চেয়েচে প্রিয়ম্বদা।

পার্ব্বতী। প্রিয়ম্বদা!

প্রিয়ম্বদা। পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। তিনি এসেছিলেন প্রিয়ম্বদা। দেখেচিস?

প্রিয়ম্বদা। না।

পার্ব্বতী। তিনি এসেছিলেন, আবার আসবেন।

চিত্রলেখা। আমরা ত তাকে দেখিনি।

পার্ব্বতী। তোদেরও দেখা দেবেন, তাঁরই অনুরূপ বর পাবার বর চেয়ে নিস তোরা।

প্রিয়ম্বদা। আমরা ত স্থির করেচি তোমার সপত্নী হয়ে থাকব।

পার্ব্বতী। পত্নীত্বের অধিকার পেলে আমি নিজেই তোমাদের টেনে নিয়ে তাঁর পাশে বসাব।

প্রিয়ম্বদা। আজ যে তোমার রসিকতা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পার্ব্বতী। সত্যি ভাই প্রিয়ম্বদা, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আজ তিনি এসেছিলেন, আবারও আসবেন!

চিত্রলেখা। তাহলে এই বেলায় স্নানাহার শেষ করে নাও।

পার্ব্বতী। তা বৈকি! আজ তিনি আসবেন, আমার পূজা নেবেন। একি! এখনও তুষার গলে গেল না, বৃক্ষে নব-পল্লব দেখা দিলনা, ফুলে ফুলে পাহাড় ভরে গেল না।

সখীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তোরা হাসচিস! জীবনের পরম মুহূর্ত্ত পলে পলে এগিয়ে আসচে আর আমার মন উতলা হয়ে উঠচে। কুঞ্জে পাখী নেই, বন-প্রান্তে মৃগ নাই, পর্ব্বতে ময়ুর নাই, তোদের কণ্ঠে গান নাই।

সখীরা আবার হাসিল।

তোরা হাসচিস! এত সহজে কেউ কখনো তাঁকে পেয়েচে?

প্রিয়ম্বদা। পার্ব্বতীর মত এমন সুন্দরী কখনো তাঁকে চেয়েচে?

পার্ব্বতী। ও-কথা বলো না প্রিয়ম্বদা। আমি তাঁর পদ-নখরেরও যোগ্য নই।

সুদর্শনা। ওরে, পার্ব্বতীর নূতন প্রেমিকের কথাটা বলনা ভাই পার্ব্বতীকে।

প্রিয়ম্বদা। পার্ব্বতী! তোমার একটি নূতন প্রেমিক দেখা দিয়েচে।

পার্ব্বতী। পুরাতন একটি কোনদিন ছিল নাকি?

প্রিয়ম্বদা। রাজকুমারীরা কখন কাকে অনুগ্রহ বিতরণ করেন, কে তা বলতে পারে!

পার্ব্বতী। রাজকুমারীরা সহচরীদের চোখ এড়িয়ে কখনো কিছু করতে পারে না।

চিত্রলেখা। তাই নাকি!

পার্ব্বতী। এইত এই নির্জ্জন হিমগিরিতে একটি প্রেমিকের গোপন অভিসার হোলো, তাও তোরাদের অজানা রইল না।

প্রিয়ম্বদা। দেখতে পেলে না বলে রাগ হচ্ছে?

সুদর্শনা। অমন সুপুরুষ দেখা যায় না।

চিত্রলেখা। সুদর্শনা ত সঙ্গে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, দুঃখ মনোচর ফিরেও চাইল না!

পার্ব্বতী। প্রেমিকটির পরিচয়?

প্রিয়ম্বদা। তরুণ তাপস।

পার্ব্বতী। তরুণ তাপস! দীর্ঘ অবয়ব? গৌরকান্তি? আয়ত লোচন?

প্রিয়ম্বদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

পার্ব্বতী। দীর্ঘ দেহ পশম-বস্ত্রে আবৃত করে দণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন ?

প্রিয়ম্বদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ !

পার্ব্বতী। অধরে মধুর হাসি, আযত-নয়ন যুগলে সঞ্চিত কৌতুক ?

সুদর্শনা। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

পার্ব্বতী। তাহলে তিনি এসেছিলেন !

চিত্রলেখা। তুমি তাকে চেন নাকি ?

পার্ব্বতী। আমার আরাধ্যকে আমি চিনব না !

প্রিয়ম্বদা। তবে রে রাজকুমারি, তবে নাকি মহাদেব ভিন্ন আর কাউকে তুমি জাননা ?

পার্ব্বতী। ওরে, আমার ধ্যানের দেবতা যে রহস্যভরে ওই রূপ ধারণ করেই ধ্যানে আমাকে দেখা দেন। তোরা ভাগ্যবতী, সত্যই তোরা ভাগ্যবতী।

প্রিয়ম্বদা। উনিই মহাদেব ?

পার্ব্বতী। দেবতাদেরও দেবতা, স্বয়ং ত্রৈলোক্যপতি !

চিত্রলেখা। কী সর্ব্বনাশ !

পার্ব্বতী। সর্ব্বনাশ বলচিস কেন !

সখীরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী। চুপ করে রইলি কেন ? বল্ কি করিচিস তোরা ! কি বলিচিস তাঁকে ?

প্রিয়ম্বদা। আমরা না জেনে তাঁর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করিচি।

চিত্রলেখা। অপ্রিয় কথা বলে তাঁকে আঘাত দিয়েচি।

সুদর্শনা। অতিথিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিইনি।

পার্ব্বতী। বেশ করিচিস। চোরের মত যে আসে, চোরের উপযুক্ত অভ্যর্থনাই তাঁর প্রাপ্য।

চিত্রলেখা। যদি তিনি আর না আসেন ?

পার্ব্বতী। আসবেন না ! ধ্যানে দেখা দিয়ে বলে গেলেন আসবেন !

সুদর্শনা। যদি সেবারের মতো এবারও আমাদের প্রগল্‌ভতায় বিরক্ত হয়ে চলে যান ?

পার্ব্বতী। ওরে, না, না। আমার মন বলচে তিনি আসবেন। আকাশ, বাতাস, আজকার আলো সব একসঙ্গে বলচে তিনি আসবেন। আয়, আমরা তাঁর আসন রচনা করে রাখি ; ধূপ দীপ জ্বেলে, পূজার উপকরণ সাজিয়ে আমরা তাঁর অপেক্ষায় শুদ্ধ মন নিয়ে বসে থাকি। ওরে, তোরা সংশয় করিসনি, সন্দেহ রাখিসনি, আমি স্থির জানি তিনি আজ আসবেন, আসবেন !

দ্বিতীয় দৃশ্য

কন্দর্পদেবের কুঞ্জ-কানন। রতি একটি বেদীতে বসিয়া একগাছা শুষ্ক মালা হাতে লইয়া বিরহের গান গাহিতেছেন। কুঞ্জের গাছ গুলিতে পল্লব নাই, ফুল নাই। রতি গান শেষ হইবার দিকে বসন্ত-সখা প্রবেশ করিল। ফুল-সাজে সজ্জিত।

গান

পুষ্পিত মোর তনুর কাননে হায়,
ওগো ফুলধনু, লগ্ন যে ব'য়ে যায়!
আজি ফাগুন ঋতু উৎসবে,
এ দেহ-দেউল শূন্য কি রবে,
রতির আরতি ধূপ কি পুড়িবে
বিফল কামনায়॥

বসন্ত। দেবি!

রতি। অকালে বসন্ত-সখার আবির্ভাব কেন? শীত ত এখনো উত্তীর্ণ হয়নি।

বসন্ত। শীত যতটুকু দূরে যায়, বসন্ত ততটুকু এগিয়ে আসে। আজ শীতের অবসান।

রতি। এখনো ত তার কাল পূর্ণ হয়নি।

বসন্ত। তবু আজই শীতের শেষ দিন।

রতি। তুমি রহস্য করচ সখা।

বসন্ত। না, না, না। আজ প্রভাতে দখিনা বাতাস কন্দর্পদেবের বাণী বহন করে এনে আমাকে জানিয়েচে আজই হবে বসন্তের জাগরণ!

রতি। তাই যদি সত্য হবে, তাহলে আমার কুঞ্জের বৃক্ষ-পল্লব এখনো শুষ্ক কেন?

বসন্ত। সুন্দরীর পদাঘাত ছাড়া অশোক-তরু যেমন মুঞ্জরিত হয় না, তেম্নি কন্দর্প-প্রিয়ার সহচরীদের নূপুর ধ্বনি না শুনলে এই কুঞ্জের গাছে গাছে জাগরণের সাড়া ত পড়বে না। আমি তাদের ডেকে আনি দেবি।

রতি। না, না, বসন্ত-সখা।

বসন্ত-সখা। কেন দেবি?

রতি। আমার বসন্ত যে বিফলে চলে যাবে!

বসন্ত। না, না, দেবী, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় এ নয়, দিকে দিকে বসন্তের বিজয়াভিযান আরম্ভ হৌক। চল আকাশে উত্তরিয় উড়িয়ে, বাতাসে ফুলরেণু ছড়িয়ে, শীতে আড়ষ্ট প্রাণীর অন্তরে নবজীবনের সাড়া তুলে দি।

বসন্ত ও রতী নৃত্য করিতে লাগিল। নাচের শেষে কন্দর্প প্রবেশ করিল।

কন্দর্প। এই যে সখা বসন্ত, তোমার সঙ্গে গুরুতর পরামর্শ আছে।

বসন্ত। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েচে সখা? বসন্তকে সবাই জানে চপল, চঞ্চল, চটুল; সেই বসন্তের সঙ্গে তুমি গভীর আলোচনা করতে চাও?

কন্দর্প। বসন্ত চঞ্চল নয়, বসন্ত জীবনেপ প্রাচুর্য্যে ভরপুর; বসন্ত চপল

নয়, বসন্ত শক্তির, সৃষ্টির, জড়তা থেকে মুক্তির বাহন। বসন্ত না থাকলে বিশ্ব বাঁচেনা।

বসন্ত। দেবীর কিন্তু হিংসা হচ্ছে।

রতি। দেবী তোমাদের দুজনকেই জানে সখা। দুজনাই বাকপটু, কাজে নয় অকাজে পারদর্শী।

বসন্ত। তবু ভালো কুকাজ না বলে অকাজ বলেচ।

রতি। সংসারে যাদের কোন কাজ নেই, তাদেরই তোমরা নাচিয়ে তোল।

কন্দর্প। এইত সখি হেরে গেলে! আমাদের নিন্দা করতে গিয়ে প্রশংসা করে ফেল্লে।

রতি। প্রশংসা আবার কখন করলাম।

বসন্ত। আর জান সখা, একটু আগে, ওই বেদীতে বসে······

রতি। একটু আগে ওই বেদীতে বসে কি করছিলাম আমি?

বসন্ত। সখার বিরহে অশ্রুর মালা গাঁথছিলে।

রতি। হ্যাঁ, তাই হয়েছিল কি?

বসন্ত। সেই সময় আমি যদি না আসতাম।

রতি। তাহলে কি হোতো?

বসন্ত। আমার সখাও আসতেন না।

রতি। নাই বা আসতেন।

বসন্ত। তাহলে অধরে ওই হাসি ফুটত না, চোখের কোণে চোখাচোখা দৃষ্টি বাণ দেখা দিত না, ওই সুগোল বাহু বল্লরী আমার সখার গলার মালা হয়ে দোলবার সুযোগ পেত না!

কন্দর্প। কিন্তু সখা, দেবি যদি না থাকতেন, তাহলে তোমার আর আমার যে অস্তিত্বই থাকত না, আমাদের সকল শক্তির উৎস যে উনি।

বসন্ত। নারীর হৃদয় জয় করবার সকল কৌশল তোমার জানা আছে বলেইত তুমি মন্মথঃ দুর্ণিবারঃ।

কন্দর্প। এখন শোন কাজের কথা। দেবকুল বিপন্ন।

রতি। বিপন্ন।

কন্দর্প। হ্যাঁ, সখি!

বসন্ত। ও। দেবীরা বুঝি দেবতাদের দাড়ী আর জটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেচেন?

কন্দর্প। পরিহাস নয় সখা, দেবকুল অসুর-কারায় বন্দী।

রতি। দেবকুল বন্দী!

বসন্ত। সুসংবাদ! সুসংবাদ!

রতি। আর দেবীরা, সখা? তাঁরাও কি বন্দিনী?

কন্দর্প। দেবীরা বন্দিনী নন, তবে বহু সুর-নারী অসুর-কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েচেন। দেবর্ষি নারদ বন্দীশালা থেকে দেবরাজের আদেশ বহন করে এনে আমায় শুনিয়েচেন।

বসন্ত। দেবরাজের আদেশ কী!

কন্দর্প। দেবর্ষির উপদেশমত কাজে আত্মনিয়োগ।

রতি। দেবরাজের আদেশ আমরা অবশ্যই পালন করব।

বসন্ত। অবশ্যই করবনা দেবি।

রতি। সেকি সখা!

বসন্ত। বিস্মিত হও কেন দেবি? তুমি কি জাননা দেবকুল মদন দমন করবার জন্য কি সব কঠোর শাসনের বিধান দিয়েচেন?

কন্দর্প। সখা অভিমান করবার সময় এ নয়।

বসন্ত। তুমি বোঝনা সখা, শাসন আর অনুশাসন দিয়ে যারা ভক্তদেরই জীবনে বিড়ম্বনা এনে দেয়, তাদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই। তাঁরা অসুরকারায় যুগ যুগ আবদ্ধ থাকুন।

রতি। দেবরাজ কি আদেশ পাঠিয়েচেন?

কন্দর্প। দেবরাজ বলে পাঠিয়েচেন দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুর দেবগণকে বন্দী রেখেই নিশ্চিন্ত নেই, বৈকুণ্ঠ জয় করবার স্পর্দ্ধাও সে পোষণ করে, নারায়ণকে সিংহাসনচ্যুত করে লক্ষ্মীকেও সে দাসী করে রাখতে চায়।

রতি। সখা!

রতি কন্দর্পের হাত চাপিয়া ধরিল

কন্দর্প। জানি, নারি তুমি, নারীর মর্য্যাদার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। দেবরাজ বলে পাঠিয়েচেন, তারকাসুরের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেবার মত শক্তিমান কেউ আপাততঃ অমরলোকে নেই।

রতি। তাহ'লে কি হবে প্রিয়তম?

বসন্ত। সুরলোক হবে অসুর-কবলিত।

কন্দর্প। যাতে না হয়, তারই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

বসন্ত। আমাদের শক্তি কোথায়?

কন্দর্প। শক্তিধর আজও অনাগত। তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হবে

যদি তপস্যারত মহেশ্বরকে পঞ্চশরে বিঁধে আমি তাঁকে গিরিরাজ-তনয়ার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারি। তাঁদেরই মিলনজাত সন্তান কুমার কার্ত্তিকেয় তারকাকে নিধন করবেন।

রতি। মহেশ্বরকে পঞ্চশরে বিঁধতে হবে?

কন্দর্প। দেবরাজ সেই আদেশই পাঠিয়েচেন।

রতি। না, না, তুমি তা করোনা, আমি তোমাকে তা করতে দেব না!

কন্দর্প। সে কি প্রিয়তমে!

রতি। শূলপাণি যিনি, তাঁকে তুমি পঞ্চশরে বিঁধবে! যদি তিনি রুষ্ট হন?

কন্দর্প। আমার প্রতি আদেশ হয়েচে তাঁকেই জয় করতে, কামজয়ী বলে ত্রিলোক যাঁকে পূজা করে। আমি সে আদেশ পালন করব।

রতি। কিন্তু হরকোপানল যে বড় ভয়ানক প্রিয়তম!

কন্দর্প। ভয়ানককে মনোহর করাই ত' আমার কাজ। কামও অনল, কামও ভীষণ, অতি প্রবল তার দহন; তবু সেই কামকেই আমি মনোরম করি, পরম উপভোগ্য করে তুলি। সখা বসন্ত, প্রস্তুত হও। কাল-বিলম্বের অবসর নাই।

রতি। সঙ্গে আমিও যাব।

কন্দর্প। অবশ্যই যাবে। তুমি সঙ্গে না থাকলে যে আমার জয়-যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বসন্ত। কোথায় আমার বাসন্তী-বাহিনী! আমাদের ললাটে শুভেচ্ছার তিলক পরিয়ে দাও।

বাসন্তী-সখীরা প্রবেশ করিল

গান

চল জয় যাত্রায় চল বাসন্তী বাহিনী।
চল রচিতে বুকে বুকে নব প্রেম-কাহিনী॥
যথা উদাসীন পুরুষ তপস্যা মগ্ন,
জাগো সেথা সুরত—রতি অতি লগ্ন,
যার বাসনা ফুরায় মনে—চল তার তপোবনে
চল—কামনার কামিনী॥

সকলে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

হিমাদ্রির সেই দেবদারু-কুঞ্জ। মহাদেব ধ্যানস্থ। পার্ব্বতী নীরবে তাঁহার পূজা করিতেছে। সখীরা দূর হইতে উপকরণ যোগাইয়া দিতেছে। দূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

চিত্রা। এই নির্জ্জনে এমন করে বাঁশী বাজে কেন প্রিয়ম্বদা?

প্রিয়ম্বদা। তাইত! এ যেন মিলনের লগ্ন ঘোষণা!

চিত্রা। পার্ব্বতী সত্যই শক্তিমতী।

প্রিয়ম্বদা। নইলে হরের প্রেম কখনো পায়?

চিত্রা। প্রেম পায়নি প্রিয়ম্বদা, শুধু দয়াই পেয়েচে।

প্রিয়ম্বদা। চেয়ে ত্যাখ্ অনুরাগে পার্ব্বতীর গাল দু'খানি কেমন লাল হয়ে উঠেচে।

চিত্রা। প্রিয়ম্বদা! প্রিয়ম্বদা! ওই দিকে চেয়ে ত্যাখ্।

প্রিয়ম্বদা। তাইত! ওরা যে এইদিকেই আসচে।

চিত্রা। যদি দেবাদিদেবের ধ্যান ভঙ্গ করে?

প্রিয়ম্বদা। ওদের নিরস্ত করা যায় না?

চিত্রা। ওই ওরা এসে পড়েচে।

প্রিয়ম্বদা। দশদিকে যে সুরের সুরধুনী নেমে এল।

চিত্রা। আয় প্রিয়ম্বদা আমরা অন্তরালে যাই।

তাহারা একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করিল। কন্দর্প, রতি আর বসন্ত প্রবেশ করিল।

অদৃশ্য লোক হইতে মধুর বাদ্য বাজিতে লাগিল।

বসন্ত। সখা, ফিরে চল। এ তুষারের দেশে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কন্দর্প। ভয় কি? দেবকুল সহায় সখা।

বসন্ত। বৃক্ষরাজী তুষারাবৃত, পত্রহীন।

কন্দর্প। তোমার আবির্ভাবে পত্রহীন বৃক্ষরাজি নব-পল্লব ধারণ করবে। প্রকৃতির গায়ে বুলিয়ে দাও তোমার যাদুদণ্ড।

রতি। সমগ্র গিরিশ্রেণী মৃতবৎ পাণ্ডুর, প্রাণের চিহ্নও কোথায় নেই।

কন্দর্প। সখা বসন্ত, সখি, চেয়ে ত্যাখ, চেয়ে ত্যাখ ওই সম্মুখে, ধবলগিরির বুকে চাঁদের আবির্ভাব, প্রণত হও, প্রণত হও! মহাশক্তি মহাদেবের পূজায় রত।

সকলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর কেন সখা বসন্ত, এইবার তোমার কার্য্য আরম্ভ কর।

চিত্রলেখা ও প্রিয়ম্বদা আত্মপ্রকাশ করিল।

তোমরা কি বনবালা?

প্রিয়ম্বদা। না, আমরা পার্ব্বতীর সহচরী। আপনাদের পরিচয় জানিনা। যদি প্রমোদ-বিহারে এসে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে অন্যস্থান মনোনয়ন করুন।

কন্দর্প। কেন বলত বালা ?

প্রিয়ম্বদা। দেখচেন না পার্ব্বতী পূজা করচেন, দেবাদিদেব ধ্যানমগ্ন। আপনাদের কলহাস্য আপনাদের সঙ্গীত বিঘ্ন সৃষ্টি করচে।

কন্দর্প। কিন্তু আমাদের ত ফেরবার উপায় নেই সুন্দরী। সখা বসন্ত আর কন্দর্প-কান্তা এসে পড়েচেন, এখনই এই নির্জ্জন প্রদেশে নব-জীবনের সাড়া পড়ে যাবে।

প্রিয়ম্বদা। (রতিকে) আপনি হয়ত বুঝতে পারবেন। অসময়ের ধ্যান ভঙ্গ হলে মহাদেব বড় রুষ্ট হন।

রতি। সখা চল, আমরা ফিরে যাই।

বসন্ত। চল সখা কাজ নেই ধ্যানে বিঘ্ন ঘটিয়ে।

কন্দর্প। ফিরে যাব !

রতি। ফিরে চল প্রিয়।

কন্দর্প। ফেরবার পথ আমি জানিনা প্রিয়ে। সখা বসন্ত, সংশয় রেখোনা। দখিনা সমীরণকে ডেকে আন, কণ্ঠে আন ভুবন পাগল করা গান। তোমার পদস্পর্শে নব-দুর্ব্বাদল গজিয়ে উঠুক, ফুলভারে নত হয়ে বৃক্ষশাখা তোমাকে অভিবাদন জানাক, হিমে জড় প্রাণীকুল বসন্তোৎসবে মেতে উঠুক।

বসন্ত। সখা, সখা, শিরায় শিরায় তুমি উন্মাদনা জাগিয়ে তুলচ, আমি আত্মসম্বরণ করতে পারচিনা, সখা।

কন্দর্প। জাগাও, মাতাও, নাচাও এই মৌন অচল পার্ব্বত্য প্রদেশকে।

বলিতে বলিতে কন্দর্প নিজেই গান ধরিলেন, রতি রতি নৃত্যরতা হইলেন, দূরদূরান্ত হইতে অলক্ষ্যকণ্ঠ কন্দর্পের গানের প্রতিধ্বনি তুলিল। বসন্তের উত্তরীয় যেন মায়াজাল রচনা করিল, প্রকৃতি নবরূপ ধারণ করিল, বৃক্ষশাখায় নবকিশলয়, পাহাড়ের গায়ে রাশি রাশি ফুল, চতুর্দ্দিকে রঙীন উত্তরীয়ের রামধনু।

গান

দু' হাতে ফুল ছড়ায়ে মন রাঙায়ে ধরায় আসি।
প্রথম যৌবনেরই ঘুম ভাঙায়ে বাজাই বাঁশী॥
আমি কই, দেখরে চেয়ে, নেইরে জরা,
আজিও চির নূতন—সেই পুরাতন বসুন্ধরা;
মাধবী চাঁদের চোখে আঁকা আজো বাঁকা হাসি॥
ফুটাই আশার কোলে শুক্‌নো ডালে,
অবসাদ আসে যবে সাধ ফুরালে,
আমি কই, এই ত' সুরাপাত্র-পুরা রস-পিয়াসী॥

চিত্রলেখা। প্রিয়ম্বদা! প্রিয়ম্বদা! এরা কি যাদুকর?

কন্দর্প। বসন্ত যাদুকর, তা কি জাননা সুন্দরী?

প্রিয়ম্বদা। পার্ব্বতী-মহেশ্বরের মিলন মধুরতর করে তোলবার জন্যই কি তোমরা আজ এখানে এসেচ?

রতি। তোমরা ধ্যানভঙ্গের ভয় করছিলে। দেখলে, ধ্যান ভাঙ্গলনা।

বসন্ত। আমার যদি সেই শক্তি থাকবে, তাহলে সখা কন্দর্পের প্রতি এ আদেশ হবে কেন ?

রতি। পার্ব্বতীর কি প্রশান্ত বয়ান।

প্রিয়ম্বদা। ওই পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা তুলে নিল। ওই মালা কণ্ঠে পরিয়ে দিলে আর ওদের বিচ্ছেদ হবেনা।

কন্দর্প। সখা, শুভমুহূর্ত্ত সমাগত !

কন্দর্প অগ্রসর হইলেন।

রতি। যেয়োনা, প্রিয়তম, যেয়োনা।

কন্দর্প। শুভকার্য্যে বাধা দিয়োনা প্রিয়তমে

কন্দর্প দ্রুত অগ্রসর হইল।

রতি। আমার বুক কেঁপে উঠল কেন ?

বসন্ত। ভয় নেই দেবি, দেবকুল সহায়।

চিত্রলেখা। পদ্মবীজের মালা পার্ব্বতী হাতে করে রয়েচে, গলায় পরিয়ে দেয়না কেন ?

প্রিয়ম্বদা। দেবাদিদেব যে মুহূর্ত্তে চেয়ে দেখবেন, সেই মুহূর্ত্তেই পার্ব্বতী ওই পদ্মবীজের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দেবে।

রতি। একি হোলো সখা, আমার বাম-নয়ন অবিরাম কাঁপে কেন ?

বসন্ত। শঙ্কা কিসের সখি, স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু সখার কার্য্য নিরীক্ষণ করেচেন।

প্রিয়ম্বদা। ওই পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা পরিয়ে দেবার জন্য দুই বাহু উন্নত করেচে।

বসন্ত। সখা কন্দর্প ধনুকে শর-যোজনা করেচে।

প্রিয়ম্বদা। আবেগে পার্ব্বতীর হাত কাঁপচে।

বসন্ত। পঞ্চশর ওই প্রক্ষিপ্ত হল।

> শোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল। মহাদেবের শরীর দুলিয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া সম্মুখে পার্ব্বতীর দিকে একটিবার মাত্র চাহিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন

মহাদেব। কেরে! কেরে দুর্বৃত্ত!

> মহাদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন পার্ব্বতী আর্ত্তনাদ করিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন

রে দুষ্ট মদন!

রতি। ক্রোধং প্রভো, সংহর, সংহর!

মহাদেব। লঘু-গুরু-ভেদজ্ঞান-বিবর্জ্জিত কামাচারী উদ্ধত কন্দর্প, মন্মথ-শরে কামজয়ী শঙ্করকে জয় করবার স্পর্দ্ধা নিয়ে এই সাধনপীঠে আসবার সমুচিত শাস্তি তুই গ্রহণ কর, ভস্ম স্তূপে হ পরিণত!

> বলামাত্র তাঁহার ললাট হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইয়া মদনকে প্রজ্জলিত করিল। মদন রতি বসন্ত আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মদন ভস্মীভূত হইল, ধূম্রজালে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল।

রতি। সখা! বসন্ত!

বসন্ত। দেবি! দেবি শান্ত হও, শান্ত হও।

রতি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ধূম্রজাল অপসৃত হইলে দেখা গেল পার্ব্বতী সুদর্শনাকে অবলম্বন করিয়া পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতী তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কহিলেন :

পার্ব্বতী। প্রিয়ম্বদা! সখি! আবারো সব ব্যর্থ হোলো, আবারো তিনি ক্রোধভরে সাধন-পীঠ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

প্রিয়ম্বদা। পদ্মবীজের মালা তুমি তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েচ। তোমার সেবা আর তিনি ভুলতে পারবেন না।

পার্ব্বতী। ত্রিভুবনের সর্ব্বজীব যাঁর সেবায় রত, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মানব, যক্ষ, রক্ষ যাঁকে নিত্য পূজা করে, তাঁর কাছে আমার সেবার কতটুকু মূল্য, সখি!

প্রিয়ম্বদা। ও-কথা এখন থাক্। চল, প্রাসাদে যাই।

পার্ব্বতী। দম্ভ করেছিলাম ব্যর্থতা নিয়ে আর প্রাসাদে ফিরে যাবনা। সে দম্ভ তিনি চূর্ণ করে দিয়ে গেলেন। বার বার যাঁর দেখা পাই আর অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বার বার যাঁকে হারিয়ে ফেলি তাঁকে একান্ত করে কবে পাব প্রিয়ম্বদা?

প্রিয়ম্বদা। এইবার তুমি তাঁকে পাবে। মন্মথ হত কিন্তু তাঁর শর ত ব্যর্থ হবার নয়।

পার্ব্বতী। ওই মাল্য পুষ্প নিয়ে চল্, তাঁর পায়ে দিয়েছিলাম, মাথায় করে রাখব।

সুদর্শনা ও চিত্রলেখা পুষ্পপ্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিল, প্রিয়ম্বদা পার্ব্বতীকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বসন্ত। দেবি! শান্ত হও, শোক সংবরণ কর।

রতি বসন্তের দুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন।

রতি। এ আঘাত আমি কেমন করে সহ্য করি সখা, কেমন করে এই শোক আমি সংবরণ করি! আকাশের দিকে চাইব আর পূর্ণচন্দ্র আমার জীবন-বল্লভের প্রতিকৃতি হয়ে দেখা দেবে, দখিনা বাতাস আমার দেহে তাঁরই পরশ বুলিয়ে দেবে, আমি চ্যুত-মুকুলের দিকে চাইতে পারব না, ফুলদল আমার অন্তরে কাঁটা হয়ে ফুটে উঠবে, মঞ্জু-ভাষিনী কোকিলার কুহুধ্বনি আমাকে কান্ত বিরহে উন্মাদিনী করে তুলবে। আকাশে মাটিতে যা কিছু সুন্দর, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে যা কিছু অনুভব করা যায়, তার সবারই ভিতর দিয়ে তোমার সখার আহ্বান যে অবিরাম আমাকে উতলা করে তুলবে। আমি কেমন করে তাঁকে ভুলে থাকব সখা?

বসন্ত। দেবি, দেবকুল আমাদের সহায়।

রতি। দেবকুল সহায়! তাঁদের সহায়তার পরিচয় ত পেলাম। আর কেন? সখা, সখা, চেয়ে ছাখ অতনুর ভস্মাবশেষ বায়ু-বিক্ষিপ্ত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে যায়, বিলম্বে তার কণামাত্রও পাওয়া যাবে না; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর সখা, আমিও আমার দেহ ভস্মে পরিণত করি।

বসন্ত। দেবি! অনলে আত্মাহুতি দেবে!

রতি। আমার এই দেহও আমি ভস্মে পরিণত করব। তার পর তুমি সখা, কন্দর্পের নিকটতম বান্ধব, আমার অনুরক্ত সুহৃৎ, তুমি আমাদের দুইজনার ভস্মাবশেষ একসঙ্গে মিলিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ো। অনল প্রজ্বলিত কর সখা, অনল প্রজ্বলিত কর।

আকাশ-বাণী। শোন, সতি শিরোমণি রতি, অনলে ওই তনুদেহ দগ্ধ করোনা। যেদিন চন্দ্রশেখর গিরিরাজসুতা পার্ব্বতীকে পত্নিরূপে লাভ করবেন সেইদিন শিব-অনুগ্রহে কন্দর্প তাঁর ত্রিলোকমনোহর কলেবর ফিরে পাবেন।

বসন্ত। দেবি, দেবি! আকাশ থেকে যে দৈব-বাণী হোলো, তা ব্যর্থ হবেনা।

রতি। এখনও দৈববাণীতে তোমার বিশ্বাস সখা।

পার্ব্বতী। অবিশ্বাস করোনা সতি। আমি পার্ব্বতী, আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্চি যদি ওই দৈববাণী অংশতও সত্য হয়, যদি দেবাদিদেবের পদাশ্রয় আমি লাভ করি, তাহলে তোমার পতিকে আমি আবার তোমার বুকে ফিরিয়ে দোব।

রতি ও বসন্ত নতজানু হইয়া পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলেন। আকাশে দুন্দুভি বাজিল, পার্ব্বতীর শিরে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হইল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গিরিরাজের প্রাসাদের অঙ্গন। বিবাহের উপযুক্ত করিয়া সজ্জিত। অঙ্গনের মাঝখানে বেদীর উপর বিবাহের সমস্ত দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া নারীকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দূরে সানাই বাজিতেছে। পার্ব্বতীর সখীরা গান গাহিতেছে। মেনা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন।

গিরিরাণী। প্রিয়ম্বদা! প্রিয়ম্বদা!

সুদর্শনা। প্রিয়ম্বদা আর চিত্রলেখা পার্ব্বতীর প্রসাধন করচে।

গিরিরাণী। এখনও প্রসাধন শেষ হয়নি!

সুদর্শনা। হয়েচে রাণীমা। আপনাকে দেখাবার জন্য তাঁরা—সখীকে এইখানেই নিয়ে আসবে।

গিরিরাজ প্রবেশ করিলেন

গিরিরাজ। রাণি, এইমাত্র সংবাদ পেলাম ব্রহ্মা নিজে আসবেন এই বিবাহে বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে। মা পার্ব্বতীকে পেয়ে আমরা ধন্য গিরিরাণী।

গিরিরাণী। আগে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যাক প্রভু।

গিরিরাজ। আমার উমা-মা লজ্জায় লুকিয়ে আছে বুঝি?

গিরিরাণী। তার সহচরীরা তাকে লুকিয়ে থাকতে দেয় কিনা?

গিরিরাজ। সহচরীদের এত প্রীতি কখনো দেখেচ গিরিরাণী? উমা তপস্যা করেচে আর সহচরীরা শীতাতপ সহ্য করে তাকে সাহায্য করেচে।

গিরিরাণী। ওরাও ত আমাদেরই কন্যা।

গিরিরাজ। হ্যাঁ, উমার বিবাহ হয়ে গেলে ওদেরও বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কি বল মা, সুদর্শনা?

সুদর্শনা। আমি দেখে আসি পার্ব্বতীর প্রসাধন হোলো কিনা?

সুদর্শনা চলিয়া গেল।

গিরিরাণী। সুদর্শনা লজ্জায় পালিয়ে গেল।

সঞ্জয় প্রবেশ করিল

সঞ্জয়। গিরিরাজ! পর্ব্বতবাসী প্রজারা মণি-মাণিক্য বনজাত নানা সম্পদ উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত।

গিরিরাজ। চল, আমি নিজে তাদের অভ্যর্থনা করব।

গিরিরাজ ও সঞ্জয় চলিয়া গেলেন।

গিরিরাণী। তোমাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয়ত আমরা করতে পারচিনা। আমাদের সব ত্রুটি ক্ষমা কর।

বর্ষিয়সী। সেকি গিরিরাণি! এমন সমাদরেও আমরা খুসি হবনা।

গিরিরাণী। মন পড়ে থাকে উমার কাছে। তাই কত ভুল, কত ত্রুটি নিজের কাছেই ধরা পড়ে।

বর্ষিয়সী। এ বিয়েতে উপস্থিত থাকাই যে পরম ভাগ্যের কথা।

গিরিরাণী। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর আমার উমা যেন সুখী হয়।

উমাকে লইয়া প্রিয়ম্বদা ও চিত্রলেখা প্রবেশ করিল, সঙ্গে সুদর্শনা। তাহাদের হাতে প্রসাধনপাত্র।

পার্ব্বতী। দ্যাখত মা, এরা আমাকে পুতুলের মত সাজিয়ে দিয়েচে।

মায়ের সাম্নে সজ্জিতা পার্ব্বতী স্থির হইয়া দাঁড়াইল, মেনা কন্যাকে দেখিতে লাগিলেন।

মা, তুমি কথা কইচ না কেন? মাগো!

গিরিরাণী। ওরে, আবার ডাক! আবার ডাক!

পার্ব্বতী। মা!

গিরিরাণী। উমা! আমার উমা!

উমা মায়ের বুকে মুখ লুকাইল।

চিত্রলেখা। মাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে উমার বুকে আজ সত্যই ব্যথা জমে উঠেচে।

উমা। মা! তুমি কাঁদচ?

বর্ষিয়সী। আজকার দিনে চোখের জল ফেলতে নেই মা!

গিরিরাণী। না মা, আমার চোখে কি যেন পড়েচে।

বস্ত্র দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতে উদ্যত হইলেন:

উমা। আমাকে দেখতে দাও মা, আমাকে দেখতে দাও।

গিরিরাণী। ও কিছু নয় মা, আর কিছু হচ্ছেনা। প্রিয়ম্বদা!

প্রিয়ম্বদা। কি মা!

গিরিরাণী। মায়ের প্রসাধন সম্পূর্ণ ত?

প্রিয়ম্বদা। ধূপের ধোঁয়া দিয়ে ওর কেশপাশ আমরা শুষ্ক করে দিয়েচি, অগুরু-পঙ্ক মিশ্রিত গোরোচনা দিয়ে পত্ররচনা করেচি, কপোলে লোধ্ররেণু মাখিয়ে দিয়েচি, শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারগুলি সব পরিয়ে দিয়েচি। হাঁ মা, তুমি ছাখ কোন ত্রুটি রয়েচে কিনা।

গিরিরাণী। তোমরা দেখলেই হবে মা।

চিত্রা। মা, আমাদের কাজ ত সম্পূর্ণ, এখন আপনাকে পার্ব্বতীর ললাটে তিলক পরিয়ে দিতে হবে, হাতে কৌতুকসূত্র বেঁধে দিতে হবে।

গিরিরাণী। তাইত। কিছুই যে আজ মনে থাকচে না। চল মা।

চিত্রা। আমরা সব নিয়ে এসেচি। এই নাও মা, শ্বেতচন্দন।

গিরিরাণী তিলক পরাইয়া দিলেন

সুদর্শনা। এই কৌতুকসূত্র।

গিরিরাণী কৌতুকসূত্র হাতে লইয়া কন্যার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। প্রিয়ম্বদা পার্ব্বতীর হাতখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল :

প্রিয়ম্বদা। দাও মা, কৌতুকসূত্র হাতে বেঁধে দাও।

গিরিরাণী তাহাই করিলেন।

তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি দেখে আসি ওদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে কিনা।

গিরিরাণী চলিয়া যাইতেই সখীরা সকলে পার্ব্বতীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

১মা। হ্যাঁ, ভাই পার্ব্বতী, তোমার বর নাকি বাঘছাল পরে থাকেন ?

পার্ব্বতী। প্রিয়ম্বদা দেখেচে, ও বলতে পারে।

প্রিয়ম্বদা। হ্যাঁ, ভাই, তিনি বাঘের ছালই পরেন। আর বাঘগুলোকে কি করেন জানিস?

১মা। কি করেন?

প্রিয়ম্বদা। ভূত-পেত্নীদের খেতে দেন।

২য়া। কাঁচা!

প্রিয়ম্বদা। উহুঁ। ডালনা রেঁধে।

১মা। পার্ব্বতীকেও রাঁধতে হবে?

প্রিয়ম্বদা। হবে বৈ কি! বিয়ে করে বউ নিয়ে যাচ্ছেন, রাঁধিয়ে নেবেন না?

২য়া। তুমি পারবে রাঁধতে ভাই পার্ব্বতী?

পার্ব্বতী। না পারলে রক্ষে থাকবে না, ক্ষিধের জ্বালায় ভূত-প্রেত গুলো আমাকেই যে খেয়ে ফেলবে!

২য়া। তুমি ভাই ভূত তাড়াবার মন্তর শিখে যাও।

পার্ব্বতী। দেবে শিখিয়ে?

২য়া। আমি ত জানিনা, দিদিমা জানে।

পার্ব্বতী। তাহলে দিদিমাকে সতীন করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

৩য়া। আচ্ছা ভাই পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। বল!

৩য়া। তোমার বর নাকি সাপের গয়না পরেন?

পার্ব্বতী। শুনিচি তাই পরেন।

৩য়া। যদি তোমাকে ছোবল মারে?

পার্ব্বতী। রোজা আছেন, বাঁচিয়ে রাখবেন।

৩য়া। তুমি ভাই এই বরটি বেছে নিয়ে ভালো কাজ করনি।

পার্ব্বতী। আমি না নিলে তাঁকে কে আর নিত ?

৩য়া। না নিত, না নিত। আমাদের কি ? সবাই উপেক্ষা করে বলে রাজকন্যা তাঁর গলায় মালা দেবে ?

পার্ব্বতী। রাজকন্যা তাঁর পদরেণু পেয়ে যে ধন্য হয়ে যাবে।

প্রিয়ম্বদা। দেখিস পার্ব্বতী! গরবে ভেঙে পড়িস না।

আকাশে বাদ্য বাজিল।

১মা। একি! আকাশে বাদ্য বাজে কেন ?

পার্ব্বতী। প্রিয়ম্বদা! চিত্রলেখা!

প্রিয়ম্বদা ও চিত্রলেখা। কি সখি, কি ?

পার্ব্বতী। আমার বুক দুরুদুরু করে কেন ?

সঞ্জয় দ্রুত প্রবেশ করিল।

সঞ্জয়। গিরিরাণী! গিরিরাণী!

পার্ব্বতী। মা ত এখানে নেই সঞ্জয়।

সঞ্জয়। মা নেই, জগজ্জননী রয়েচেন ত। তোমাকেই বলে যাই, তোমরাও সকলে শোন, আকাশপথে দেবাদিদেব মহাদেবের শোভাযাত্রা দেখা দিয়েচে।

১মা। আমরা দেখতে পাব ?

সঞ্জয়। প্রাসাদশিরে গেলেই দেখতে পাবে মা। তোমরা কেউ গিরিরাণীকে এই সুসংবাদ দিয়ে এস!

সঞ্জয় প্রস্থান করিল।

২য়া ও ৩য়া। আমরা দেখব! আমরা দেখব!

১মা। চল ছুটে যাই।

২য়া। পার্ব্বতী তোর বর দেখে আসি।

প্রিয়ম্বদা। ওরে, তোর উত্তরীয় যে পড়ে রইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া উত্তরীয় তুলিয়া লইয়া আবার দৌড়াইল।

১মা। ফিরে এসে বলব পার্ব্বতী, তোর বর দেখতে কেমন?

চিত্রা। কঙ্কণ খুলে পড়ে গেছে, তুলে নিয়ে যাও।

কঙ্কণ কুড়াইয়া লইল।

৩য়া। পার্ব্বতী দেখে আসি ভুত-প্রেতগুলো কী ভয়ঙ্কর!

সুদর্শনা। আঁচল সামলে নাও সখি, হোঁচট খাবে।

আঁচলটা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া সে ছুটিল।

৪র্থা। ওরে চল্, চল্ সবাই, নইলে দেখা হবেনা।

সকলে ছুটিল। প্রিয়ম্বদা, চিত্রলেখা, সুদর্শনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

প্রিয়ম্বদা। দেখেই ওদের নয়ন সার্থক হোক্।

পার্ব্বতী। প্রিয়ম্বদা!

প্রিয়ম্বদা। সখি!

পার্ব্বতী। আমাকে নিয়ে চল্।

প্রিয়ম্বদা। শুভদৃষ্টি হবার আগে বর দেখবি কি?

সখি। সখি আর ধৈর্য্য ধরতে পারচেনা।

সুদর্শনা। সবাই কি বলবে!

পার্ব্বতী। আমি যেন তাই বলচি। আমাকে অন্তঃপুরে নিয়ে চল্।

প্রিয়ম্বদা। তাই বল। আমি মনে করেছিলাম ধ্যানের দেবতাকে দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেচ। একি! তুমি কাঁপচ কেন?

সুদর্শনা। পুলক-শিহরণ প্রিয়ম্বদা, পুলক-শিহরণ!

পার্ব্বতী। আমাকে নিয়ে চল প্রিয়ম্বদা।

চিত্রলেখা। চল প্রিয়ম্বদা, নইলে সখী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়বে।

তাঁহারা পার্ব্বতীকে লইয়া প্রস্থান করিল। অন্যদিক দিয়া সঞ্জয় পুরোহিতদের লইয়া প্রবেশ করিল।

সঞ্জয়। আসুন, পরমপূজ্য ব্রাহ্মণগণ! শুভ সময় আসন্ন, যজ্ঞাদির আয়োজনে কোন ত্রুটি আছে কি না দেখুন।

ব্রাহ্মণগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবই দেখিতে লাগিলেন।

পুরোহিত। আয়োজন ত্রুটিশূন্য।

সঞ্জয়। আপনারা উপবেশন করুন।

পুরোহিত। শুভলগ্ন উপস্থিত প্রায, অনুষ্ঠানে রত হও।

ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করিলেন। তুমুল বাদ্যধ্বনি হইল

সঞ্জয়। দেবাদিদেব মহাদেবের আবির্ভাব হয়েচে।

দ্রুত প্রস্থান করিল। অপর দিক দিয়া ব্রহ্মার পশ্চাতে পশ্চাতে নারদ, মহাদেব, নন্দী এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রবেশ করিলেন, গিরিরাজ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন।

গিরিরাজ। পিতামহ ব্রহ্মা, এই আসনে উপবেশন করুন, মহেশ্বর…

মহেশ্বরের হাত ধরিয়া বসাইলেন

দেবর্ষি নারদ। সপ্তর্ষিগণ, আসন পরিগ্রহ করুন।

সপ্তর্ষিগণ আসন গ্রহণ করিলেন।

আপনাদের আশ্রিত গিরিরাজ ধন্য, গিরিরাণী ধন্যা, ধন্যা আমাদের প্রাণাধিকা কন্যা পার্ব্বতী, ধন্য পর্ব্বত প্রদেশে অবস্থিত প্রজাবৃন্দ।

নারদ। আজকের এই অনুষ্ঠান সমগ্র দেবকুলকে ধন্য করবে।

ব্রহ্মা। হোমানল প্রজ্বলিত কর।

নারদ। দেবাদিদেবকে বরাসনে আসীন কর গিরিরাজ।

গিরিরাজ। ইহাগচ্ছ দেব, ইহ তিষ্ঠ।

মহাদেব বরাসনে উপবেশন করিলেন। প্রিয়ম্বদা ও চিত্রলেখা পার্ব্বতীকে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

নারদ। এস মা শঙ্করহৃদিবাসিনী।

তিনি তাহাকে লইয়া কন্যার আসনে উপবেশন করাইলেন। গিরিরাজ কন্যা সম্প্রদানে বসিলেন; বাহিরে তুমুল কোলাহল উঠিল।

সঞ্জয়। গিরিরাজ! গিরিরাজ! সম্প্রদান কার্য্য দ্রুত সম্পন্ন কর। বিবাহে বিঘ্ন উৎপাদন করতে ধেয়ে আসে দুরন্ত তারকাসুর!

ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষিগণ। তারকাসুর!

নারদ। হে শঙ্কর! বিঘ্ন-উৎপাদনকারী এই অমিতবল অসুরকে দণ্ড বিধান কর!

তারকাসুর প্রবেশ করিল।

তারকাসুর। দেবর্ষি আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন প্রজাপতি ব্রহ্মা, গিরিরাজ আশ্বস্ত হোন, বিঘ্ন উৎপাদন করতে তারকাসুর আজ এ বিবাহ সভায় আসেনি! হে শঙ্কর! ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করেচ, শুধু দাসকে উপেক্ষাভরে দূরে ঠেলে রেখেচ কেন? তোমারই আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমারই প্রদত্ত কাজ নিষ্ঠাভরে আমি পালন করে চলিচি, তবুও তুমি প্রসন্ন নও! হে শূলপাণি! আমি জানি, তোমার এই শুভ পরিণয় হতে অঙ্কুরিত হবে আমারই মৃত্যুর বীজ, তবুও, তবুও হে প্রলয়ঙ্কর, পরমশ্রদ্ধাভরে নিজে আমি বয়ে এনেচি উদ্বাহের এই ক্ষুদ্র উপঢৌকন। দাসের নিবেদন গ্রহণ কর।

নতজানু হইয়া মণি-মুক্তাময় অপূর্ব্ব মাল্য ঊর্দ্ধবাহুতে তুলিয়া ধরিলেন। শিব মাথা বাড়াইয়া দিলেন, তারকাসুর তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন।

মহাদেব। চিরঞ্জীব হও বৎস!

দেবর্ষি। আশুতোষ! আশুতোষ! দুরন্ত অসুরে একি বর দিলে তুমি!

তারকাসুর। চিরঞ্জীব হব আমি! চিরঞ্জীব হব আমি! শুনে রাখ দেবর্ষি, শুনে রাখ প্রজাপতি, শুনে রাখ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইষ্টদেব-আশীর্ব্বাদে চিরঞ্জীব হবে অসুর-তারকা।

গিরিরাজ। হে অসুরপতি! গিরিরাজপুরে অভ্যাগত তুমি! আসন গ্রহণ করে আমাকে অনুগৃহীত কর।

তারকাসুর। সে অনুগ্রহ দেবতাদের নিগ্রহ হবে গিরিরাজ, তাই এ বিবাহ সভায় আর আমি অপেক্ষা করব না। ইষ্টদেবের আশীর্ব্বাদে পরিতৃপ্ত আমি, কাম্য আর কিছুই নেই।

বলিয়া তারকাসুর দ্রুত প্রস্থান করিল।

নারদ। অমঙ্গল অপসৃত হল। কন্যা সম্প্রদান করুন গিরিরাজ।

গিরিরাজ সম্প্রদানের মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন।

পুরোহিত। অগ্নি প্রদক্ষিণ কর শঙ্কর।

শঙ্কর ও পার্ব্বতী অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী অগ্নিতে লাজ দিলেন। পুরনারীরা শাঁখ বাজাইল, হুলুধ্বনি দিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথের পাশে বসিয়া মায়া গান গাহিতেছে। সে গান সমগ্র বনানীতে বেদনা ছড়াইয়া দিতেছে। মায়ার গান শুনিয়া একটি প্রৌঢ় কোথা হইতে যেন আসিল, গান শুনিতে লাগিল আর একটু একটু করিয়া মায়ার দিকে অগ্রসর হইল। মায়া তাহাকে দেখিয়া গান থামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গান

শূন্য বুকে ফিরে আয় ফিরে আয় (উমা),
তোরে হারায়ে মাগো ফুরায়েছে সব সুখ
বায়ু বিনা যেমন আয়ু ফুরায়॥
ক্ষীর নবনীর থালা কাছে রাখি
কাঁদি আর তোর নাম ধ'রে ডাকি।
তোরে যে মাগো খুঁজে ফিরে আঁখি প্রতিরূপ প্রতিমায়॥
চাঁদের মুখে তোর চাঁদ মুখ খুঁজি
উমা ব'লে ডাকি, মা ব'লে পূজি
তুই নাকি হয়েছিস জগত জননী, জগৎ ছাড়া কিমা
আমি শুধু হায়!

মায়া। তুমি বিধাতা পুরুষ!

অশোক। তুমি! তুমিই কি মায়া?

মায়া। দ্যাখ নির্দ্দয়, তুমি আমাকে কি করেচ। দাও, দাও, আমার উমাকে ফিরিয়ে দাও বিধাতাপুরুষ!

অশোক। বিধাতাপুরুষ কাকে বলছ তুমি?

মায়া যে আমার উমাকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে তাকে।

অশোক। তার নাম ত উমা নয়।

মায়া। উমা নয়?

অশোক। না তার নাম ছিল অলকা।

মায়া। অলকা!

অশোক। হ্যাঁ!

মায়া। কিন্তু আমি যে বছরের পর বছর উমা উমা বলে তাকে ডেকেচি।

অশোক। পৃথিবীর সব মা যে কন্যাকে উমা বলে ডেকে আজ গর্ব্ব অনুভব করে।

মায়া। আমি উমাকে হারাইনি, অলকাকে হারিয়েচি?

অশোক। মনে করে ত্যাখ।

মায়া। মনে করতে পারিনা, সব গুলিয়ে যায়। কিন্তু তোমার কথা যেন একটু একটু মনে পড়চে।

অশোক। কী মনে পড়চে বলত?

মায়া। মনে পড়চে কোথায় যেন তোমায় দেখিচি।

অশোক। আমাকে ভালো করে ত্যাখ।

মায়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল

মায়া। সে কতদিন আগেকার কথা। যদি ভুল করি, যদি ভুল হয়।

অশোক। ভুল হবে না, ভালো করে ত্যাখ।

হাত দিয়া তাহার মুখ অনুভব করিতে করিতে কহিল :

মায়া। মনে হয় যেন কোথায় মিল আছে, অথচ কোথাও মিল খুঁজে পাইনে। মনে হয় যেন কত পরিচয় ছিল, অথচ একেবারে অপরিচিত। তুমি কে! কে!

অশোক। যৌবনে আমাদের নিবিড় পরিচয় ছিল, আমাদের ঘর আলো করে, কোল আলো করে এল অলকা। তাকে আর তোমাকে তোমার পিতৃগৃহে রেখে আমি বাণিজ্যে চলে গেলাম।

মায়া। তুমি!

অশোক। মহাদুর্যোগের প'র ফিরে এসে শুনলাম, তুমি নেই, অলকা নেই, পৃথিবীতে আমার কিছু নেই!

মায়া। আমার ভুল হয়নি, ভুল হয়নি। বাবা অলকার নাম বদলে রেখেছিলেন উমা!

অশোক। তাই তুমি অলকাকে উমা বলে ডাক?

মায়া। তখনো ডাকতাম, এখনও ডাকি; কিন্তু সাড়া পাই না।

অশোক। তুমি উমা বলেই ডাক, সাড়া পাবে।

মায়া। শুনিচি বিধাতাপুরুষ তাকে নিয়ে গেছেন! দিন দিন করে মাস, মাসের পর মাস বছর, বছরের পর বছর যুগ, যুগ যুগ ধরে বিধাতাপুরুষের সন্ধান করচি।

অশোক। এইবার সন্ধান পাবে।

মায়া। কিন্তু আর যে আমি চলতে পারি না।

অশোক। আমার হাত ধর।

মায়া। তুমি কে, তা না জেনে কেমন করে তোমার হাত ধরব ?

অশোক। সব মনে পল শুধু আমাকেই মনে পল না !

মায়া। আমার মন জুড়ে যে রয়েচে উমা। সেখানে আর কেউ ঠাঁই পায়না, কিছু না।

অশোক। তুমি অসঙ্কোচে আমার হাত ধরতে পার, আমি তোমার স্বামী।

মায়া। তুমি ! তুমি ! তোমার এ বৃদ্ধের রূপ কেন ?

অশোক। যৌবন চলে গেলে মানুষ বৃদ্ধই হয়।

মায়া। যৌবন আমারও ত চলে গেছে।

অশোক। বার্দ্ধক্য তোমারও রূপান্তর এনে দিয়েচে মায়া।

মায়া। দিয়েচে ? কতদিন দর্পণে নিজের মুখ দেখিনি !

অশোক। আজ তার প্রয়োজন নেই। আজ দুজনারই কাম্য উমার মুখ দর্শন।

মায়া। কিন্তু উমা কোথায় ? কোথায় আমার উমা ?

অশোক। চল যতক্ষণ শক্তি থাকে, খুঁজে দেখি আমাদের উমা অলকা কোথায় ?

মায়া। কোথায় রইল আমাদের ঘর, আমাদের সুখের সংসার !

বৃদ্ধ। পিছন পানে চেয়োনা, অতীতের কথা ভেবোনা, আমাদের মায়ের নাম মুখে নিয়ে এগিয়ে চল, দেখা তার অবশ্যই পাব।

মায়া অশোকের হাত ধরিল। অশোক মহাদেবীর স্তুতিগান ধরিল, মায়া তাহাতে যোগ দিল, ধীরে ধীরে তাহারা বনপথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

তৃতীয় দৃশ্য

অসুর কারাগার। দেবতাগণ শৃঙ্খলাবদ্ধই রহিয়াছেন। অসুর রক্ষীরা অন্যান্য বন্দীদের পীড়ন করিতেছে। কাহাকেও পীড়ন-চক্রে ফেলিয়া পীড়ন করিতেছে, কাহাকেও লৌহকীলক প্রোথিত যন্ত্রে পিষিয়া ফেলিতেছে, কাহাকেও কশাঘাত করিতেছে। যবনিকা উঠিবার পূর্ব্বে সমবেত কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা যাইবে।

চক্রে-পীড়িত ব্যক্তি। দয়া কর, দয়া কর, আমার অস্থি-গ্রন্থি ছিঁড়ে যাচ্ছে!

রক্ষী। ছিঁড়ে যাচ্ছে!

চক্রে-পীড়িত ব্যক্তি। আমি আর সইতে পারচিনে। আঃ! আঃ!

রক্ষী। দেবতারা রক্ষা করতে পারচেন না, দ্বিজরা?

চক্রে-পীড়িত-ব্যক্তি। ভগবানকে ডাকচি, তিনিও পারচেন না। আঃ! আঃ!

কীলকযন্ত্রে স্থাপিত ব্যক্তি। রক্ষে কর! রক্ষে কর! লৌহ-কীলক আমার বুকে বিদ্ধ হবে।

কীলকযন্ত্র তাহার বক্ষ স্পর্শ করিল।

আ-আ-আ!

সূর্য্য। দেবরাজ, এ নরকের দৃশ্য যে আর দেখতে পারিনা।

ইন্দ্র। পাপের মাত্রা পরিপূর্ণ না হলে দুষ্ট অসুর ধ্বংস হবে না।

চন্দ্র। অনশনে অনাহারে নিশিদিন এই বীভৎস দৃশ্য দেখে দেখে মনে হয় স্বর্গ বুঝিবা কল্পনা, নরকই বাস্তব!

বায়ু। সত্য চন্দ্রদেব, মনে হয় দেবত্ব আমাদের ঘুচে গেছে, আমরা নরকের কীট!

কশাহতব্যক্তি। আমাকে একেবারে মেরে ফেল! একেবারে মেরে ফেল!

সকলের কাতরোক্তিতে কারাগার কাঁপিয়া উঠিল। সদ্যস্নাতা পট্টবাস-পরিহিতা অলকা স্বর্ণথালা হাতে লইয়া প্রবেশ করিল, পশ্চাতে ভৃঙ্গার হস্তে সুরললনারা। অলকা স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অলকা। বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন আসিয়া দাঁড়াইল।

রক্ষীদের পীড়নে নিবৃত্ত কর।

বিকটদর্শন। নিবৃত্ত হও। পীড়ন স্থগিত রাখ।

পীড়ণকারীরা সরিয়া আসিল।

অলকা। ওদের স্থান ত্যাগ করতে বল।

'বিকটদর্শনের ইঙ্গিতে তাহারা প্রস্থান করিল।

বিকটদর্শন। আমার আর কোন কর্ত্তব্য আছে?

অলকা। তুমিও যেতে পার।

বিকটদর্শন চলিয়া গেল।

পূজনীয় দেবগণ! আপনাদের অনশন ব্রত ভঙ্গের সময় উপস্থিত। পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত। আপনারা আহার্য্য গ্রহণ করতে পারেন।

ইন্দ্র। তুমি কে মা এই অসুরকারায় সুরগণকে সেবা দিয়ে প্রীত করচ ?

অলকা। দেবার মত পরিচয় আমার কিছুই নাই দেবরাজ। পূর্ব্ব জন্মের কোন সুকৃতির ফলে হয়ত এই সৌভাগ্য আমি অর্জ্জন করিচি। পূতোদকে অগ্রে আপনারা আচমন করুন। দেবি, আচমনের জল দাও।

একজন সুর-ললনা এক এক করিয়া দেবতাদের হস্তে আচমন করিবার জন্য জল দিতে লাগিল। অলকা তাহার হাতের থালা হইতে এক একখানা রেকাবী তুলিয়া এক একজনের হাতে দিল।

যজ্ঞচরু দেবগণ! আপনাদের ভোগের জন্যই নিষ্ঠাবান পুরোহিতের সাহায্যে এই যজ্ঞ-চরু প্রস্তুত হয়েচে।

সূর্য্য। এই অসুরপুরীতে যজ্ঞানুষ্ঠান কে করে মা ?

অলকা। আমি!

সূর্য্য। নারী যজ্ঞে অধিকারিণী নয়।

অলকা। নারায়ণ নিজে অধিকার দিয়েচেন, তপন দেব।

সূর্য্য। প্রমাণ!

অলকা। প্রমাণ! প্রমাণ যে দিতে হবে, এ কথা ত তখন মনে হয়নি!

সূর্য্য। এ যে অসুরের ষড়যন্ত্র নয়, তা কেমন করে জানব ?

অলকা। অসুরের ষড়যন্ত্র! হে সুরবৃন্দ, সামান্য নারী আমি। নারায়ণের নির্দ্দেশে ভক্তিভরে আপনাদের হাতে যা তুলে দিয়েচি, মিথ্যা সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করবেন না।

ইন্দ্র। শুদ্ধাচারিণী এই বালিকার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে অবিচার কোরোনা তপন দেব।

সূর্য্য। নিঃসন্দেহে এই যজ্ঞচরু আমরা গ্রহণ করতে পারি দেবরাজ ?

ইন্দ্র। অবশ্যই পার।

তারকাসুর প্রবেশ করিয়া কহিল :

তারকাসুর। অবশ্যই পারেন দেবগণ। দীর্ঘকাল আপনারা স্বেচ্ছায় অনশন অবলম্বন করেচেন, আজ ক্ষুধার তাড়নায় অসুর যুবজনের আনন্দদায়িনী স্বৈরাচারিণী এই অলকা-প্রদত্ত আহার্য্য আপনারা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারেন !

ইন্দ্র। অলকা স্বৈরাচারিণী !

তারকাসুর। স্বেচ্ছা মত অসুর যুবকদের কামনা উনি নিত্য পূর্ণ করেন।

দেবতারা চরুর থালি ফেলিয়া দিলেন।

সূর্য্য। রে ভ্রষ্টা নারী !

অলকা দৌড়াইয়া তপনদেবের কাছে যাইতে যাইতে কহিল :

অলকা। দেবতা, দেবতা, দয়া কর, অভিশাপ দিয়োনা।

সূর্য্য। অসুরের ইঙ্গিতে দেবতাদের সঙ্গে এই নিদারুণ পরিহাস…

অলকা। না, না, না। অসুর-বাক্যে বিশ্বাস করে অবিচার কোরোনা দেবতা ! আমি অলকা, কোন পাপ আমাকে স্পর্শ করেনি, বাসনা কখনো আমাকে বিচলিত করেনি।

ইন্দ্র। হে তপন, সন্তপ্ত দেবতাকুল আমরা ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে নিষ্পাপ বালিকার প্রতি অবিচার করবার অপরাধে অপরাধী। মাগো, ক্ষুধিত সন্তানদের জন্য পরম স্নেহভরে যে যজ্ঞচরু তুমি নিয়ে এসেছিলে, মুহূর্ত্তের ভ্রান্তির বশে আমরা তা ফেলে দিয়ে অন্যায় করিচি। ওই যজ্ঞচরু আর আমরা গ্রহণ করতে পারব না, কিন্তু তোমার স্নেহপীযূস আমাদের সঞ্জীবিত রাখবে।

অলকা। দেবরাজ! ভাগ্যহীনা আমি, তাই যজ্ঞভাগ দেবভোগে লাগল না।

তারকাসুর। দুঃখ কি অলকা, ভোগের জন্য ক্ষুধাতুর তারকাসুর ত সম্মুখেই রয়েচে।

অলকা। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্ষুধিত দেবকুলের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে তোমার কি লাভ হোলো, অসুররাজ!

তারকাসুর। লাভ? লাভ দেবতা-পীড়ন।

অলকা। অকারণে এ পীড়ন কেন অসুররাজ?

তারকাসুর। অকারণে! যুগ যুগ ধরে সুরকুল অসুরদের বঞ্চিত রেখেচে তাদের প্রাপ্য থেকে, যুগ যুগ ধরে উপক্রুত অসুর দেবতাদের প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেচে আর যুগ যুগ ধরে দেবকুল অসুর শক্তিকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েচে। আজ অতীতের বর্ত্তমানের সকল অসুর-আত্মা তারকাসুরের ভিতর দিয়ে প্রতিকার কামনা করচে, মুখর করে তুলেচে তাদের প্রতিবাদ, তাই দেবকুল তারকাসুরের বন্দী, তাই তাদের নিত্য নির্য্যাতন।

দেবরাজ। সুরকুল কখনো কারু অধিকার হরণ করেনি অসুরপতি।

তারকাসুর। করেনি!

দেবরাজ। না।

তারকাসুর। সমুদ্রমন্থনের কথা মনে পড়ে? মনে পড়ে দেবতাদের হীন ষড়যন্ত্র! বিষে জর্জ্জরিত অসুরকুলের শক্তিতে অর্জ্জিত অমৃত দেবগণ ছলে আত্মসাৎ করে কোন সুবিচারের পরিচয় দিয়েছিল দেবরাজ? সে অমৃতে কি অসুরের অধিকার ছিলনা? বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন প্রবেশ করিল

বিকটদর্শন। কি আদেশ প্রভু?

তারকাসুর। আদেশ নয়, অভিযোগ। অসুরকারায় এ নীরবতা কেন? পীড়নের আর্ত্তনাদ নাই কেন আজ?

বিকটদর্শন। বিশালবাহু রক্ষীদের আহ্বান কর।

অলকা। না, না, অসুররাজ। আর পীড়ন নয়। দেবকুল অনশনে ক্লিষ্ট, চোখের সম্মুখে অপরের পীড়ন দেখে ওঁরা আরো কষ্ট পাবেন।

তারকাসুর। পীড়ণ চাই! পীড়ণ চাই! পীড়নের আর্ত্তনাদ দিয়ে আমি ডুবিয়ে দিতে চাই পার্ব্বতী মহেশ্বরের বিবাহের বাদ্যধ্বনি। আমি যে অনুক্ষণ তা শুন্তে পাচ্ছি!

রক্ষীরা ছুটিয়া আসিল।

শুধু এই বন্দীশালায় নয়, সমগ্র পৃথিবীতে আমি অত্যাচারের আগুন জ্বেলে তুলব, আর্ত্ত প্রাণী যাতে নিশিদিন আর্ত্তনাদ করে!

অলকা। অসুররাজ তুমি অসুস্থ!

তারকাসুর। হাঁ, হাঁ, অসুস্থ, অপ্রকৃতস্থ।

ইন্দ্র। অসুরপতি!

তারকাসুর। বলুন সুরপতি! দীর্ঘকাল আপনার মধুর-ভাষণে আমি প্রীতি হইনি।

ইন্দ্র। দীর্ঘকাল তোমার এই কারাগারে আমরা বন্দী রয়েচি, সব অত্যাচার, সব লাঞ্ছনা, নীরবে সয়েচি; কখনো কোন আবেদন জানাইনি। আজ···

তারকাসুর। আজ আর আবেদন জানিয়ে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করবেন না।

ইন্দ্র। সামান্য আবেদন। সাধারণ দুষ্কৃতদের সঙ্গে একত্র থাকবার পীড়া থেকে আমাদের তুমি অব্যাহতি দাও।

তারকাসুর। তোমাদের আর এদের দুষ্কৃতির মাঝে পার্থক্য কোথায় দেবরাজ?

অলকা। পার্থক্য নেই!

তারকাসুর। না অলকা পার্থক্য নেই। দেখবে? বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন। প্রভু!

তারকাসুর। পীড়ণ-যন্ত্রে স্থাপিত ওই অপরাধীর অপরাধ?

বিকটদর্শন। পরস্ত্রী ধর্ষণ প্রভু।

তারকাসুর। গুরু অপরাধ! না অলকা?

অলকা। হাঁ, শাস্তি ওর অবশ্য প্রাপ্য।

তারকাসুর। কিন্তু ওর চেয়ে গুরুতর অপরাধে যদি কেউ অপরাধী হয়, গুরুতর শাস্তি কি তার প্রাপ্য নয়? দেবরাজ কি বলেন?

দেবরাজ মাথা নত করিলেন।

দেবরাজ লজ্জায় মাথা নত করলেন, অপর দেবতাবৃন্দের ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন হাসি। কেন বলত অলকা ?

অলকা। কেন অসুররাজ ?

তারকাসুর। কারণ, সুরপতি ইন্দ্র নিজে গুরুপত্নীর উপর উপদ্রব করেছিলেন।

অলকা। উঃ!

দুইহাতে মুখ ঢাকিল

তারকাসুর। ব্যথা পেলে ? বেশী ব্যথা যাতে না পাও তারই জন্যে শুধু 'উপদ্রব' শব্দটি ব্যবহার করিচি। অপরাধ আরো গুরুতর। বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন। প্রভু!

তারকাসুর। কীলকযন্ত্রে আবদ্ধ এই অপরাধীর অপরাধ।

বিকটদর্শন। প্রভু, সমগ্র একটি পরিবারকে অনলে দগ্ধ করে তাদের সর্ব্বস্ব ও হরণ করেচে।

তারকাসুর। মাত্র একটি পরিবারকে অনলে দগ্ধ করেচে! অগ্নিদেব, বলতে পার শুধু তোমার বিক্রম প্রকাশ করবার জন্য সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত কত পরিবার, কত জাতি, কত প্রাণী তুমি হাসতে হাসতে ধ্বংস করেচ ?

অগ্নির নিকট হইতে অলকার কাছে আসিয়া কহিল :

চেয়ে দ্যাখ অলকা, সে অপরাধ স্মরণ করে অগ্নিদেব লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেচেন। অসাধারণ ওদের অপরাধ, তাই সাধারণ দুষ্কৃতদের সঙ্গে একত্রবাস ওদের মর্য্যাদা হানি করে।

বিশালবাহুর কাছে গিয়া কহিল :

কশাহত এই ব্যক্তির অপরাধ বিশালবাহু ?

বিশালবাহু। ওরই প্ররোচনায় বিবাহিতা এক যুবতী নিশীথরাত্রে পতির শয্যাত্যাগ করে চলে যায়।

তারকাসুর। চন্দ্রদেব! তোমার চিত্তবিভ্রমকারী যাদু দিয়ে কত যুবতীকে তুমি ঘরের বাইরে টেনে নিয়েচ বলত ?

অলকার কাছে আসিয়া

অলকা! মৌন থেকেও চন্দ্রদেব তার দুষ্কৃতি লুকিয়ে রাখতে পারবেন না, কেন না বহু চেষ্টা করেও উনি কলঙ্কের কালো কালো দাগগুলি ওঁর মুখ থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

অলকা। তুমি যে দৃষ্টি দিয়ে এঁদের দেখচ, যে বুদ্ধি দিয়ে এদের বিচার করচ, সেই দৃষ্টি বুদ্ধি শুদ্ধ নয়।

তারকাসুর। তাই দেবতাদের কুকীর্ত্তিকে আধ্যাত্মিক লীলা বলে আমি মেনে নিতে পারি না। তুমি পার, তাই যজ্ঞ-চরু ওদেরই মুখে দাও আর আমার মত অসুরকে রাখ উপবাসী! রাখ, রাখ। কিন্তু একটি কথা স্থির জেনো অলকা, যে বাসনা তুমি আমার অন্তরে জাগিয়েচ, তার কণামাত্র যদি ওই দেবতাদের অন্তরে জাগ্রত হত, তাহলে এতদিন তোমার দেহ, তোমার মন ওরা অকলঙ্কিত থাকতে দিত না!

অন্যদিকে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া কহিল :

তারকাসুর অমিতাচারী! তারকাসুর উপদ্রবকারী! তারকাসুর স্বর্গকে নরকে পরিণত করতে চায়! সবই সত্য কথা। কিন্তু তুমিত জান

অলকা, এই অত্যাচারে, এই উপদ্রবে, এই নির্ম্মম পীড়নে আমার শান্তি নাই। কতদিন নিজ মুখে সে-কথা তোমাকে বলিচি।

অলকা। আমিও কতদিন তোমাকে বলিচি অসুররাজ, শান্তি অশান্তের প্রাপ্য নয়।

তারকাসুর। বলেচ। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেচ, ওই দেবকুল ভেবে দেখেচে কেন আমি অশান্ত, কেন আমি শক্তিধর, কেন আমার শৌর্য্য পরাভব বিহীন?

অলকা। কেন অসুররাজ, কেন?

তারকাসুর। তারও কারণ সুরকুলের স্বার্থবোধ। ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত ওই দেবকুল বিলাসে বর্দ্ধিত হয়ে, ব্যাভিচারে মত্ত হয়ে, ত্রিলোকের অপ্রতিহত আধিপত্য লাভ করে দিন দিন শৌর্য্যহীন হয়ে পড়ছিল। ব্রহ্মা ওদের পতন রোধ করতে পারেন নি, বিষ্ণু ওদের পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাননি, ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বরও ওদের চৈতন্য দিতে অসমর্থ হয়ে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েচেন। নইলে এত শক্তি আমি কোথায় পেলাম যে সমগ্র সুরকুল আমার বশ্যতা মেনে নিল।

অলকা নীরব রহিল। তারকাসুর সকলের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার কহিল:

আজ ত্রিলোক মুখর আমার নিন্দায়! তুমি অলকা, তুমিও ঘৃণায় মুখ ফেরাও, কিন্তু আমি জানি আমি। রক্ততৃষাতুর পশু নই, আমি দুষ্কৃতদমনকারী, আমি দেবতাদের শাস্তা, আমি তাদের দণ্ডবিধাতা, ধ্বংসোন্মুখ দেবকুলের আমি মায়াহীন স্বার্থবিহীন পরিত্রাতা!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তারকাসুরের দুর্গের বাহিরের দৃশ্য। অন্ধকারে চারিদিক আবৃত। বিকটদর্শন ও তারকাসুর প্রবেশ করিল।

তারকাসুর। প্রতি নিশীথে!

বিকটদর্শন। আমি নিজে দেখিচি, প্রভু।

তারকাসুর। শত্রুর সঙ্গে আলোক-লেখায় আলাপ করে?

বিকটদর্শন। একটু অপেক্ষা করলে প্রভু নিজচক্ষে দেখতে পাবেন।

তারকাসুর। কে একাজ করে? অগ্নি? সূর্য্য? চন্দ্র?

বিকটদর্শন। যারা দেখেচে, তারা সকলেই বলে স্ত্রী-মূর্ত্তি!

তারকাসুর। স্ত্রী-মূর্ত্তি!

বিকটদর্শন। হ্যাঁ, প্রভু।

তারকাসুর। অলকা?

বিকটদর্শন। তাদের তাই সন্দেহ প্রভু।

তারকাসুর। না, না, অলকা নয়, অলকা হতে পারে না।

দামামা বাজিল।

বিকটদর্শন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ। এইবার দেখা দেবে। প্রভু, গবাক্ষে ওই আলো!

দুর্গের একটি গবাক্ষে আলো দেখা দিল। সেই আলো ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইল। একটি অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্ত্তি দেখা দিল।

তারকাসুর। বিকটদর্শন! বিকটদর্শন! অলকা নয়! অশরীরী ওই মূর্ত্তি!

বিকটদর্শন। অশরীরী!

তারকাসুর। যুগ যুগ অসুরপুরীতে ওই মূর্ত্তি ঘুরে বেড়ায়। পিতামহ বলেচেন তাঁরও পিতামহ প্রতি নিশিতে ওই মূর্ত্তি দেখতে পেতেন; পিতামহ দেখেচেন, পিতা দেখেচেন, আমি দেখেচি। কিন্তু আলোক-লেখায় কাকে ও সঙ্কেতে কথা বলে!

বিকটদর্শন। ওই ওর সঙ্কেত!

নারী জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া শূন্যে একটি প্রদীপ দোলাইতে লাগিল।

তারকাসুর। আলোক-লেখায় কোন বাণী প্রেরণ করে?

বিকটদর্শন। প্রভু রহস্য ঘনীভূত। পদশব্দ শুনতে পাই।

তারকাসুর। মৌন রহ বিকটদর্শন!

তাহারা এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হইল। দুটি লোক পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা জানালার নীচে আসিয়া

বসিল। সেইখান হইতে তাহাদের একজন জানালায় আলো ফেলিল, জানালার আলো নিভিল ; একবার জানালার আলো, আর একবার নীচের আলো বার বার জ্বলিতে নিভিতে লাগিল।

আলাপের অদ্ভুত রীতি

তাহারাও অগ্রসর হইল।

রে নিশাচরদ্বয় !

বলিতে বলিতে তাহাদের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কার আদেশে গুপ্তবিদ্যাবলে অসুরপুরীর সংবাদ সংগ্রহ করিস তোরা ?

তারকাসুরের দুই মুষ্টিতে দুইটি লোক। বিশালবাহু ভেরী বাজাইল, দুর্গের গবাক্ষে গবাক্ষে প্রাকার শীর্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল, শস্ত্রপাণি সৈনিকদের দেখা গেল। বিকটদর্শন ও দুচারজন সৈনিক ছুটিয়া আসিল।

বন্দী। গুপ্তচর নই অসুরপতি !

তারকাসুর। তবে ?

বন্দী। প্রভুর আদেশে অসুরকুললক্ষ্মীকে বার্ত্তা জানাতে এসেছিলাম।

তারকাসুর। কে তোদের প্রভু ?

বন্দী। আমাদের প্রভু কার্ত্তিকেয় !

তারকাসুর। কার্ত্তিকেয় !

অলকা। অসুররাজ! অসুররাজ!

তারকাসুর। কে, অলকা! অলকা!

অলকা ছুটিয়া প্রবেশ করিল ঃ

অলকা। অসুররাজ! দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে অগণ্য দেবসৈন্য?

তারকাসুর। দেবসৈন্য!

অলকা। অগণ্য! পুরোভাগে কুমার কার্ত্তিক!

তারকাসুর। স্পর্দ্ধা কুমারের অসুরপুরী করে আক্রমণ!

দুন্দুভি বাজিল

অলকা। ওই তাদের দুন্দুভি অসুররাজ!

তারকাসুর। নৈশরণে দেবগণ বীরত্বের পরিচয় দিতে চায়। তারকাসুর সে পরিচয় নেবে অলকা।

অলকা। আরো কথা আছে অসুররাজ!

তারকাসুর। বল!

অলকা। দেবসেনা আগমনের পূর্ব্বে নিদ্রাহীন আমি দ্বিতল-গবাক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় আমি দেখতে পেলাম দুর্গের সোপানশ্রেণী বয়ে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে অবতরণ করতে লাগলেন,…

তারকাসুর। তারপর, তারপর অলকা?

অলকা। তারপর রাজপথ বয়ে নদী-তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তারকাসুর। অসুরকুললক্ষ্মী।

অলকা। অসুরকুললক্ষ্মী!

তারকাসুর। হ্যাঁ। নদী জলে নেমে গেলেন অসুরকুললক্ষ্মী, অলকা ?

অলকা। না, না, অসুররাজ! স্বর্গ থেকে আলোর ঝর্ণাধারা নেমে এল, নারীমূর্ত্তি সেই আলোয় মিলিয়ে গেল!

তারকাসুর। দেবতাদের ষড়যন্ত্র অলকা! ষড়যন্ত্র করে অসুরকুললক্ষ্মীকে তাঁরা কেড়ে নিয়ে গেল! আমিও প্রতিজ্ঞা করচি বৈকুণ্ঠ অধিকার করে নারায়ণ-অঙ্কে শায়িতা লক্ষ্মীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক এই অসুরপুরীতে আমি নিয়ে আসব।

আবার দেবসৈন্যের দুন্দুভি বাজিল।

দূরে! বহুদূরে ওই দেবসৈন্যের দুন্দুভিনিনাদ, জাগ্রত অসুরকুল! প্রহরণ প্রস্তুত! বিকটদর্শন! আমার অনুসরণ কর।

তারকাসুর প্রস্থান করিলেন।

বিকটদর্শন। বন্দী এই অনুচরদ্বয়ের প্রতি প্রভুর আদেশ ?

অলকা। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও ওদের। অসুররাজ বিপন্ন, তাঁর অনুসরণ কর।

বিকটদর্শন। বিপন্ন অসুররাজ!

অলকা। অনুসরণ কর, বিকটদর্শন।

বিকটদর্শন ছুটিয়া গেল।

অলকা। যাও! এই অবসর! কুমার কার্ত্তিকেয়কে বল, আক্রমণের এই অবসর!

বন্দী। তিনি জানতে চেয়েচেন তুমি কে!

অলকা। বোলো তাঁরে আমি তাঁর বন্দিনী মা। মুক্তি কামনায় প্রতিদিন আহ্বান জানাই। যাও, যাও, আর বিলম্ব কোরোনা!

তারকাসুর প্রবেশ করিল।

তারকাসুর। না, না, না, যাবার অবসর ওদের আমি দোব না, অলকা।

বাহু বাড়াইয়া তাহাদিগকে ধরিল।

বিকটদর্শন, বন্দীদ্বয়ে নিয়ে যাও। তৈল-কটাহে নিক্ষেপ কর।

বিকটদর্শনের হাতে ছাড়িয়া দিল, বিকটদর্শন তাহাদিগকে লইয়া গেল।

তারপর কার্ত্তিকেয়র বন্দিনী মা? অসুর আশ্রয়ে বাস করে, অসুরকুলের, অসুররাজের প্রীতি অর্জ্জন করে শত্রুকে গোপনে সংবাদ পাঠাবার আদেশ কি তোমার অন্তর-দেবতার কাছেই পেয়েচ?

অলকা। তাই যদি পেয়ে থাকি অসুররাজ!

তারকাসুর। তাহলে বুঝব যেমন নীচ তুমি, তেমন নীচ তোমার অন্তর-দেবতা।

অলকা নীরবে মাথা নত করিয়া রহিল।

হায় নারি, অসুরের উদারতার, অসুরের আতিথেয়তার, অসুরের ক্ষমাশীলতার এই প্রতিদান তুমি দিলে! তারকাসুর যে-কোন সময়ে বলাৎকারে তোমাকে অস্পৃশ্যা করে রাখতে পারত, লালসায় উন্মত্ত অনুচরদের মাঝে তোমাকে ফেলে দিতে পারত যারা জনে জনে কাড়াকাড়ি করে তোমায় পরম আনন্দে উপভোগ করত। তারকাসুর তা করেনি

কারণ তারকাসুর তোমাকে একদিন ভালো বেসেছিল ; ভালো বেসেছিল বলেই সে তোমাকে সকলের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে, সকলের উর্দ্ধে স্থান দিয়ে, সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী করে রেখেছিল। সেই তুমি তারকাসুরের দুর্গে দাঁড়িয়ে আলোক-লেখায় শত্রুকে দাও অসুরপুরীর সন্ধান !

অলকা। তুমি অসুররাজ, সৃষ্টির অনিয়ম তুমি, তোমাকে সংহার করবার জন্য কোন নীতিই অলঙ্ঘ্য নয়। তাইত দেবকুলের এই নৈশ-রণ, তাইত তোমার আতিথেয়তার পুরস্কার আমার এই কৃতঘ্নতা !

তারকাসুর। চমৎকার যুক্তি তোমার ! চমৎকার উক্তি তোমার ! আবরণহীন নীচতার প্রকাশ ! কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল অলকা ? কুমার কার্ত্তিকেয় তোমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসে থাকতেন না। তারকা নিধনের জন্য তাঁর জন্ম, তারকানিধনের জন্য দেবকুল তার অস্ত্রে দিয়েচেন অমোঘ শক্তি, তারকানিধন তাঁর নিয়তি। সে নিজে আসত। তুমি কেন দিলে এই হীন পরিচয়, কেন ভেঙে দিলে বিশ্বাস আমার, দিলে এই নির্ম্মম আঘাত !

অলকা। অসুররাজ !

তারকাসুর। জান, বিশ্বাসহন্ত্রীর শাস্তি কি ?

অলকার দুইহাত চাপিয়া ধরিল।

অলকা। তুমি আমাকে সেই শাস্তি দাও অসুররাজ।

তারকাসুর। শাস্তি ! শাস্তি জীবন্তে অনলদহন !

অলকা। আমাকে অনলেই দগ্ধ কর অসুররাজ।

তারকাসুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনলেই তোমাকে দগ্ধ করব।

অলকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল :

না, না, না। এই দেহ একদিন কামনা জাগিয়েছিল, এই চোখের কটাক্ষ একদিন মনে বুনে দিয়েছিল মোহজাল, এই অধর একদিন ধ্যানের বিষয় হয়ে উঠেছিল, তবুও পবিত্র জেনে আমি তা ভোগ করিনি, কাউকে ভোগ করতে দিইনি। আজ অগ্নিতে সে দেহ বিসর্জ্জন দিতে পারব না অলকা। তুমি যাও। যাও।

তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিল, অলকা মাটিতে পড়িয়া গেল।

যাও গোপন-চারিণী, বন্ধুত্বের অবমানাকারিণী নারী; যাও ফিরে সুরলোকে কৃতঘ্নতার কলঙ্ক-পসরা বহন করে; দেবগণ তোমায় স্পর্শ করবে না, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব তোমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে, মানব করবে অশ্রদ্ধা; একা, অসহায়া তুমি দারুণ অনুশোচনা নিয়ে ত্রিলোকময় কেঁদে কেঁদে ফিরবে—

তারকাসুর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

অলকা। অসুররাজ! অসুররাজ!

তারকা ফিরিয়া আসিল।

তারকাসুর। তখনো, তখনো, অলকা, তখনো নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, পাষাণসম এই তারকাসুর তোমারি স্মৃতি বুকে নিয়ে অশ্রুপাত করবে।

তারকা প্রস্থান করিল। অলকা তেমনই পড়িয়া রহিল। কার্ত্তিকের দুইজন অনুচর লইয়া প্রবেশ করিল।

কার্ত্তিক। কে! কে তুমি শায়িত এখানে?

অলকা। কে! জ্যোতির্ম্ময় কে তুমি লাঞ্ছনার চরম মুহূর্ত্তে আমার সাম্নে এসে দাঁড়ালে।

কার্ত্তিক। ওঠ মাতা, আমি কুমার কার্ত্তিক!

অলকা। কার্ত্তিকেয়! পার্ব্বতী-নন্দন! দেখি, ভালো করে চোখ ভরে চেয়ে দেখি তোমায়।

কার্ত্তিক। পরিচয় তোমার মাতা?

অলকা। যক্ষনারী অলকা। আলোক-লেখায় প্রতি নিশীথে…

কার্ত্তিক। আহ্বান জানাতে তুমি?

অলকা। হাঁ, বন্দী দেব-কুলের মুক্তি-কামনায়।

কার্ত্তিক। মাগো, জননীর মুখে শুনিচি আমি, তুমি তাঁরই শক্তিরূপিণী।

অলকা। জগজ্জননীর মুখে শুনেচ তুমি, আমি তাঁর শক্তিস্বরূপিণী?

কার্ত্তিক। তাই শুনিচি মাতা।

অলকা। শোন নাই আমি বিশ্বাসহন্ত্রী?

কার্ত্তিক। শুনি নাই মাতা।

অলকা। শোন নাই আমি কৃতঘ্না, কলঙ্কিনী?

কার্ত্তিক। শুনি নাই মাতা।

অলকা। শুনিবে অসুরপুরে।

কার্ত্তিক। কেন এই গ্লানি মাতা। দেবতা-নির্দ্দেশে, দেবকার্য্যে যদি কোন মিথ্যা আচরণ তুমি করে থাক ··

অলকা। তারও শাস্তি আমায় নিতে হবে, না পুত্র? আমি ভীত নই তায়। শাস্তির কঠোরতায়, নির্ম্মমতায়, বক্ষপঞ্জর মোর যদি চূর্ণ হয়, তবুও জানিব পুত্র, ইষ্টদেব আদেশ করিচি পালন! পাপ জানিনি, পুণ্য জানিনি, বিচার করিনি নিজ লাভালাভ; জ্ঞান বুদ্ধি মন করি সমর্পণ, সাধিয়াছি শুধু কর্ত্তব্য আমার।

কার্ত্তিক। মাগো, আসবার সময় জননী আমার কহিলেন মোরে, অসুরপুরে আর এক মা তোর রয়েচে দাঁড়ায়ে নিয়ে জয়-কামনা বুকে। ভাগ্যবান আমি, তাই আদিতেই পেলাম দর্শন তোমার। বল মাতা, কোথায় তারকাসুর?

অলকা। তারকাসুর জাগ্রত, জাগ্রত অসুর-পুরী, সশস্ত্র অসুরগণ দুর্গমাঝে নিশি জাগে। আমি শুধু শুনিয়েচি তাদের পশ্চিম সীমান্তে দেব-সৈন্য সমবেত।

কার্ত্তিক। মিথ্যা নয় তাহা। ওই শোন দুন্দুভি তাদের।

অলকা। নৈশ-আক্রমণে সংক্ষুব্ধ অসুর পরম ক্রোধ ভরে দুর্গের পশ্চিমদ্বারে করে অবস্থান।

কার্ত্তিক। এই দিক হতে এই মুহূর্ত্তে যদি মোরা করি আক্রমণ?

অলকা। দীর্ঘকাল অসুরগণ দুর্গ রক্ষায় হবেনা সক্ষম।

কার্ত্তিক। অরিন্দম, কাল-বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। এস মাতা সন্তান-শিবিরে।

কার্ত্তিকেয় তাহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

অরিন্দম। কুমার!

কার্ত্তিক। দ্বিতীয় আদেশ অপ্রয়োজনীয় অরিন্দম! করহ সঙ্কেত, দুর্দ্ধর্ষ দেব-সেনানী অবরোধ করুক অসুর-দুর্গ। আমি নিজে এসে দিব ঘোর রণ। এস, মাতা।

অরিন্দম ভেরী বাজাইলেন

সৈনিকবৃন্দ (নেপথ্যে)। জয় শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর, জয় শঙ্কর হে!

দেবসৈন্যেরা ছুটিয়া আসিল। দুর্গপ্রকারে আলো জ্বলিয়া উঠিল

তারকাসুর (দুর্গপ্রাকার)। রে তস্কর দেবগণ! নিশীথে দুর্গ আক্রমণের প্রতিফল কর রে গ্রহণ। সৈন্যগণ! দুর্গপাদমূলে সমবেত দেব-সৈন্য শিরে তপ্ত-তৈল কর বরিষণ!

অরিন্দম। দেব-সৈন্যগণ! কুমার কার্ত্তিকেয় নায়ক মোদের, শূলপাণি স্বয়ং রক্ষক, কর দুর্গ আক্রমণ।

দেব-সৈন্যগণ। জয় শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর, জয় শঙ্কর হে!

দুর্গশিবির হইতে অসুরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহ হইতে তরল অগ্নিবৎ তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিতে লাগিল, কাড়া নাকাড়া বাজিয়া উঠিল, দুর্গ, প্রাকার, প্রান্তর অগ্নিশিখায় লাল হইয়া উঠিল। কার্ত্তিকেয় প্রবেশ করিলেন

কার্ত্তিক। অরিন্দম! অরিন্দম! কর ভীম আক্রমণ!

অরিন্দম। কুমার! কুমার! উন্মত্ত অসুর করে তপ্ত-তৈল বরিষণ।

কার্ত্তিক। দূর হতে শর-সন্ধানে তৈলিকের শিরশ্ছেদ কর।

দেবগণ। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

তারকাসুর (দুর্গপ্রাকার)। আমিও বলি জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর। শঙ্কর আরাধ্য আমার। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

অসুর সৈন্যগণ (দুর্গাভ্যন্তর হইতে)। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

কার্ত্তিক। রে অসুর! নিজপাপে ধ্বংস কর সমগ্র অসুরপুরী?

তারকাসুর। তুমি বুঝি সুর-সেনাপতি কার্ত্তিক! বাখানি বীরত্ব তোমার! নৈশরণের এই কাপুরুষোচিত কুকীর্ত্তি চিরদিন কার্ত্তিকের দুর্নাম রটাবে। হান বাণ অসুরবৃন্দ! কর প্রস্তর বরিষণ!

অরিন্দম। কুমার! কুমার! শর, শেল, প্রস্তর-আয়ুধে নাশে অরি দেব-সৈন্যগণে। প্রত্যাবর্ত্তন আশু প্রয়োজন!

কার্ত্তিক। প্রত্যাবর্ত্তন!

অরিন্দম। নইলে নৈশ এই আক্রমণে নিশ্চিত বিনাশ।

কার্ত্তিক। কর তবে পার্শ্ব আক্রমণ!

তারকাসুর। রে কার্ত্তিক! কর এই শূল সম্বরণ।

কার্ত্তিকের অদূরে আসিয়া শূল পতিত হইল, বিরাট শব্দ করিয়া শূল পতিত হইল, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল।

কার্ত্তিক। রে অসুর! শরাঘাতে শূল তোর হল ভস্মীভূত। এইবার নাও পুরস্কার!

কার্ত্তিক নতজানু হইয়া তীর ছুড়িলেন, তারকা মাথা নত করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

তারকাসুর। ব্যর্থ! ব্যর্থ! ব্যর্থ তোর বাসনা রে, পার্ব্বতী তনয়।

কার্ত্তিক। অরিন্দম, দুর্গপার্শ্ব কর আক্রমণ।

দেব-সৈন্যগণ। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

দেবসৈন্যগণ পার্শ্বে দৌড়াইয়া গেল।

দুর্গটি ঘুরিয়া অপর দিক দর্শকদের সম্মুখ উপস্থিত করিল। দেবসৈন্যগণ একটা বাতায়নের নিম্নে দাঁড়াইল।

কার্ত্তিক। ওই গবাক্ষপথে দুর্গে প্রবেশ কর। আরোহিণী করহ স্থাপন।

অরিন্দম। সৈন্যগণ! আরোহিণী করহ স্থাপন।

সৈন্যরা আরোহিণী স্থাপন করিল। এবং আরোহিণী বহিয়া খানিকটা উঠিয়া চীৎকার করিল।

সৈন্যগণ। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

বাতায়নে বিকটদর্শন আসিয়া দাঁড়াইল।

বিকটদর্শন। শঙ্কর নাহিক হেথায় জাগি আমি বিকটদর্শন!

কার্ত্তিক। ভীষণদর্শন ওই অসুরে আঘাত কর।

বিকটদর্শন। রে তস্কর দেবগণ! দুর্গ প্রবেশের আশা দেহ বিসর্জ্জন! ধূলিতলে লভহ বিশ্রাম।

আরোহিণী ফেলিয়া দিল।

তারকাসুর (দুর্গশিরে)। হাঃ হাঃ হাঃ এখানেও ব্যর্থতা রে রণে-অনিপুণ পার্ব্বতী তনয় ! তারকা-নিধন আশা দেহ বিসর্জ্জন।

কার্ত্তিক। অরিন্দম, অরিন্দম, পুনঃ অন্যপার্শ্ব কর আক্রমণ—

দুর্গ ঘুরিয়া অন্য একদিক প্রকাশ করিল।

ভগ্ন কর এই লৌহদ্বার !

অরিন্দম। কুমার ! কুমার ! দূরমপসর ! তপ্ত-তৈল পুনরায় করে বরিষণ।

অসুর-সৈন্য। জয় শঙ্কর ! জয় শঙ্কর !

তারকাসুর। রে পার্ব্বতী তনয় ! ফিরে যা, ফিরে যারে মায়ের বুকেতে। অসুর দুর্গ জয়, তারকানিধন, বালকের কাজ নয় !

কার্ত্তিক। উদ্ধত অসুর ! পাষাণ-দুর্গের নিশ্চিন্ত-আশ্রয়ে থেকে কর আস্ফালন তুমি। শক্তি যদি ধরহ সত্য, সত্য যদি তুমি বীর্য্যবান, নেমে এস সমভূমে। সমক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে দুজন, করি নিরূপণ, কে বেশী শক্তিধর —কার্ত্তিকেয় অথবা তারকা।

অলকা (দূর হইতে)। কুমার ! কুমার !

কার্ত্তিক। মাতা ! মাতা !

তারকাসুর। যাওরে বাছনি ! রণশ্রান্ত দুগ্ধপোষ্য বালক, মাতৃস্তন্য পান করি নিবার পিপাসা।

অলকা প্রবেশ করিল।

অলকা। কুমার ! কুমার, নিশি অবসান প্রায়। পূব দিকে শুকতারার হয়েচে উদয়। শুভ মুহূর্ত্ত এই। মাতৃনাম স্মরি কর শর-ত্যাগ. অসুর-জীবন তাহে হবে অবসান।

তারকাসুর চপলে অলকা! শুকতারার উদয়-সন্দেশ দেবপক্ষে নহে শুভকর। দেখা যবে দেবে দিনমণি, অসুর দুর্গ হতে তখন অগনণ সৈন্য হবে নির্গত, অস্ত্রমুখে তারা দুর্ব্বল দেবতাগণে পশুবৎ করিবে সংহার।

কার্ত্তিক। মাতা ফিরে যাও, দেব-শিবিরে। বিপন্ন করোনা জীবন তোমার।

অলকা। বিপদে-সম্পদে, ভাগ্য-বিড়ম্বনায় চিরদিন যিনি এই অভাগীরে দিয়েচেন আশ্রয়, তাঁরই আদেশ পালন একমাত্র কর্ত্তব্য আমার। তুমি দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক; জানি, শক্তি তোমার অসীম-দুর্ব্বার; তবু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে শঙ্কায় সন্ত্রাসে হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে। মনে হয়, মায়ের স্নেহ-দৃষ্টি থেকে দূরে অজ্ঞাত এই শত্রুপুরে, কখনো কোন অমঙ্গল যদি হয় প্রকটিত, মঙ্গল অঞ্চলতলে কে তোমারে আশ্রয় দেবে? তাইত সুরক্ষিত দেব-শিবিরে নিশ্চিন্তে পারিনা তিষ্ঠিতে।

কার্ত্তিক। মাতা, সত্য তুমি মায়ের শক্তির মূর্ত্তি! নইলে কার্ত্তিকের তরে এত স্নেহ কেন হবে সঞ্চিত অন্তরে?

অরিন্দম। কুমার! কুমার! দুর্গদ্বার করে উদ্‌ঘাটন!

কার্ত্তিক। ফিরে যাও মাতা! ফিরে যাও দেব-শিবিরে!

দুর্গদ্বার দিয়া তারকাসুর বাহির হইয়া আসিল

তারকাসুর। আমিও বলি অলকা, ফিরে যাও, ফিরে যাও তুমি!

অলকা। মাতৃশক্তিরে এত ভয় তোমার অসুররাজ ?

তারকাসুর। অর্থ, অলকা ?

অলকা। মনে ভয় তোমার, মায়ের সম্মুখে পুত্র জয় কখনো সম্ভব নয়।

তারকাসুর। মিথ্যা মাতৃত্বের গৌরবে তুমি স্ফীত অলকা, তোমাতে সকলই সম্ভব। তবু শুনে রাখ, প্রয়োজন বোধে কতবার মাতৃবক্ষ হতে কত স্তন্যপানরত শিশু সবলে কেড়ে নিয়ে পাষাণে করেচি নিক্ষেপ; প্রয়োজন বোধে কত গর্ভিণীর উদর বিদীর্ণ করে সন্তান করেচি হরণ; শৃঙ্খলে বেঁধে জননীরে দৃষ্টির সম্মুখে তার খণ্ড খণ্ড করেচি সন্তানে। কখনো দেখিনি মায়ের শক্তি হয়েচে দুর্ব্বার; শুধু দেখিচি, বুঝিচি মায়েরা অবলা, শক্তিবিহীনা, কৃপার পাত্রী। তোমার শক্তির ভয়ে তোমাকে বলিনি যেতে।

অলকা। তবে ?

তারকাসুর। লজ্জা থেকে দিতে নিষ্কৃতি।

অলকা। লজ্জা থেকে দিতে নিষ্কৃতি !

তারকাসুর। প্রভাতে দিনের আলোকে, অসুর পুরবাসী সবে শত্রু মাঝে যবে তোমারে দেখিবে, লজ্জা কিগো হবেনা তোমার ? অসুর আশ্রয়ে করি দিনপাত, আজি অকস্মাৎ যে কৃতঘ্নতার পরিচয় তুমি দিলে অলকা, পাপকার্য্যে রত ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত অসুর সন্তানগণ মর্য্যাদা তাহার কভু দিতে পারিবে না; থুৎকার প্রদানে অথবা লোষ্ট্রাঘাতে অপমান করিবে তোমার। তাই অনুরোধ মম, যাও চলে যাও, দেব-শিবিরে, অথবা নিয়তি তোমার যেথা নিয়ে যায় ! রে কার্ত্তিক !

প্রভাত আগত। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চেয়েছিলে তুমি। অসুর সৈন্য, সেনানীবৃন্দ, কেহ কাছে নাই। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দিতে চাও ?

কার্ত্তিক। প্রস্তুত সদাই কর্ত্তিকেয়।

তারকাসুর। কোন্ অস্ত্র চাও তুমি ? শূল, শেল, মুষল, অসি ?

কার্ত্তিক কোদণ্ডে টঙ্কার দিল।

কার্ত্তিক। অস্ত্র মোর হাতের কার্ম্মুক।

তারকাসুর। কার্ম্মুকে অভ্যস্থ নই আমি, তবুও আশা তব করিব পূরণ···

যাইতে উদ্যত হইল।

কার্ত্তিক। তিষ্ঠ অসুররাজ! অনভ্যস্থ শর-সন্ধানে যদি, অসি কর কোষ-উন্মোচন।

তারকাসুর। উত্তম প্রস্তাব। অলকা, শুনে রাখ অলকা, শুধু তোমাকে লজ্জা থেকে দিতে নিষ্কৃতি, সৈন্য-সামন্ত দূরে রেখে, দূরে রেখে পুরবাসীগণে, দূরে রেখে দিনের আলোক, কার্ত্তিকেরে দি অবসর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মোরে করিতে নিধন। প্রস্তুত তুমি, পার্ব্বতী-নন্দন!

কার্ত্তিক। প্রস্তুত আমি অসুর-তারকা।

অলকা। মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমার অক্ষয়-কবচ, পুত্র।

তারকাসুর। বন্ধ্যা নারীর ন্যায় কুমারীর মাতৃস্নেহ অশ্রুত, অদ্ভুত!

কার্ত্তিক। রে অসুর!

অলকা। কুমার! কুমার! অসিমুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখ।

তারকাসুর। সাবধান পার্ব্বতী-তনয়! শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ আমার, অসি তোমার করেছে পরশ। ওই শাণিত কৃপাণ, শুষ্ক কাষ্ঠ সমান, এখুনি প্রজ্বলিত হবে, হবে ভস্মে পরিণত। অন্য অস্ত্র নাও তুমি।

কার্ত্তিকের হাতের অসি জ্বলিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক। রে মায়াধর! কোন্ মায়াবলে এই অসম্ভব করিস সম্ভব?

তারকাসুর। যে মায়ায় ত্রিলোক জিনেছি আমি!

অলকা। পুত্র! পুত্র! অস্ত্রত্যাগ করহ সত্বর।

তারকাসুর। অগ্নি যদি দেহ তব করে পরশন, কন্দর্প-সদৃশ ভস্মস্তূপে হবে পরিণত।

কার্ত্তিক অস্ত্র ফেলিয়া দিল।

তারকাসুর। দ্যাখ! দ্যাখ! দেবতামণ্ডল, চেয়ে দ্যাখ্ [illegible]রে অসুরবৃন্দ, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দেব-সেনাপতি আয়ুধ ধরিতে নারে!

দুর্গ হইতে সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিল।

অসুর সৈন্য। জয় তারকাসুরের জয়!

তারকাসুর। রে অস্ত্রত্যাগী ভীরু দেবতা, তারকার শেলাঘাত করহ ধারণ।

অরিন্দম ও অলকা। আ-আ!

তারকাসুর। ভূপতিত দেব-সেনাপতি। সৈন্যগণ বাজাও দুন্দুভি, শঙ্করের জয়নাদে আকাশ বাতাস কর মুখরিত।

অসুর সৈন্য। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। এবং তৎক্ষণাৎ আলোকিত হইল। পটপরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কৈলাস-ধামে মহাদেবের সভাগৃহ। মহাদেব সিংহাসনে বসিয়া আছেন, নন্দী পশ্চাতে দণ্ডায়মান, দুইটি চামরধারিণী মহাদেবকে ব্যজন করিতেছে। দেবর্ষি নারদ করজোরে বলিতেছেন:

নারদ। হে শঙ্কর! এখনও নিষ্ক্রিয় তুমি! পুত্র তোমার, পার্ব্বতী-কুমার, অস্ত্রহীন, অচেতন, তবু তুমি প্রশান্ত বয়ানে কার ধ্যানে আছ নিমগন।

মহাদেব। দেবর্ষি নারদ, অহেতুক এ চাঞ্চল্য! যাঁর কাজ অসুর নিধন, তিনিই সাধিবেন কর্ত্তব্য তাঁহার।

নারদ। হে শঙ্কর! দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নহে কিহে পুত্র তোমার?

মহাদেব। পুত্র যদি পাতকী নিপাতে হয় অশক্ত, সৈনাপত্য হবে বিড়ম্বনা তার।

অলকা প্রবেশ করিল।

অলকা। সত্যই বিড়ম্বনার জীবন তাহার। দেবকুল শক্তিহীন, ত্রিলোক-ঈশ্বর পিতা তার নির্ব্বিকার। শক্তির কুমার দুর্জ্জয়

অসুর-পুরে একা অসহায় করে রণ, প্রাণপণ। এ কি বিড়ম্বনা নয় দেবর্ষি ?

নারদ। তুমি মাতা, আশুতোষে বুঝায়ে বল। আর কতকাল দেবগণ বন্দী রবে অসুর-কারায় ? আর কতকাল স্বর্গধাম অসুর-ছায়ায় ম্লান হয়ে রবে ? কতকাল ত্রিলোকবাসী তারকার ত্রাসে রুদ্ধ-শ্বাসে জীবন যাপিবে ?

অলকা। কারে বুঝাব আমি দেবর্ষি ! ত্রিগুণের অধিকারী যিনি ; জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় সবই যিনি জানেন নিশ্চিত, যাঁর ইচ্ছায় শত তারকা মুহূর্ত্তে হয়ে যায় লীন, তাঁকে আমি কি বুঝাব নারদ ?

নারদ। হে শঙ্কর, মিনতি আমার, শুধু একবার, একবার তুমি প্রলয়ঙ্কর রূপে দেখা দিয়ে দেবকুলে প্রদান অভয় !

মহাদেব। প্রলয়ের প্রয়োজন কোথায় নারদ ? এ যে সৃজনের কাল। যা কিছু বিঘ্ন, যা কিছু অশুভ, মহামায়ার কল্যাণে হবে লুপ্ত সব। ত্রিলোক এখন পাবে শান্তির সন্ধান।

অলকা। কিন্তু তুমি দেব, তুমি যদি অসুরের কল্যাণ কামনায় নিত্য তারে কর আশীর্ব্বাদ, তাহ'লে ত্রিলোক অধিবাসী দাঁড়াবে কাহার কাছে ? হে মহেশ সত্য যদি শক্তি স্বরূপিণী আমি, দেহ বর, পুনঃ আমি যাইব সমরে। অসুর নাশিতে খড়্গ হাতে নিয়ে মাতিব আহবে আমি, নৃমুণ্ডমালা পরিব গলায়, লোল-রসনা করিয়া বিস্তার শোণিত করিব পান, থিয়া তা থৈ থিয়া তা থৈ নাচিয়া উঠিছে প্রাণ।

মহাদেব। সংহর, সংহর ওই তব রূপ ! এখনও সময় নয়।

রক্ষী দৌড়াইয়া আসিল।

রক্ষী। প্রভু! ভীমকায়া অসুরতারকা ঝটিকা-গতিতে হয় অগ্রসর।

মহাদেব। অসুর তারকা!

রক্ষী। রক্ষীগণ তাহে রোধিতে নারে।

তারকাসুর ছুটিয়া আসিল। পার্ব্বতী খড়্গ হাতে লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তারকাসুর। শঙ্কর! শঙ্কর!

পার্ব্বতী। রে অসুর! শমন জাগিছে সম্মুখে তোর।

তারকাসুর। জানি দেবি, জানি, কাল পূর্ণ আমার। তাইত এসেছি ছুটে ইষ্টদেবে শেষবার করিতে দর্শন। হে শঙ্কর! যুগ যুগ ধরি, তব পদ স্মরি, করিয়াছে দাস কর্ত্তব্য পালন; যুগ যুগ ধরি তোমারি ইঙ্গিতে, করিয়াছে দাস দেবতা-শাসন। আজ বুঝিয়াছি দেব, নব-যুগান্তরে হইয়াছে পূর্ণ তব প্রয়োজন, তাই হে শঙ্কর হে প্রলয়ঙ্কর চাহ তুমি আজ তারকা-নিধন। চাহ ক্ষতি নাই। কিন্তু বালকে পাঠালে কেন! নিজে কেন করনি স্মরণ? তোমার আদেশে যে অপ্রিয় নিষ্ঠুর কার্য্য নিত্য আমি করেচি পালন, আত্মঘাত তুলনায় তার কোনমতে নহেক কঠোর। দাস ত প্রস্তুত ছিল!

পার্ব্বতী। আত্মঘাতে প্রস্তুত যত্তপি তুই রে অসুর, এই খড়্গ নিয়ে ছিন্ন কর শির তোর।

তারকাসুর। পারিব না, পারিব না মাতা!

পার্ব্বতী। এত ভয় অসুর অন্তরে?

তারকাসুর। ভয়? ভয় নয় মাতা, ভয় কাকে বলে অসুর জানে না। হর-পার্ব্বতী সুত কার্ত্তিক বধিবে মোরে এই বাণী যদি ব্যর্থ করে দি, ইষ্টের আমার, তোমারো মাতা, তোমারও অমর্য্যাদা হবে। তাই আত্মাঘাত অন্যায় আমার। ইষ্টপুত্র হাতে হত হব আমি, ইষ্টদেব অভিপ্রায় করিব পূরণ।

পার্ব্বতী। কিন্তু কোথা কার্ত্তিক, কোথায় কুমার আমার?

দুন্দুভিনিনাদ হইল।

তারকাসুর। ওই শোন মাতা। আসিছে কুমার তব, লুপ্ত-চেতনা লভি তারকা সন্ধানে। শঙ্কর! শঙ্কর! কৃপা দৃষ্টিপাতে চাহ একবার।

কার্ত্তিক প্রবেশ করিল সঙ্গে অলকা ও দেবগণ।

কার্ত্তিক। রে অসুর! মায়াবলে অসি মম ভস্মসাৎ করি নিরস্ত্র আমারে করেছিলি শেলাঘাত, এবে মায়াবলে পারিস রোধিতে এই শমন-শায়ক?

তারকাসুর। পারিলেও করিব না তাহা। হান শর তুমি পার্ব্বতী তনয়, হর-পার্ব্বতীসুত কুমার কার্ত্তিক নাশিবে তারকাসুরে, এই বাণী যেন বিফল না হয়।

কার্ত্তিক। হোক্ পূর্ণমনস্কাম তোর।

শরত্যাগ করিলেন। বানবিদ্ধ অসুর টলিতে টলিতে শঙ্করের পদতলে গিয়া পড়িল।

তারকাসুর। হে শঙ্কর! চিরঞ্জীব হব আমি এই বর দিয়েছিলে তুমি! তব পদতলে চিরঞ্জীব রব আমি; দাও পদ, ত্রিলোক-ঈশ্বর।

পদতলে পড়িল। আকাশে বাদ্যধ্বনি হইল, পুষ্পবৃষ্টি হইল, দেববালাগণ ও মুক্ত দেবতাবৃন্দ প্রবেশ করিলেন।

সমবেত গীত

জয় হর পার্ব্বতী জয় শিবশক্তি
পরম পুরুষ জয় পরা প্রকৃতি।
বিনাশ যুগে যুগে অজ্ঞান তিমির
অন্তর বাহিরের দানব ভীতি॥
ওম্ নমঃ শ্রীশিবায়।
ওম্ নমঃ শ্রীশিবায়॥

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনী মিনার্ভা থিয়েটার

২৪শে আগষ্ট, ১৯৪০

পরিচালক	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গান ও সুর	কাজী নজরুল ইসলাম
নৃত্য	শ্রীমতী নীহারবালা
মঞ্চশিল্পী	মহম্মদ জান
মঞ্চাধ্যক্ষ	জানে আলাম
স্মারক	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
	শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জাকর	শ্রীসন্তোষ শীল, চাক্ষু, অবনী, কালী ও তুলসী
আলোক শিল্পী	শ্রীভোলানাথ বসাক
অবাহ সঙ্গীত	ওহিয়ার রহমান (কল্লু)
যন্ত্রীসঙ্ঘ	শ্রীরতন দাস
	শ্রীগণেশ মল্লিক
	শ্রীনটর দাস
	শ্রীবলরাম পাঠক
	শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী
	শ্রীবসন্তকুমার গুপ্ত
	শ্রীমন্মথকুমার দাসঘোষ
	শ্রীদুলাল দাস
	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

পুরুষ

নারায়ণ	শ্রীমতী করুণাময়ী (মটর)
মহাদেব	শ্রীমোহন ঘোষাল
ব্রহ্মা	শ্রীসন্তোষকুমার শীল
ইন্দ্র	শ্রীবিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
সূর্য্য	শ্রীকামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়
অগ্নি	শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়
বায়ু	শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
বরুণ	শ্রীকুসুম গোস্বামী
কার্ত্তিক	শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায়
কন্দর্প	শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়
বসন্ত	মিস্ উমা মুখার্জ্জি
নারদ	শ্রীসুশীল ঘোষ
নন্দী	শ্রীমণিলাল ঘোষ
গিরিরাজ	শ্রীপ্রফুল্ল দাস (হাজু বাবু)
সঞ্জয়	শ্রীঅমৃতলাল রায়
অরিন্দম	শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায
ব্রহ্মপুত্র	শ্রীবলাই চট্টোপাধ্যায
তারকাসুর	শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়
বিকটদর্শন	শ্রীহারাধন ধাড়া
বরুণগণ	মিহিরবাবু, গোপালবাবু, বিভোরবাবু সুধীরবাবু, নরেনবাবু, শম্ভুবাবু, অনাদিবাবু
জনৈক বৃদ্ধ	শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়
বন্দীগণ	মাণিকবাবু, সুধীরবাবু
প্রতিহারী	ভূতনাথ পাঁড়ে
রক্ষীগণ	রেবতীবাবু, প্রতুলবাবু

স্ত্রী

গিরিরাণী	শ্রীমতী রাধারাণী
পার্ব্বতী	শ্রীমতী অপর্ণা দাস
অলকা	শ্রীমতী সরযূবালা
ঝর্ণা	শ্রীমতী হরিমতী
মায়া	শ্রীমতী হরিমতী
রতি	শ্রীমতী ফিরোজাবালা (ফিরি)
প্রিয়ম্বদা	শ্রীমতী রেণুকা
চিত্রলেখা	শ্রীমতী শিবানী দেবী
সুদর্শনা	শ্রীমতী উষারাণী (ঘেঁটু)
সুভদ্রা	শ্রীমতী ফিরোজাবালা
বর্ষিয়সী নারী	শ্রীমতী করুণাময়ী (মটর)
তরুণীগণ	শ্রীমতী শিবানী, শ্রীমতী রাধারাণী (খ্যাঁদা) শ্রীমতী রেবা, শ্রীমতী আবিরা, শ্রীমতী সুশীলা, শ্রীমতী রাধারাণী, শেফালী, শ্রীমতী মুক্ত, শ্রীমতী কমলা, শ্রীমতী গীতারাণী, শ্রীমতী বেলারাণী,
সুরবালাগণ	শ্রীমতী গীতাদেবী, রেবা, শেফালী, রাধারাণী, (৩নং) কমলা,

সখীগণ। শ্রীমতী রেণুকা, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী রাধারাণী, (খ্যাঁদা) শ্রীমতী শিবানী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী পটল, শ্রীমতী গীতাদেবী, শ্রীমতী কমলাবালা, শ্রীমতী রেবা, শ্রীমতী ইন্দু, শ্রীমতী মুক্তরাণী, শ্রীমতী শেফালী, শ্রীমতী রাধারাণী।